বিচিত্র ভবন

(আন্তর্জাতিক হোটেল)

'যাদুঘর' ও 'ঝরামুকুল' রচয়িতা

শ্রীকেদারলাল রায়

প্রাপ্তিস্থান :

কলিকাতা পুস্তকালয় লিঃ

৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক—
শিশু-সাহিত্য প্রচার
৭।১, রামমোহন সাহা লেন,
কলিকাতা।

প্রথম প্রকাশ / রথযাত্রা, ১৩৬৬

মুদ্রাকর—শ্রীসুবোধচন্দ্র মণ্ডল
কল্পনা প্রেস লিঃ
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা—৬

বিচিত্র ভবন নাটকের মত উপন্যাস ও উপন্যাসের মত নাটক! অর্থাৎ পড়বার ও অভিনয় করবার মত দুইই।

এই রকম বিশিষ্ট ধরণের সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াসে যাদুঘর ও ঝরামুকুল রচিত হয়। এই উভয় প্রচেষ্টাই রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করে অভাবনীয় সাফল্যলাভ করে। এই উপলক্ষ্যে পরিচিত ও অপরিচিত অনেকের বিস্ময় মিশ্রিত প্রশংসা স্বয়ং লেখককেও অভিভূত করে! তখনও লেখকের নাম প্রকাশ করা হয়নি। অথচ এই অজ্ঞাত লেখককে উদ্দেশ্য করে একটী বিখ্যাত সাপ্তাহিকে যে সাগ্রহ অভিনন্দন প্রকাশিত হয়েছিল, তা নিম্নে উল্লেখ করা হল,—

"নাটক দুটীর সৃষ্টিকর্ত্তা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও অপরিচিত। কিন্তু তা হলেও তিনি—তাঁর প্রথম রচনায় এবং বিষয়বস্তু মনোনয়নে যে দুঃসাহসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন, তা' আমাদের যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত করে তুলেছে। নাটকের সর্বসার্থকতাই যদি নাট্যকারের সাফল্যের পরিমাপক হয়; তাহলে মুক্তকণ্ঠে বল্‌তে পারি যে তিনি সফলতা লাভ করেছেন।" ("রূপাঞ্জলী"—প্রমথেশ স্মরণ সংখ্যা ষষ্ঠ বর্ষ ১৩৫৯)

কোন অজ্ঞাত লেখকের ভাগ্যে এরূপ প্রশংসালাভ সত্যই তাঁর সার্থকতার পরিচয়। লেখকের আশা, বিচিত্র ভবন সেইরূপ দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক হলেও সকলের সমাদর লাভ করবে।

ছাপার সামান্য ভুলগুলি পাঠকবর্গ নিজেরাই ঠিক করে নিতে পারবেন। নিম্নলিখিত ভুলগুলি তাঁরা যেন অবশ্যই সংশোধন করে নেন্—

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	হবে
২১	১১	চলুন	বলুন
৩০	১৭	না	মা
৪৬,ও৭৬	১০,ও ১৬	আমাব	আপনার
৬৬	২০	হ্যাঁ	হা
৬৭	১১	বারান্দায়	বরোদায়
৭৫	৫	ভয়াক্রান্ত	ভারাক্রান্ত
৮৭	১ও২	আপনা আপনি	আপনি আপনার
৮৭	৩	আপনার	আমার
৮৯	১২	ইনি	হয়ে

বিচিত্র ভবন



এক

ছাব্বিশ নম্বর। একখানি ঘরবিশিষ্ট দ্বিতলস্থ একটী খালি ফ্ল্যাট। ঘরের পিছন দিকে একটী বড় জান্‌লা,—এখন খোলাই আছে। খোলা জান্‌লা দিয়ে দূরে অবস্থিত পিছনের বাড়ীখানা দৃষ্টিগোচর হয়।

ঘরের দক্ষিণ দিকের দরজাটী অপেক্ষাকৃত ছোট, তার মাথার ওপর বড় করে লেখা —বাথরুম। ঘরে ঢুক্‌বার বা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে আছে একটীমাত্র দরজা, সেটী ঘরের বামদিকে অবস্থিত।

ঘরের আস্‌বাবের মধ্যে আছে খানতিনেক চেয়ার, ছোট একটা টেবিল, একটা টি্রপয় ও টি্রপয়ের ওপর টেলিফোন। টেবিলটা আছে ঘরের পিছন দিকে জান্‌লার কাছেই, তার পাশে দু'খানা চেয়ার। তৃতীয় চেয়ারখানা আছে ঠিক বাম দরজার কাছেই।

বেলা তখন বারোটা। ঘরে দাঁড়িয়ে ক্ষেত্রদাস।

ক্ষেত্র। [চারিদিকে চেয়ে আপনমনে] ফ্লাটটা কাল থেকে খালি যাচ্ছে—

[ঠিক সেই সময় ঘরে ঢুকলো নগেন]

নগেন। হ্যাঁ, কাল সন্ধ্যে থেকে!

ক্ষেত্র। পাশেরটাও খালি—

নগেন। [বাধা দিয়ে] আজ সকাল থেকে।

ক্ষেত্র। [ফিরে ক্রুদ্ধকণ্ঠে] ছ্যাখ, নগেন, যারা বুদ্ধিমান, তারা বোকা সেজে থাকে। আর যারা বোকা—

নগেন। [বাধা দিয়ে] তারা ধোঁকায় পড়ে। কিন্তু শোনো, সেই লোকটা আবার টেলিফোন করছিলো! সেই ডাক্তার দেবশঙ্কর মৈত্রকে খুঁজছে।

ক্ষেত্র। সাত বছর পরে এত খোঁজা খুঁজি কেনরে নগেন?

নগেন। [চিন্তিতভাবে] লোকটা নিশ্চয়ই গোয়েন্দা! মানে, আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা!

ক্ষেত্র। তোর সবই আন্তর্জাতিক! কিন্তু সে কে, তা তাকে জিজ্ঞেস করছিস্‌নে কেন?

নগেন। তাওতো করছি। কিন্তু হাঁ কি না, কিছুই যে বলে না। জিজ্ঞেস করলে মনে হয়, লোকটা মনে মনে হাসে তাই টেলিফোনে শোনা যায় না। ঐ যে রিটায়ার্ড ম্যাজিস্ট্রেট আস্‌ছে।

[বাম দরজা দিয়ে বিশ্বনাথ ঘরে ঢুকলো]

বিশ্ব। সমস্ত বাড়ীটা খুঁজে তবে দোতলায় এসে আপনার হদিস্‌ পেয়েছি!

নগেন। বড় জরুরী কাজ বুঝি?

বিশ্ব। [সক্রোধে] তুমি চুপ করো। [ক্ষেত্রদাসকে] একটা সহজ কথার সোজা উত্তর চাই।

নগেন। বলেন কি মশাই! কথা কখনও সহজ হয়, আর উত্তর কখনও সোজা হয়?—আমাদের আন্তর্জাতিক হোটেলের সভাগুলো ত্যাখেন নি—

বিশ্ব। [আরও ক্রোধের সঙ্গে] নগেন, আমি এসেছি তোমার বাবুর সঙ্গে কথা কইতে—

নগেন। আজ্ঞে, সে একই কথা। বাবু যা' বল্‌বেন, সবতো আমার এই খাতায় লেখা। এই দেখুন না—[খাতা খুলে টেবিলের

ওপর রেখে] এই যে আপনার নাম। শ্রীবিশ্বনাথ চৌধুরী। বয়েস ছাপান্ন! রিটায়ার্ড ম্যাজিষ্ট্রেট। পুত্রের নাম মিহির, ইঞ্জিনিয়র, বয়েস চব্বিশ, অবিবাহিত। কন্যার নাম সন্ধ্যা, বয়েস ছাব্বিশ, অবিবাহিতা, গ্রাজুয়েট। [সহসা মাথায় হাত দিয়ে] তাইতো! আপনার একটা কথাতো লেখা হয়নি, স্যার? যাক্, আপনার সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হয়ে গেল, তখন ওটা লিখেই নিই। বলুন, কি লিখবো, আপনি স্ত্রীলোক না পুরুষ?

বিশ্ব। [ক্রোধ ও বিস্ময়ের সঙ্গে] সেটা জিজ্ঞেস করে তবে লিখতে হবে?

নগেন। আজ্ঞে হ্যাঁ! আপনি যা লেখাবেন তাই লিখ্‌তে হবে কিনা! বলুন, বলুন—তাড়াতাড়ি লিখে ফেলি—

ক্ষেত্র। নগেন, উনি হচ্ছেন সাদাসিধে লোক—

নগেন। [বিশ্বনাথের দিকে চেয়ে] ও,—উনি তাই! মানে, সাদাসিধে! আচ্ছা, তবে লিখে নিলাম পুরুষ।

ক্ষেত্র। [বিশ্বনাথকে] কিছু মনে করবেন না!—এ আমাদের নিয়ম!—অর্থাৎ আপনি যা' লেখাতে চান, তাই নির্বিচারে লিখে নেওয়া!—আজকাল্‌কার আইন-কানুনগুলো থেকে সকলকে বাঁচিয়ে চল্‌তে হয় কিনা।

বিশ্ব। আমি রিটায়ার্ড ম্যাজিষ্ট্রেট। আমাকে আর আইন শেখাতে হবে না!—এখন আমি যা জিজ্ঞেস করি তার উত্তর দিন। এই বিচিত্র ভবনের সত্বাধিকারী আর ম্যানেজার আপনি? আর আপনার নাম ক্ষেত্রদাস বর্ম্মন?

নগেন। আজ্ঞে শ্রীক্ষেত্রদাস বর্ম্মন—

বিশ্ব। চোপ্।—[ক্ষেত্রদাসকে] তা হলে খাতু কার নাম?

ক্ষেত্র। [সবিস্ময়ে] থাতু !

বিশ্ব। হ্যাঁ,—আর মোড়ল কার নাম ? বুঁচো কার নাম ? গণ্ডার কাব নাম ?

ক্ষেত্র। [ততোধিক বিস্ময়ে] বলেন কি মশাই, এসব কার নাম ?

বিশ্ব। সেইটেই তো জান্‌তে এসেছি। মোটে কাল রাত্রে এখানে আমরা এসেছি। আর আজ সকাল হতে না হতে, আপনার একশ'টা ভাড়াটের পাঁচ্‌শোটা ছোক্‌ড়া এসে হাজির।

ক্ষেত্র। ছোক্‌ড়া ! মানে, সব তরুণ যুবক বুঝি ?

বিশ্ব। হঁ্যা—কিন্তু—

ক্ষেত্র। [বাধা দিয়ে] আর বল্‌তে হবে না। [অর্থপূর্ণ ভাবে নগেনকে] বুঝেছিস ?

নগেন। [তৎক্ষণাৎ] হ্যাঁ,—এই যে।—[খাতা খুলে] কন্যার বয়েস ছাব্বিশ,—অবিবাহিতা !

বিশ্ব। সেই ছোক্‌ড়ারা একে একে আসে, আর এক একটা নাম বলে যায়। কেউ বলে ম্যানেজারেব নাম থাতু, কেউ বলে,—

নগেন। [বাধা দিয়ে] আজ্ঞে, বাবুর পেছনে ওঁর ভাড়াটেরা ওঁকে কত নামে ডাকে। থাতু, বোঁচা, হুম্‌দো, মোড়ল, গণ্ডার—কত গণ্ডা নাম !—

ক্ষেত্র। [ধমক দিযে] ভোর লেখা শেষ হয়ে থাকে তো এবার যা দেখি !—যা' !

নগেন। [খাতাটা বগলে নিয়ে বিশ্বনাথকে] তবে ওসব ছেলে-ছোক্‌ড়ার কথা মোটেই ভাব্‌বেন না। একটু অসুবিধে হলেই আমাকে খবব দেবেন। আপনাদের সকলের উপকারের জন্যেই তো আমি আছি কিনা !

[নগেন দরজা দিয়ে ধীরে ধীরে বার হয়ে গেল।—]

ক্ষেত্র। আর কি বল্‌তে চান, বলুন!

বিশ্ব। আপনার তো একশ'টা ফ্লাট আর পাঁচশোটা ভাড়াটে। প্রত্যেক ফ্লাটের এক একটা নম্বর আছে, না নেই?

ক্ষেত্র। এটা বিখ্যাত আন্তর্জাতিক হোটেল।—নম্বর আলবৎ আছে।

বিশ্ব তবে আমার দরজার সম্মুখে এগারো, বারো, তেরো, চৌদ্দ,—চারটে নম্বর কেন?—

ক্ষেত্র। তিনটে ফ্লাট খালি।—আপনি ইচ্ছেমত যে কোনও একটা নম্বর বেছে নিন।

বিশ্ব। আমি বেছে নেব মানে?

ক্ষেত্র। হ্যাঁ, আপনিই বেছে নেবেন! নম্বরের হাঙ্গামায় আমি নেই! বিশেষ করে গোটা কয়েক নম্বরকে আমি একেবারেই বিশ্বাস করিনে।

বিশ্ব। এসব কথা আমি বাপের জন্মেও শুনিনি!—

ক্ষেত্র। হ্যাঁ। বিশেষ করে তের নম্বরটা হচ্ছে যেন সকলের চক্ষুশূল।

বিশ্ব। ওসব নম্বরের ব্যাপারে আমার কোনও কুসংস্কার নেই। আমার যে কোনও একটা নম্বর হলেই হল।

[এমন সময় ঘরে ঢুকলো ভবানন্দ মজুমদার ও রঞ্জিত গুহ]

ভবা। [শ্লথকণ্ঠে] এখানে—গদাই বাবু আছেন নাকি?

বিশ্ব। [সবিস্ময়ে] কে গদাই?

ভবা। গদাই নস্কর। [বিশ্বনাথকে লক্ষ্য করে] উঁহুঁ, আপনি তো নন্। [পরে ক্ষেত্রদাসকে লক্ষ্য করে] হুঁ, আপনি।

ক্ষেত্র। আমি! [হাঁ করে চেয়ে] আমি গদাই?

রঞ্জিত। হ্যাঁ আপনিই তো!—গায়ে কালো ছিটে কোট, পায়ে

বিশ্বভারতী চটী,—রং আলকাতরার মত কালো, মাথায় টাক, পাগুলো সরু সরু—মুখে ছুঁচ্‌লো গোঁফ—

ক্ষেত্র। [বাধা দিয়ে] থাক—থাক। আপনার কি চাই বলুন তো ?

রঞ্জিত। ফ্লাট।—

ভবা। ফ্লাট।

[মাথায় এক ঝাঁক্‌ড়া চুলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে ঘরে ঢুকলো অনিন্দ্য]

অনি। হ্যাঁ, ফ্লাট !—কিন্তু এরকম নাম না কি কখনও হয় ! [ক্ষেত্রদাসকে] আপনিই বুঝি ?

ক্ষেত্র। [দৃঢ়কণ্ঠে] হ্যাঁ, আমিই।

অনি। ম্যানেজার ?

ক্ষেত্র। হ্যাঁ—কিন্তু—

অনি। [বাধা দিয়ে] লম্বোদর বিরূপাক্ষ ?

বিশ্ব। এ সব আমি বাপের জন্মেও শুনি নি।

ক্ষেত্র। হ্যাঁ—আমিই লম্বোদর বিরূপাক্ষ—।

ভবা। [অনিশ্চয়তার সঙ্গে] কিন্তু গদাই নস্কর ?

ক্ষেত্র। ও সবই আমার নাম। খাঁদু, বোঁচা, গণ্ডার, লম্বোদর, সব। কিন্তু আপনাদের চাই এক একটা ফ্লাট। তা' সোজা আমার আপিস ঘরে চলে যান্। সেখানে একটা চার্ট টাঙ্গানো আছে।

ভবা। [শ্লথকণ্ঠে] কিন্তু আপিস তো খুঁজে পাওয়া গেল না।

ক্ষেত্র। কেন ? দরজার ওপর আপিস বলে লেখা আছে।

রঞ্জিত। সেখানে তো এক ভদ্রলোক সপরিবারে বাস করছেন।

ক্ষেত্র। অ্যাঁ। আপিসে ! মানে ?—ও, বুঝেছি। নগেন ব্যাটা আপিসের প্লেটখানা এখনও সড়ায়নি।

রঞ্জিত। আপনার আপিস ঘরের নম্বরটা কত ?

ক্ষেত্র। ঐ তো, আপনারা জানেন শুধু নম্বর, নম্বর, আর নম্বর। এই নিন্ নম্বর—[ডায়েরী খুলে] পরশু ছিল সাত, কাল তিন, আজ ছয়।

অনিন্দ্য। [সবিস্ময়ে] আপনার নামেরও ঠিক নেই!—নম্বরেরও ঠিক নেই!

[ভবানন্দ ও রঞ্জিত পরস্পরের দিকে চেয়ে মাথা নাড়লো।]

ক্ষেত্র। নাম আর নম্বরের ঠিক থাকবে কি করে শুনি? যে নামটা দয়া করে দেন, সেইটেই আমার নাম। আর যে নম্বরটা দয়া করে নেন্ না, সেইটেই আমার নম্বর। এখন চলুন। দেখি, কি কি ফ্লাট খালি আছে।

[ক্ষেত্রদাস দ্রুত বাহির হয়ে গেল। পিছন পিছন ছুট্‌লো রঞ্জিত ও ভবানন্দ। তারা চলে গেলে অনিন্দ্য দরজা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে ফিরে এল। একবার মুখ তুলে বিশ্বনাথের দিকে চেয়ে কি ভাবলো। তারপর সাহস সঞ্চয় করে শেষে বিশ্বনাথের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। বিশ্বনাথও সকৌতুকে চেয়ে দেখ্‌লো।]

অনি। আপনি এখানকার ভাড়াটে ?

বিশ্ব। হ্যাঁ।

অনি। কতদিন এসেছেন ?

বিশ্ব। [বিরক্ত হয়েও ধীরকণ্ঠে] কাল সন্ধ্যায়।

অনি। ব্যাপার স্যাপার কিছু বুঝলেন ?

বিশ্ব। কি ব্যাপার ?

অনি। মানে, নাম আর নম্বর ?

বিশ্ব। না।

অনি। আমিও না। [একটু পরে] আপনি—[ইতস্ততঃ করে] মানে—[শেষে হঠাৎ] আপনি সপরিবারে আছেন ?

বিশ্ব। ইয়ংম্যান! সকাল থেকে এতবার অনেক প্রশ্নের জবাব দিয়েছি। কিন্তু সপরিবারে মানে ?

অনি। মানে—[একটু কেশে নিয়ে] বুঝলেন না ?

বিশ্ব। না।

অনি। মানে—পরিবারবর্গ নিয়ে আছেন ?

বিশ্ব। বেশ প্রশ্নের পর প্রশ্ন ছুড়ছো। তুমি কে হে ইয়ংম্যান ?

অনি। [হঠাৎ কাছে এগিয়ে এসে নিম্নকণ্ঠে] আমি একজন নিরুপায়, অসহায়,—ভাগ্যবিতাড়িত পথিক। অর্থাৎ আমি ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছি। কল্‌কাতায় একেবারে একা।

বিশ্ব। একা কেন ? কল্‌কাতায় তোমার মত বয়সেব ছেলে কেউ একা নয়। থিয়েটার আছে, বায়স্কোপ আছে, সার্কাস আছে! নাইট ক্লাব, জুয়োর আড্ডা, কি নেই ! আসল কথা, তোমার মত বয়সের ছেলেদের যা দবকার কল্‌কাতায তার অভাব নেই।

অনি। ও,—আপনি বল্‌ছেন—[সহসা থেমে] এবার বুঝ্‌তে পেরেছি। মনে হচ্ছে, আপনিই আমাকে সাহায্য কবতে পারেন।

বিশ্ব। বটে! কোন্‌টা চাই ? জুয়ো, না রেস, না নাইট ক্লাব ? তবে ও সব খুঁজে দেওয়ার ভার দয়া করে যেন আমাকে দিও না। এসব বিষয়ে সাহায্য করার লোকের অভাব তোমার হবে না।

অনি। কিন্তু আপনি বোধ হয় ঠিক বুঝতে পারছেন না। আমি কল্‌কাতায় আশ্রয় চাই।

বিশ্ব। আশ্রয় কল্‌কাতায় ? তুমি কি পাগল ?

অনি। এখনও হই নি। তবে স্নায়ুগুলো আমার অত্যন্ত দুর্বল। আপনি কখনো কান্না দেখেছেন?

বিশ্ব। [সবিস্ময়ে] কান্না!

অনি। হ্যাঁ, অনর্গল কান্না। হঠাৎ কান্না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না, হাত ধরে কান্না, গলা ধরে কান্না।—

বিশ্ব। [আরও বিস্ময়ে] কান্না!!

অনি। হ্যাঁ, কান্না!—আপনি দ্যাখেন নি! আমি গোটা তিনমাস ধরে দেখেছি,—হাঁপিয়েছি,—লাফিয়েছি। শেষে পালিয়ে এসেছি।

বিশ্ব। কান্না!!!

অনি। হ্যাঁ কান্না!—এখন এখেনে একেবারে একা। আর প্রায় কপর্দ্দকহীন।

বিশ্ব। প্রায়। কিন্তু তাতে দুঃখ নেই। কল্‌কাতায় পয়সা রোজগার করবার পথ অনেক। চুরি কোরো, কিন্তু ধরা পড় না। আর যদি ভদ্রলোক হতে চাও, জোচ্চুরি কোরো, তবে মোটর রাখতে ভুলো না। বিশেষ তোমার বিদ্যে না থাকুক, চেহারাটা আছে।

অনি। [দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে] বিদ্যেও আছে। মানে, ছিল! আমি অক্‌সফোর্ডের এম-এ।

বিশ্ব। [সাশ্চর্য্যে] অক্‌সফোর্ডের! কিন্তু ছিল কেন?

অনি। ওটা দিয়ে আর কিছু হয় না। A dead past. আমি বরোদায় ছিলাম,—একটা প্রাইভেট ষ্টেটে প্রাইভেট সেক্রেটারী। সেইখেনেই বাড়ী। কিন্তু পালিয়ে এসেছি।

বিশ্ব। কি করতে চাও?

অনি। লুকিয়ে থাক্‌তে চাই। অন্তত কিছু দিন।

বিশ্ব। বুঝেছি, তুমি ফেরারী আসামী। কি করেছ? খুন, না ডাকাতি?

অনি। না, ওসব করিনি।

বিশ্ব। তবে কি রাহাজানী? চুরি?

অনি। আজ্ঞে, কোনও অপরাধই আমি করিনি।

বিশ্ব। বুঝেছি, তুমি অপদার্থ। মিছিমিছি রেলভাড়া দিয়ে কল্‌কাতায় এসেছ কেন?

অনি। কেন? [কাছে এসে নিম্নকণ্ঠে] কাগজে বিচিত্র ভবনের বিজ্ঞাপন দেখলাম। আন্তর্জাতিক হোটেল। তার ওপর কলকাতা। লুকিয়ে থাক্‌তে হলে, এই হোটেলটাই নাকি সবচেয়ে ভাল জায়গা। হারাণের সঙ্গে পরামর্শ করলাম।

বিশ্ব। হারাণ কে?

অনি। একটা হারিয়ে যাওয়া ছেলে। তিন মাস আগে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। একেবারে লেখাপড়া জানে না, তাই ভারী চালাক। —তার কথামতই— [হঠাৎ থেমে] কিন্তু সে যে অনেক কথা! আচ্ছা—আপনি—মানে আপনার ছেলে-টেলে আছে?

বিশ্ব। থাক্‌লে তোমার কি সুবিধে হত?

অনি। আজ্ঞে, সুবিধে-অসুবিধের কথা নয়। আপনার যদি ছেলে না থাকে—

বিশ্ব। [বাধা দিয়ে] আছে। তোমাকে পোষ্যপুত্র করা সম্ভব হবে না।

অনি। [তাড়াতাড়ি] না—না—পোষ্যপুত্র না হলেও—আমি আপনার পুত্র হয়ে থাক্‌তে পারি।

বিশ্ব। [সবিস্ময়ে] কেমন করে?

অনি। আপনি—আপনি অনায়াসে আমার বাপ হতে পারেন।

বিশ্ব। [হাঁ করে চেয়ে] বাপ হতে পারি ?

অনি। আজ্ঞে হ্যাঁ। নিশ্চয়ই পারেন।—[সহসা হতাশচিত্তে] কিন্তু আপনি ঠিক বুঝতে পার্চ্ছেন না।

বিশ্ব। [দৃঢ়কণ্ঠে] না।

অনি। ব্যাপারটা খুব সহজ ! আমি আপনাকে বাবা বলে ডাক্‌বো, —ঠিক আপনার একটা ছেলের মত।

বিশ্ব। [ক্রুদ্ধকণ্ঠে] ছেলে আমার একটাই—আর তুমি বাবা বল্‌লে আমি নিশ্চয়ই আপত্তি করবো।

অনি। আমার কথা আগে সম্পূর্ণ শুনুন—

বিশ্ব। [বাধা দিয়ে] নিশ্চয়ই না। তুমি আমাকে বাবা বলে ডাকবে, এ সব হয় না কি ! এ রকম প্রস্তাব আমি বাপের জন্মেও শুনি নি—

অনি। [সান্ত্বনয়ে] কিন্তু লুকিয়ে থাকতে হলে আমার একটা পরিচয় চাই। আপনার ছেলের পরিচয় নিলে কেউ আমার সন্ধান পাবে না।

বিশ্ব। [আকৃষ্ট হয়ে] হুঁ !—তুমি খুব অপদার্থ তো নও।

অনি। তা হলে আপনি রাজী ?

বিশ্ব। নিশ্চয়ই নয়।

অনি। কেন, আপত্তির কারণ ?

বিশ্ব। যেহেতু আমি তোমার সত্যি বাবা নই।

অনি। সত্যি হলে কি খোসামুদ করতে হত।—মিথ্যে বলেই তো এত সাধতে হচ্ছে !—কিন্তু একটা নিরাশ্রয় হতভাগ্যের দুঃখটা আপনি বুঝছেন না ? বাবা হতে একটা কানাকড়িও খরচ করতে

হবে না। অথচ আমার উপকার হবে। আপনি পরিচয় দেবেন, আমি আপনার ছেলে। আর আমি আপনাকে ডাকবো বাবা বলে—

বিশ্ব। [অনিশ্চয়তার সঙ্গে] বাবা বলে! তুমি থামবে? না, আমাকে পালাতে হবে?

অনি। পালাতে আপনাকে হবে কেন? ও আমার কাজ। কিন্তু একটু ভেবে দেখতেও তো পারতেন। আপনার তো কোনও ক্ষতি হত না। অথচ আমি রক্ষা পেতাম! আপনার কথায় বুঝেছি, একটা ছেলে আপনার আছে। নয়, দুটো হত?

বিশ্ব। [চঞ্চল চিত্তে] ইয়ংম্যান, তুমি আমাকে যুক্তি দিয়ে বাবা করাবে?

অনি। এ যুক্তির কথা নয়। মানুষেব প্রতি মানুষের নিছক কর্তব্যের কথা। বিনি পয়সায় লোকের উপকার করতে কেউ পেছোয় না। তবে খামোখা আপত্তি করছেন কেন? এখন আপনি রাজী হলে—

বিশ্ব। [বাধা দিয়ে প্রায় স্বীকৃতির মত] না—আমি এক্ষুণি রাজী হতে পাচ্ছিনে! এ সব আজগুবি কথা আমি শুনবো না—

অনি। [দীর্ঘনিঃশ্বাস] বুঝলাম পৃথিবীতে দয়া মায়া ধর্ম এ সব আমাব জন্যে নয়! পথে ঘাটে মাঠে,—যেখানেই হোক আমার মত বয়সের ছেলেরা আপনাদের মত প্রবীণদের বাবা বলেই ডাকে। কেউ আপত্তি করে না। অথচ আমার বেলায় সবই বিপরীত। সত্যিই, মন্দভাগ্য নিয়েই আমি জন্মেছি, নৈলে চেহারাটা আমার এত সুন্দর না হতেও পারতো। তার ওপর আবার আমার এই নামটাই বা কেন হবে, অনিন্দ্য সুন্দর রায়! ভগবান আমাকে সব দিক থেকেই মেরেছে। তাই শুধু মরে

মরেই আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। [বিশ্বনাথের দিকে চেয়ে] তা' হলে আপনি পার্বেন না?

বিশ্ব। [অত্যন্ত বিচলিত চিত্তে] ইয়ং ম্যান্—আমি সত্যই দুঃখিত!

অনি। বাবা হওয়াটা কিন্তু পরের জন্যে দুঃখিত হওয়ার চেয়েও সহজ। প্রতি মুহূর্তে কোটী কোটী লোক বাবা হচ্ছে! [দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে] বেঁচে থাকার এমন বিপদ যে মরতে চাইলেও মরা যায় না। তা হলে আপনি রাজী নন্?

বিশ্ব। [সোদ্বেগে] তুমি ঠিক বল্ছো, আমি বাবা না হলে তোমার খুব অসুবিধে হবে?

অনি। হাওড়ার পুল থেকে গঙ্গার জলে লাফ দেওয়া, রেলের নীচে গলা পেতে দেওয়া, কি বয়লারের আগুনে নিজেকে ছুড়ে দেওয়া, এ সব যদি অসুবিধে নয়, তবে আমার কোনও অসুবিধে হবে না।—

বিশ্ব। [স-ধমকে] চুপ করো!—তোমার নামটা কি বল্ছিলে? অনিন্দ্যসুন্দর রায়। আর আমার নাম—বিশ্বনাথ চৌধুরী। বেশ, তোমার নাম হল কালিদাস চৌধুরী—

অনি। [সানন্দে] আপনি তা হলে রাজী! রাজী!! রাজী!!! [সহসা দু'হাতে বিশ্বনাথকে জড়িয়ে ধরে] আপনি সত্যই মহামানব, পরম পুরুষ, যুগাবতার। [বিশ্বনাথ কষ্টে নিজেকে মুক্ত করে নিল। সহসা অত্যন্ত খোস মেজাজে] জানেন? আমার কিন্তু সত্যিই একটা বাবা ছিলেন।

বিশ্ব। ছিলেন বুঝি?

অনি। আজ্ঞে হ্যাঁ। ভালও বাস্তেন খুব। কিন্তু তাঁর বন্ধুই হলেন আমার শত্রু! বাবা মরবার সময় উইল করে গেলেন।—অর্থাৎ

—বাবার বন্ধুর মেয়ে [সহসা থেমে সন্দিগ্ধ ভাবে] আচ্ছা, আপনার মেয়ে আছে ?

বিশ্ব। [ভ্রুকুটি সহকারে] হ্যাঁ, আছে।

অনি। বয়েস ?

বিশ্ব। [ধীরকণ্ঠে] ছাব্বিশ। কিন্তু তোমাকে ঘর-জামাই করবার আগ্রহ আমার নেই।

অনি। [সবিস্ময়ে] ঘর-জামাই!

বিশ্ব। হ্যাঁ, যেন ঐ অনুরোধটি আর কোরো না।

অনি। [চিন্তিত ভাবে] তা তো করবোই না। কিন্তু—সবই বুঝি ভেস্তে গেল। আপনাকে বাবা করাও বুঝি হল না।

বিশ্ব। বটে। কারণ ?

অনি। কারণ ? আপনার মেয়ে,—অত বড় একটা মেয়ে। নিশ্চয়ই সুন্দরী ?

বিশ্ব। [সকৌতুকে] সন্দেহ নেই।

অনি। শিক্ষিতা ?

বিশ্ব। গ্রাজুয়েট।

অনি। [হতাশ হয়ে] বুঝেছি! আমি চিরদিনই মন্দভাগ্য। এত কষ্টে আপনাকে যদি রাজী করালাম। আপনার মেয়েই বাধালো গোল—আচ্ছা, নমস্কার। [প্রস্থানের জন্ম দরজার দিকে ফিরলো]

বিশ্ব। দাঁড়াও!—আমার মেয়ে থাকাতে তোমার অসুবিধেটা কি হল।

অনি। [ফিরে দাঁড়িয়ে] অসুবিধে নয়। তবে—সুবিধে হল না।—আমার বাবার বন্ধু—তিনি বাতে পঙ্গু! কিন্তু তাঁর মেয়ে এখনও দিব্যি নীরোগ হয়ে লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে। সেই লিলির

ভয়েই তো পালিয়ে বেড়াচ্ছি। [সখেদে] ওঃ, মেয়েরা কি দীর্ঘায়ু নিয়েই না জন্মায়! আচ্ছা, নমস্কার।

[অনিন্দ্য ফিরে দরজার দিকে অগ্রসর হল। কিন্তু ঠিক এমনি সময় দরজার ওপর এসে দাঁড়িয়েছে সন্ধ্যা, অনিন্দ্য থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল। সন্ধ্যাও তাই।]

সন্ধ্যা। বাবা, তুমি এখেনে কি করছো? আমি সমস্ত—বাড়ীটা তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

অনি। দয়া করে দরজাটা ছেড়ে দাঁড়াবেন?

সন্ধ্যা। [সবিস্ময়ে] কেন?

অনি। লোকের উপকার হবে। কারণ ঘর থেকে বেরুবার ঐ একটাই দরজা।

সন্ধ্যা। [অসন্তুষ্ট হয়ে] ঘরে ঢুক্‌বারও তো দ্বিতীয় দরজা নেই।

অনি। তবে হয় ঘরে ঢুকুন, নয় বাইরে দাঁড়ান। আমি বেরিয়ে যাই।

সন্ধ্যা। [বিশ্বনাথকে] কে এই অসভ্য লোকটা বাবা?

বিশ্ব। আমার ছেলে।

সন্ধ্যা। তোমার ছেলে!!!

বিশ্ব। হ্যাঁ, ঐ রকম একটা প্রস্তাব হয়েছিল। কিন্তু—তুমি থাকাতে একটু অসুবিধে হচ্ছে।

সন্ধ্যা। [অনিন্দ্যকে বেশ করে দেখে বোধকরি ভালই লাগলো] আমি তোমার কথা বুঝতে পারলাম না বাবা। এ ভদ্রলোক তোমার ছেলে হল কি করে? আর আমার জন্যেই বা অসুবিধে হবে কেন? আমি তো এঁকে চিনিই নে।

বিশ্ব। সেইটেই তো আশ্চর্য্য ব্যাপার। আমিও চিনিনে।

অনি। [ক্রুদ্ধকণ্ঠে] আপনি দয়া করে দরজাটা ছেড়ে দেবেন কি না?

সন্ধ্যা। [কিছু বা বিস্ময় কিছু বা কৌতুকের সঙ্গে] লোকটাকে তো খুব সহজ বলে মনে হচ্ছে না! [বেশ ভাল করে চেয়ে দেখে] বাবা, তুমি তো এসব ভালই বোঝ। লোকটা—বোধ হচ্ছে অপরাধী-সুলভ মনোবৃত্তি নিয়ে জন্মেছে।

অনি। [সক্রোধে] আমাকে আপনারা যা তা বলছেন?

সন্ধ্যা। বাবা, একে পুলিসে দিলে হয় না?—

অনি। [বিস্ফারিত নেত্রে এক পা পিছিয়ে] আমাকে পুলিসে দেবেন?

বিশ্ব। [সন্ধ্যাকে] তোমার সন্দেহটা অমূলক বলে মনে হচ্ছে না সন্ধ্যা? কিন্তু পুলিসের চার্জটা কি হবে?

সন্ধ্যা। সে তুমি ভেবে পাবে না বাবা। তুমি ফ্লাটে ফিরে যাও।— তোমার স্নানের জল ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আমি এর চার্জসিটটা ঠিক করে রাখছি।

বিশ্ব। [সন্দিগ্ধভাবে] সে কি করে হবে! তুমি তো আইন জানো না?

সন্ধ্যা। এ নতুন আইন বাবা। তুমিও জান না। সকালের খবরের কাগজটা তুমি পড়নি পড়লে দেখ্‌তে।

বিশ্ব। আজই বেরিয়েছে বুঝি। আচ্ছা, আমি এখনি পড়ে দেখছি।

[সন্ধ্যা পথ দিল, বিশ্বনাথ দ্রুত ঘর থেকে চলে গেল। অনিন্দ্যও অগ্রসর হল কিন্তু সন্ধ্যা পুনরায় দরজার সম্মুখে দাঁড়াতে তার ফিরে আসতে হল।]

সন্ধ্যা। [আদেশের সুরে] এ দিকে ফিরুন।

অনি। [চকিতে ফিরে] আপনাদের মতলব কি?

সন্ধ্যা। [পুনরায় আদেশের সুরে] ঐ চেয়ারটায় বসুন!

অনি। আপনার কথায়?

সন্ধ্যা। [ঈষৎ উচ্চতর কণ্ঠে] বসুন !

অনি। [তাড়াতাড়ি চেয়ারে বসে] বস্‌ছি। কিন্তু মনে রাখবেন, এ রকম জবরদস্তি করা আপনাদের অন্যায়।

সন্ধ্যা। [দরজার কাছের চেয়ারটায় বসে] আপনারা ! আপনাকে বাদ দিয়ে এখেনে আছি তো শুধু আমি একা। আপনারা পেলেন কোথায় ?

অনি। না, আপনারা নন্, আপনি ! কিন্তু আপনার এ রকম ব্যবহার সহ্য করতে আমি বাধ্য নই। [উঠে দাঁড়িয়ে] আমি—

সন্ধ্যা। [সেও উঠে দাঁড়িয়ে হুকুম করলো] বসুন। [অনিন্দ্য বস্‌লো, সন্ধ্যাও বস্‌লো]—আপনার নাম কি ?

অনি। [অবাক হয়ে] আপনাকে আমার নাম বল্‌তে হবে ?

সন্ধ্যা। হ্যাঁ, নাম ?

অনি। এ সব প্রশ্ন করবার অধিকার আপনার নেই।

সন্ধ্যা। আপনার নাম আমি শুনিছি বটে। গজানন !

অনি। [সবিস্ময়ে] কি বললেন ? গজানন ?

সন্ধ্যা। হাঁ, গজাননই তো। [অনিন্দ্য শুধু বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে চাইল] নয় ? তবে আমার ভুল হয়েছে। আপনার নাম তো সুললিত।

অনি। [রাগে অন্ধ হয়ে] এ সব নাম আমি কস্মিন কালেও শুনিনি !—[উঠে দাঁড়ালো।]

সন্ধ্যা। তবে ?

অনি। আমার নাম অনিন্দ্যসুন্দর রায়।

সন্ধ্যা। জাতি ?

অনি। জাতি ! [বসে পড়ে তিক্তকণ্ঠে] আপনি আমার বিয়ের সম্বন্ধ করছেন না কি ?

সন্ধ্যা। আপনার জাতিটা স্পষ্ট। বজ্জাত। [অনিন্দ্যের গর্জন] তা যদি না হয়, তবে অজাত ?

অনি। আলবৎ নয়। আমি কুলীন ব্রাহ্মণ। তা জানেন ?

সন্ধ্যা। ব্রাহ্মণ। তার ওপর কুলীন। পৈতে দেখাতে পারেন ?

অনি। [ঘৃণার সঙ্গে] আপনি কি মনে করেন আমি—সেকেলে ব্রাহ্মণ ? [চেয়ার থেকে উঠলো]

সন্ধ্যা। অর্থাৎ পৈতে রাখেন না। শিক্ষিত ব্রাহ্মণ।—কতদূর পড়েছেন ?

অনি। [আবার চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লো] বল্‌বো না।

সন্ধ্যা। [একদৃষ্টিতে চেয়ে] ম্যাট্রিক ফেল।

অনি। [সক্রোধে] ফেল ?

সন্ধ্যা তবে পাশ। শুধুই ম্যাট্রিক।

অনি। শুধুই তাই ?

সন্ধ্যা। তবে আই-এ, [অনিন্দ্যের ক্রুদ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ] বি-এ— [অনিন্দ্যের পুনরায় ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ] বুঝিছি—এম-এ।

অনি। হাঁ, এম-এ। তাতে কি অপরাধ হয়েছে শুনি ?

সন্ধ্যা। পেশা ?

অনি। পেশা। —ও সবের আমি ধার ধাবিনে।

সন্ধ্যা। ভবঘুরে। প্রমাণ, এক মাথা রুক্ষ চুল। হাতে লম্বা লম্বা নখ। আর—

অনি। [বাধা দিয়ে] থাক—আপনি লিলির ঠাক্‌মা।—লিলি আপনার চেয়ে অনেক ভাল।

সন্ধ্যা। [ভ্রূকুটি করে] লিলি কে ?

অনি। [হতাশ চিত্তে]—লিলির ভয়ে বরোদা থেকে পালিয়ে এলাম কল্‌কাতায়। আর কল্‌কাতায় পা দিয়ে পড়লাম আপনার খপ্পরে।

সন্ধ্যা। [সক্রোধে] কিন্তু লিলি কে?

অনি। [সন্ধ্যাকে রাগতে দেখে খুসী হয়ে] জানি নে।

সন্ধ্যা। আপনার স্ত্রী?

অনি। [আকাশ থেকে পড়ে] লিলি আমার স্ত্রী?

সন্ধ্যা। বুঝলাম, নয়! কিন্তু লিলির সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ?

অনি। [বেশ সাহসের সঙ্গে] বলবো না।

সন্ধ্যা। তবে না-বলার মত সম্বন্ধ?

অনি। আপনার কোনও কথায় আর উত্তর দেব না।—এবার আমি চল্‌লাম! [উঠে দরজার দিকে গেলে সন্ধ্যা দরজা আটকালো] আমাকে বাধা দেবার চেষ্টা করবেন না।—আমি কিন্তু শেষবার বল্‌ছি—

সন্ধ্যা। যদি না শুনি, ধরে মারতে পারবেন?

অনি। ছি-ছি-ছি—আপনি যা' তা বল্‌তে পারেন?

সন্ধ্যা। আপনি যা' তা করবেন বলে ভয় দেখাচ্ছেন? জানেন, স্ত্রীলোককে আক্রমণ করার ফল,—জেল?

অনি। [সবিস্ময়ে] জেল!—

সন্ধ্যা। [বাধা দিয়ে] হাঁ, অব্যর্থ জেল। আমি পুলিস্ ডাক্‌বো।

অনি। [ক্রোধে চাৎকার করে] ডাকুন পুলিস। শুধু জেল কেন? আমি এখন ফাঁসিকেও ডরাইনে!

[এই সময় নগেন ঘরে ঢুকলো। ঘরের মধ্যে এসে সে এক মুহূর্তেই বুঝে নিল যে অনিন্দ্যর ব্যাপারে এখন সন্ধ্যার সঙ্গেই কথা কইতে হবে।]

নগেন। [সন্ধ্যাকে] ওঁকে ম্যানেজার বাবু ডাকছেন।

সন্ধ্যা। তাঁকে বোলো, অনিন্দ্য বাবু এখন যেতে পারবেন না। [সহসা কাছে গিয়ে চুপি চুপি] ম্যানেজারকে এখেনে পাঠিয়ে দাও।—

[নগেন অনিন্দ্যর দিকে সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেল।]

অনি। আপনারা কি আমাকে পাগল পেয়েছেন ?

সন্ধ্যা। আবার আপনারা কে ? আমি আছি। কিন্তু আর কে ? লিলি ?

অনি। চুলোয় যাক্ লিলি !—আপনি আমাকে নিয়ে কি করতে চান ?

সন্ধ্যা। লিলির বয়স কত ?

অনি। জানি নে।

সন্ধ্যা। কিন্তু আমি তো জানি ছাব্বিশ। [অনিন্দ্য চমকিত ও চমৎকৃত]। দেখতে কেমন ?

অনি। [মুখ ফিরিয়ে] মনে নেই।

সন্ধ্যা। তবে আমিই মনে করিয়ে দিই। [অনিন্দ্য অবাক্ হয়ে চাইল] লম্বা ছিপছিপে, আমার মত মাথায়। আমার মত রং। এলোমেলো খোপা। চক্‌চকে কালো দুটো চোখ। বাঁকা ভুরু। জ্বলজ্বলে চাউনি ! লম্বা লম্বা আঙুল দিয়ে পিয়ানো বাজায়। হঠাৎ রেগে যায় ! ঠোঁট ফুলিয়ে দাঁড়ায়। তারপরে মুখ ঢেকে কেঁদে ফ্যালে।

অনি। [একেবারে—হতবাক্]—আপনি তাকে চেনেন দেখ্‌ছি। কিন্তু সে থাকে বরোদায় !

সন্ধ্যা। আপনি এখেনে পালিয়ে-এসেছেন, লিলি তা জান্‌তে পারেনি ?

অনি। জান্‌তে পেরেছে ?—[হঠাৎ সন্দিগ্ধভাবে] কিন্তু না,—আপনি

কি করে জান্‌লেন? উঁহুঁ। আপনি মিথ্যা কথা বল্‌ছেন। লিলিকে আপনি কখ্‌খোনো দ্যাখেন নি।

সন্ধ্যা। [হঠাৎ ঠাট্টার মত করে] লিলির দু' হাতে কটা আঙুল?

অনি। [সভয়ে] এগারোটা। আপনি সত্যিই চেনেন!

সন্ধ্যা। বলেন তো তাকে ডেকে দিই। দুটো ফ্লাটের পরেই তার ঘর।

অনি। সে এখেনে! বুঝেছি। হারান হতভাগাটা সব বলে দিয়েছে, দেখছি। এখন উপায়।

সন্ধ্যা। এই ঘর থেকে বেরুলে লিলির সঙ্গে নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ হবে। তার ফ্লাট থেকে এ ঘরের বারান্দা বেশ দেখা যায়।

অনি। সর্বনাশ! তাইতো খুব সর্বনাশ! ভীষণ সবনাশ! এখন কি করি বলুন দেখি? আপনি একটা উপায় করতে পারেন না?—আপনার কথাবার্তা শুনে বুঝেছি, আপনি খুব ধূর্ত স্ত্রীলোক। যা হয় একটা উপায় করুন না!

সন্ধ্যা। ঠিক বলছেন?

অনি। হাঁ, করুন! আমি আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাক্‌বো।

সন্ধ্যা। কিন্তু আপনার কথায় বিশ্বাস?

অনি। বেশ শপথ করছি! [সহসা সোদ্বেগে] কিন্তু কি বলে শপথ করবো বলুন তো?

সন্ধ্যা। কেন! ভগবানের নামে।

অনি। সে অনেক করেছি। মিথ্যে!

সন্ধ্যা। ধর্ম?

অনি। তাও করেছি।—ও নেই।—

সন্ধ্যা। তবে আমার গা ছুঁয়ে?

অনি। তাও হয়ে গেছে। লিলির গা ছুঁয়ে একশবার। ওসব ভুল।

সন্ধ্যা। [মৃদুকণ্ঠে] আমি একটা নতুন শপথ শিখিয়ে দেব ?

অনি। দিন্। মববার সময় শপথ করে মরবো।—ভগবান তো মিথ্যে হয়ে গেছে।

সন্ধ্যা। [ডান হাতটা বাড়িয়ে] তবে আমার এই হাতটা ধরুন।

অনি। [সবিস্ময়ে পিছিয়ে] হাত ধরবো !—

সন্ধ্যা। [আদেশেব সুরে] হাঁ, ধরুন।

অনি। [ভয়ে ভয়ে ধবে] ধরলাম।

সন্ধ্যা। [বাঁ হাত বাড়িয়ে] এটাও ধরুন।

অনি। [আম্‌তা আম্‌তা করে শেষে ধরে] আচ্ছা, আ-ম্-, তাও ধরলাম !

সন্ধ্যা। এবাব আমি যা বলি, তাই বলুন।—

অনি। [ভয়কম্পিত কণ্ঠে] সহজ করে বল্‌বেন !

সন্ধ্যা। বলুন—আমি—

অনি। আমি !—কিন্তু কেউ যদি এসে পড়ে ?

সন্ধ্যা। চুপ। বলুন আমি তোমাকে———

অনি। আমি—আমি। কিন্তু কেউ যদি দেখে ফ্যালে ?

সন্ধ্যা। একেবাবে চুপ ! শুধু যা বল্‌ছি, তাই—বলুন। বলুন, সন্ধ্যা আমি তোমাকে শপথ করে বল্‌ছি—

অনি। সন্ধ্যা।—ছি-ছি, আপনার নাম ধরে ফেল্‌লাম।

সন্ধ্যা। আঃ ! বলুন তাড়াতাড়ি, শপথ করে বলছি—

অনি। শপথ করে বল্‌ছি।

সন্ধ্যা। যে তোমাকে আমি—

অনি। যে তোমাকে আমি—[দরজার বাইরে দূরে পায়ের শব্দ] কিন্তু পায়ের শব্দ শুনলাম—

সন্ধ্যা। চুপ। আবার বলুন, সন্ধ্যা আমি তোমাকে শপথ করে বল্‌ছি যে তোমাকে আমি—

অনি। সন্ধ্যা—মানে—হ্যাঁ বল্‌ছি—আমি বল্‌ছি—মানে শপথ করে—

[ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকলো, আগে ক্ষেত্রদাস, পরে নগেন।]

ক্ষেত্র। [সন্ধ্যা ও অনিন্দ্যকে ঐ অবস্থায় দেখে থম্‌কে দাঁড়িয়ে] একি !!!

[অনিন্দ্য সন্ধ্যাব হাত ছেড়ে দিযে তৎক্ষণাৎ দূরে সরে গেল ও অকাবণ ঘামতে লাগলো অনর্গল।]

ক্ষেত্র। [নগেনকে] হতভাগা। তুই এই দেখাতে আমাকে ডেকে এনেছিস্! ছি-ছি-ছি-ছি—

অনি। আপনি ভুল বুঝছেন লম্বোদব বাবু।

ক্ষেত্র। থাক্, থাক্। আব সাফাই গাইতে হবে না। [নগেনকে] হতভাগা, তোর কি একটু আক্কেল নেইরে !

নগেন। না, মাইরি, আমি নয়। ওঁদের জিজ্ঞেস কবো। তখন তো এঁরা ভালই ছিলেন। মানে, এসব ছিল না।

অনি। [গম্ভীর কণ্ঠে] দেখুন লম্বোদর বাবু, আপনি যদি না শোনেন—

ক্ষেত্র। থামুন মশাই। ছি-ছি-ছি। বিচিত্র ভবনে যাই হোক, ম্যানেজারকে এসব দেখতে হয় না। [নগেনকে] সর, আমার অনেক কাজ। [ক্ষেত্রদাস ক্রুদ্ধভাবে দ্রুত বা'র হয়ে গেল]

সন্ধ্যা। নগেন, তুমিও দাঁড়িয়ে থেকো না। যাও, আমার ফ্ল্যাট থেকে একখানা শাড়ী এনে দাও। আর—[অপেক্ষাকৃত নিম্নকণ্ঠে] বাবাকে ডেকে দিও।

[নগেন একবার পকেটে হাত দিল। সন্ধ্যা ঘাড় বেঁকিযে ঈষৎ হাসলো। নগেন মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হযে গেল।]

অনি। ব্যাপাবটা কি রকম বিশ্রী হয়ে গেল বলুন তো! লম্বোদরটা যা খুসী শুনিয়ে গেল!—

সন্ধ্যা। লম্বোদরের চেয়েও লম্বা শাড়ীর ভয়টা এখন আরও বেশী।

অনি। [সভয়ে] লিলি?

সন্ধ্যা। হ্যাঁ! যে কোন মুহূর্তেই সে এসে পড়তে পারে। আবার ঘর থেকে বেরুলে তার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হবে!

অনি। বলেন কি!

সন্ধ্যা। আপনি বুঝছেন না?

অনি। বুঝছি। খুব বুঝছি! আপনারা মেয়ে মানুষেরা, ছাব্বিশ বছর পর্যন্ত,—অতদিন বেঁচে থাকেন কেন বলুন তো?—

সন্ধ্যা। বাকি জীবনটা হয় বেঁচে থাক্‌বো, নয় মরে থাক্‌বো বলে।—এখন কি কববেন? লিলির সঙ্গে দেখা করবেন?

অনি। ইচ্ছে করছে নিজের হাত নিজে কামড়াই। [সহসা মরিয়া হয়ে] আমাকে কি কবতে হবে, তাই বলুন।

সন্ধ্যা। আমি যা বল্‌বো, তা শুন্‌বেন?

অনি। কোন্‌টাই বা না শুন্‌ছি! আমাকে নিযে যা করতে চান, তা একটু তাড়াতাড়ি কবে ফেলুন!—দোহাই—

[নগেন ঘরে ঢুকে সন্ধ্যাব হাতে একখানা শাড়ী তুলে দিল।]

সন্ধ্যা। তোমার পছন্দ আছে নগেন! আচ্ছা, তুমি এবার যেতে পার। [নগেন দবজাব বাইরে যাবার পব অনিন্দ্যকে] নিন্, পড়ে ফেলুন!

অনি। [বিস্ফারিত চোখে] শাড়ী পরবো?

সন্ধ্যা। নইলে লিলির চোখ এড়াবেন কি করে? নিন্ ঐ কাপড়ের ওপরই পবে ফেলুন—

অনি। [শাড়ীটা নিয়ে নাড়া চাড়া করে] আমি শাড়ীই পরবো শেষে?

সন্ধ্যা। নইলে কি শেষে আমার ও মাথা খাবেন! পরুন। আচ্ছা, নয় ঐ বাথরুমটায় ঢুকুন।

অনি। শাড়ী!—আচ্ছা!

[শাড়ীখানা হাতে করে অনিন্দ্য বিষণ্ণ মনে বাথরূমে গিয়ে ঢুকলো। সন্ধ্যা এগিয়ে গিয়ে টেলিফোন তুলে ধরলো।]

সন্ধ্যা। পার্ক ২৩৩৬৬৭। হ্যালো। ডাক্তার বোস্? হ্যাঁ—নেই।—কোথায়? কলেজে?—মেডিক্যাল কলেজ? আচ্ছা! ফিরলে বলো, আমি বিচিত্রভবন থেকে ফোন করছিলাম! কল্?—হ্যাঁ, খুব জরুরী কল বৈকি। অসুখ? হ্যাঁ তাকে বোলো সুখ নেই বলেই তো অসুখ।—নাম?—প্রয়োজন হবে না। বোলো চার বছরের অসুখ। আচ্ছা।

[বাতরুম থেকে বাহির হ'ল শাড়ী পরিহিত শ্রীঅনিন্দ্য।]

সন্ধ্যা। বাঃ বেশ মানিয়েছে।

অনি। এই ভীষণ বিপদে আপনি ঠাট্টা করছেন?

সন্ধ্যা। আপনি স্ত্রীলোক হলে বেশ হত।

অনি। [ক্রুদ্ধ কণ্ঠে] কি হত?

সন্ধ্যা। আমি পুরুষ হতাম!

অনি। [আরও ক্রুদ্ধ হয়ে] তাতে আমার কি সুবিধে হত?

সন্ধ্যা। না, সুবিধে হত আমার। আপনাকে বিয়ে করে ডাইভোর্স করতাম।

অনি। এই মারাত্মক সময় আপনি যা তা বল্‌ছেন?

সন্ধ্যা। বিয়ে করতাম আপনি পুরুষের মত স্ত্রীলোক বলে। আর ডাইভোর্স করতাম আপনি স্ত্রীলোকের মত পুরুষ বলে।

অনি। আপনার কথা যদি একটুও বোঝা যায়। এবার চলুন।

সন্ধ্যা। কোথায় যাবেন ?

অনি। কোথায় ?

সন্ধ্যা। সেটা আমাকেই বলে দিতে হবে ?

অনি। তবে আমাকে শাড়ী পরালেন কেন ? যা হয় একটা করুন।

সন্ধ্যা। কার পায়ের শব্দ শুনছি। আপনি ওদিকে মুখ করে বসুন।

[অনিন্দ্য প্রায় ছুটে গিয়ে জান্‌লার কাছে একটা চেয়ারে বসে জান্‌লার দিকে সম্মুখ করে মাথাটা নীচু কবে বস্‌লো। ঘবে ঢুকলো বিশ্বনাথ। হাতে একটা খবরের কাগজ।]

বিশ্ব। কই সন্ধ্যা। কাগজে তো নতুন আইন কিছু দেখ্‌লাম না। [সহসা অনিন্দ্যকে লক্ষ্য করে] উনি কে ?

সন্ধ্যা। তোমার মেয়ে।

বিশ্ব। [বিস্ফারিত চোখে চেয়ে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলো] আমার মেয়ে।

সন্ধ্যা। হ্যাঁ, খানিক আগে তোমার ছেলে ছিল।

বিশ্ব। [আরও অবাক হয়ে] খানিক আগে আমার ছেলে ছিল ? এ সব তুমি কি বল্‌ছো সন্ধ্যা ?

সন্ধ্যা। তোমার কিছুই মনে থাকে না বাবা। এঁর নাম আগে ছিল ধুন্দুভি কুমার রায়।

বিশ্ব। এ—এ—ধুন্দুভি—

সন্ধ্যা। [বাধা দিয়ে] হ্যাঁ—এখন ধুন্দুভি কুমারী রায়।

অনি। [ফিরে সক্রোধে] কি যা তা বল্‌ছেন ? আমার নামটা আপনার মনে থাকে না ? অনিন্দ্যসুন্দর রায় !

বিশ্ব। বটে ! তুমি ! কিন্তু তোমার এ বধূবেশ কেন বাবা ?

অনি। [সন্ধ্যাকে] বধূবেশ! শুন্‌লেন তো? বুঝছেন, ব্যাপারটা কোথায় দাঁড়াচ্ছে?

বিশ্ব। [সন্ধ্যাকে] কিন্তু শাড়ীখানা যে তোমারই বলে মনে হচ্ছে

সন্ধ্যা। নগেন এইখানাই তো নিযে এল।

অনি। কী ফ্যাসাদ! আপনি সোজা ব্যাপারটাকে খুব জটিল করে তুলছেন?

বিশ্ব। ইয়ংম্যান। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, আমি জটীল ব্যাপারটাকে একটু সোজা করে বুঝতে চাইছি। [সন্ধ্যাকে] সন্ধ্যা, আমি জানতে চাই, এ সব কি?

অনি। [সন্ধ্যাকে] দেখুন দেখি কি ফ্যাসাদ বাধালেন।

সন্ধ্যা। [এতক্ষণ নীরবে পরম ঔদাস্যের সঙ্গে শুনছিল, ও মনে মনে হাসছিল।]—ফ্যাসাদ তো আপনাকে নিয়েই বাধলো অনিন্দ্যবাবু।

অনি। এখন আমার উচিত আপনাকে বিয়ে করা।

বিশ্ব। [গর্জন করে] কি?

অনি। কিন্তু বাবার উইল!—সেটা যে সম্ভব নয। নৈলে এই বিপদ থেকে আমি আপনাকে নিশ্চয়ই উদ্ধার করতাম। [সন্ধ্যার মৃদু হাস্য ও বাইরে দেবশঙ্করের পদশব্দ]—ঐ নিন্। আবার কারা আস্‌ছে! [পুনরায় জান্‌লার দিকে সম্মুখ করে মাথা হেঁট করে বসে রইল।]

সন্ধ্যা। বাবা। সমস্ত দোষই বুঝি তোমার মেয়ের? তুমিই বল্লে না যে অনিন্দ্য তোমার ছেলে?

বিশ্ব। [তিক্তকণ্ঠে] বলেছি। তাই তুমি তাকে মেয়ে বানাবে?

সন্ধ্যা। বাবা, সে কাজ তো তুমিই আমাকে দিয়ে গেলে।

বিশ্ব। [অবাক হয়ে] আমি তোমাকে বলেছি অপরিচিত একটা লোককে ধরে মেয়ে বানাতে ?

সন্ধ্যা। তুমি অস্বীকার করছো ? তুমি বলনি যে অনিন্দ্য তোমার ছেলে ? আর তোমার একটা মেয়ে আছে বলে সে অসুবিধে বোধ করছে ?

বিশ্ব। [যুক্তিটা কোন্‌দিকে যাচ্ছে বুঝতে না পেরে] হ্যাঁ, বলেছি—কিন্তু—

সন্ধ্যা। [বাধা দিয়ে] কিন্তু আল্লার কিসের ? তারপর তুমি চলে গেলে, অনিন্দ্যের ভার তো শেষে আমারই ওপর পড়লো। অনিন্দ্যর পুরুষ হয়ে থাকতে ভারী ভয়।—তাকে মেয়ে না সাজিয়ে উপায় ছিল কিছু ?

বিশ্ব। এ সব কথাও আমাকে বিশ্বাস করতে হবে !

অনি। [হঠাৎ ফিরে] না, একদম বিশ্বাস করবেন না। বরং স্ত্রীলোক সেজেই আমার লজ্জা হচ্ছে—

সন্ধ্যা। [বাধা দিয়ে] তবে সাক্ষী ডাকবো ?

অনি। [অজ্ঞাত ভয়ে] সাক্ষী।

সন্ধ্যা। হ্যাঁ লিলিকে। ডাকবো ?

অনি। [হতাশ হয়ে বিশ্বনাথকে] উনি যা বল’ছেন,—হ্যাঁ—তা তাই [প্রায় কান্নার মত] তাই। এর ওপর আবার এই অবস্থায় লিলি যদি আমাকে ছাখে।—[সন্ধ্যাকে] যা আপনার খুসী, তাই করুন। শুধু দয়া করে আর নতুন কোনো বিপদে ফেলবেন না।

সন্ধ্যা। [বিশ্বনাথকে] তুমি একটু বসবে বাবা। এঁর যা হয় একটা ব্যবস্থা তো এখন করতে হবে।

বিশ্ব। এর সম্বন্ধে তুমি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছ।

সন্ধ্যা। ব্যস্ত তো তুমিই আমাকে করে তুলেছ। তোমার ছেলে বলে—

বিশ্ব। [বাধা দিযে] থামো। এখন আমাকে কি করতে হবে, বল।

সন্ধ্যা। তুমি শুধু তিন মিনিট অপেক্ষা করো। আমি এখনি আস্‌ছি।

বিশ্ব। [বাগত ভাবে অথচ নিরূপায হযে] বেশ যাও। কিন্তু তিন মিনিটের বেশী হলে, আমি সহ্য কববো না।

[সন্ধ্যা আড চোখে অনিন্দ্যকে দেখে নিযে নিঃশব্দে ঘর থেকে চলে গেল। অনিন্দ্য আস্তে আস্তে একপা একপা করে এগিযে এল বিশ্বনাথেব কাছে। বিশ্বনাথ ভ্রকুটী সহকারে নিঃশব্দে অনিন্দ্যকে লক্ষ্য করতে লাগলো।]

অনিন্দ্য। আপনি সমস্ত ঘটনা জানেন না। তাই বুঝতে পাবছেন না।

বিশ্ব। [অনিন্দ্যকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে] ইযংম্যান, তুমি কতবার জেল খেটেচ ?

অনি। [সভযে পিছিযে] আপনাকে বলেছি তো, আমি কখনও কোনও অপরাধই কবি নি।

বিশ্ব। [সগর্জনে] মিথ্যে কথা।

অনি। [স-চমকে] অ্যাঁ। মিথ্যে কথা ? [ভযে ভযে] অপবাধ একবাব কবেছিলাম বুঝি ?

বিশ্ব। [সগর্জনে] শুধু একবার ?

অনি। [আবও ভয়ে] তবে,—দু'বাব ?

বিশ্ব। [আরও গর্জনেব সঙ্গে] দুবাব ?

অনি। [ভগ্নচিত্তে] ন্-না। অনেকবার। মানে,—অনেক—অনেকবাব।

বিশ্ব। প্রথম থেকে তোমাকে আমাব সন্দেহ হযেছিল। সন্ধ্যাকে তুমি কি বুঝিযেছ ?

অনি। [সচমকে] সন্ধ্যাকে,—কি বল্‌লেন ?

বিশ্ব। হ্যাঁ,—আমার মেয়ে। তাকে কি বুঝিয়েছ ?

অনি। [অনেকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে] আমি বুঝিয়েছি,—আপনার ঐ মেয়েকে ? আপনার মেয়েটিকে আপনি এখনও চিন্‌তে পারেন নি।

বিশ্ব। [মুখভঙ্গী করে] তবে যত চিনেছ তুমি ?

অনি। আজ্ঞে না। আমারও সাধ্য কি তাকে চেনা ! তবে ওতে আমাদের দোষ নেই—

বিশ্ব। [সক্রোধে] আমাদের ?

অনি। হ্যাঁ,—অর্থাৎ আপনার আর আমার উভয়েরই। [বিশ্বনাথের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ ও অন্যদিকে মুখ করে অবস্থান। চকিতে তার সম্মুখে ঘুরে গিয়ে] এতে কিন্তু রাগ বা দুঃখের কারণ কিছুই নেই। স্ত্রীলোকরা যদি ছাব্বিশ বছর পর্য্যন্ত বেঁচে থাকে, তা হলে কি হয় জানেন ?

বিশ্ব। তোমার মত অপরাধীর দল সংখ্যায় বেড়ে ওঠে। [পুনরায় অন্য দিকে ফিরে দাঁড়ালো।]

অনি। [আবার ঘুরে বিশ্বনাথের সম্মুখে গিয়ে] শুধু অপরাধীরা সংখ্যায় হু হু করে বেড়ে যায় না, আরও অনেক কিছু হয়। পুরুষ শাড়ী প'রে স্ত্রীলোক সাজে, ছেলে হয় মেয়ে, আর বাপ হয় মা।

বিশ্ব। [সবিস্ময়ে] তুমি আমাকে বল্‌ছো ?

অনি। না, আপনাকে আমার কিছুই বল্‌বার নেই। আমি নিজেকে বল্‌ছি।

বিশ্ব। [ক্রোধে অন্ধ হয়ে] তোমার স্পর্দ্ধা তো কম নয় ! তুমি আমাকে ঠাট্টা করছো !

অনি। [বিষণ্ণকণ্ঠে] ঠাট্টা করছি ! বুঝতে পারলেন না, এটা আমার কান্না ?

বিশ্ব। তোমাকে এখুনি পুলিসে দেওয়া উচিত!

অনি। না, আপনার মেয়ের জন্যে অপেক্ষা করুন। আপনার ভালর জন্যেই বল্‌ছি—

বিশ্ব। [চীৎকার করে] তুমি একটা আস্ত শয়তান। সভ্যতার বাই-প্রডাক্ট, জীবন্ত অক্টোপাস্—

[বিশ্বনাথ তখন সংযম হারিয়ে ফেলেছেন। অনিন্দ্য বিব্রত হয়ে বিশ্বনাথকে নানারূপ অনুরোধ ও অনুনয় সুরু করলো!]

অনি। [ভয় ব্যাকুল কণ্ঠে] আমাকে যা' খুসী বলুন,—কিন্তু চেঁচাবেন না। লিলি—

[সেই সময় একটু দূরে দেবশঙ্করের উচ্চ কণ্ঠ শোনা গেল,—
"ছাব্বিশ নম্বব ঐ দিকে?"]

অনি। ঐ, কে আবার আসছে বুঝি! [বাইরে পদশব্দ শুনে ছুটে গিয়ে বিশ্বনাথের হাত ধরে] আমি বাই-প্রডাক্ট, আমি অক্টোপাস। আমি সব। কিন্তু আমাকে মাপ করুন! শুধু চেঁচাবেন না। দোহাই—

[এই সময দেবশঙ্কর প্রবেশ করলো। স্ত্রী-বেশী অনিন্দ্য তখন বিশ্বনাথের হাত ধরে দরজার দিকে পিছন করে দাড়িযে। দেবশঙ্কর এই দৃশ্য দেখে দরজার ওপরই দাঁড়িয়ে গেল! অনিন্দ্য ছিট্‌কে চলে গেল তার পূর্ব্বকথিত চেয়ার-খানিতে,—এবং জান্‌লাব দিকে সম্মুখ কবে, দরজার দিকে পিছন কবে নতমস্তকে বসে রৈল। কয়েক মুহূর্ত্ত সমস্ত দৃশ্য নীরব।]

দেব। যাক্, ছাব্বিশ নম্বরটা দেখছি একটা দাম্পত্যের শিবির। [বিশ্বনাথকে] কি মশাই, আপনিই ম্যানেজার না কি?

বিশ্ব। [তখনও ক্রুদ্ধচিত্ত] না।

দেব। ও। তবে এ ফ্লাটটা আপনার?

বিশ্ব। [অনেকটা সংযত হয়ে] না।

দেব। না! [সকৌতুকে অনিন্দ্যের দিকে চেয়ে] উনি আপনার স্ত্রী বুঝি?

বিশ্ব। [মুখ ব্যাদান করে—পরে ক্রুদ্ধকণ্ঠে] আমার স্ত্রী!

দেব। তাও নয়! তবে পরস্ত্রী! বেশ, বেশ! আচ্ছা, বড়ই বিরক্ত করলাম আপনাকে। নমস্কার। [প্রস্থানোদ্যত]

বিশ্ব। [একেবারে বোমার মত ফেটে] ওহে, দাঁড়াও। জানো, আমি ম্যাজিষ্ট্রেট, [তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংশোধিত করে] রিটায়ার্ড?

দেব। [সকৌতুকে] ম্যাজিষ্ট্রেট—রিটায়ার্ড! আর সঙ্গে পরস্ত্রী,—রিটায়ার্ড?—

বিশ্ব। [সক্রোধে] তুমি নিশ্চয়ই ক্রিমিনাল।

দেব। ছি ছি,—ক্রিমিনাল তো সামান্য অপরাধী। আমি মহামানব। [কয়েক পা এগিয়ে এসে] অর্থাৎ আমি যা' করি তাই আইন, আর যা বলি তাই সিদ্ধান্ত।

[বিশ্বনাথ আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। কিন্তু কিছু বল্‌বার আগেই, লিলিকে নিয়ে ঘরে ঢুকলো নগেন। নগেনের হাতে তার খাতা, পকেটে তার পূর্ব্বকথিত কলম।]

নগেন। এইটেই ছাব্বিশ নম্বর।

লিলি। এটাতে তো লোক রয়েছে দেখছি!

দেব। হ্যাঁ, একজন অ্যাক্‌টীভ, আর দু'জন রিটায়ার্ড।

লিলি। একজন স্ত্রীলোকও র'য়েছে তো!

দেব। হুঁ, রিটায়ার্ড পরস্ত্রী।

[লিলি চম্‌কে দেবের মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। নগেনের দৃষ্টিও দেবের মুখের দিকে;—সে যেন একটু চিন্তাকুল। দেবশঙ্করকে সাত বছর আগে দেখেছে, অথচ চিনতে পারলো না! লিলির কণ্ঠস্বরে অনিন্দ্যের অবস্থা তখন খুবই সঙ্গীন। সে সজোরে টেবিল আঁক্‌ড়ে মুখ গুঁজে বসে রৈল। বাকি বিশ্বনাথ। সে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বস্‌লো।]

নগেন। [লিলিকে] এটা খালি আছে বলে, সাধারণ ঘরের মত ব্যবহার করা হচ্ছে। [দেবশঙ্করকে] আপনাকে যেন নতুন মনে হচ্ছে !

দেব। [রহস্যময় কণ্ঠে] আমি চিরদিনই নতুন। পুরোণো না হবার কৌশলটা অনেক কষ্টে আয়ত্ত করেছি। কিন্তু এই ছাব্বিশ নম্বর ফ্ল্যাটটা—

নগেন। [বাধা দিয়ে] ইনি এটা বুক করেছেন—

দেব। [আড়চোখে লিলিকে দেখে] কতক্ষণ আগে ?

নগেন। মিনিট পাঁচেক হবে—

দেব। তবে আমি ওঁর আগে বুক করেছি। অর্থাৎ দশ মিনিট আগে।

নগেন। ম্যানেজারের কাছে ?

দেব। তার সঙ্গে দেখাই হয় নি। এক ভদ্রলোক,—বোধহয় ভাড়াটে,—বল্‌লেন ছাব্বিশ নম্বরটা খালি আছে, আপনি নিতে পারেন। আমিও তৎক্ষণাৎ নিলাম।

নগেন। নিজে নিজেই নিলেন ! কিন্তু ইনি যে এটা নিচ্ছেন—

দেব। বেশ। স্ত্রীলোক যখন, তখন ওঁকে নয় আমি অনুগ্রহই করলাম।

লিলি। (সক্রোধে) কি বললেন ?

নগেন। দেখুন, আপনারা যদি বিবাদ বাধান, তবে আমাকে আন্তর্জাতিক নিষ্পত্তি বিভাগের সভা ডাক্‌তে হবে।

বিশ্ব। সে আবার কি রকম ?

নগেন। আজ্ঞে, এ সব বিচিত্র-ভবনের ব্যবস্থা। পরস্পরের মধ্যে যত বিবাদ,—তার জন্তেই সভা হয়।

লিলি। (নগেনকে) আপনার কি মত—সেই সভা পর্য্যন্ত আমি অপেক্ষা করবো ?

নগেন। করতে পারেন। তবে সেখানে নিষ্পত্তির চেয়ে বিপত্তিই বেশী। এই শুনুন না ! হাতাহাতি, চুলোচুলি, মারামারি—এই রকম প্রায় একশ'টা ব্যাপার সভায় দেওয়া হয়েছে। তা' সে চার বছর হয়ে গেল। কমিশন এখন ঘন ঘনই বস্‌ছে, তবে নিষ্পত্তি হয় নি !

বিশ্ব। বল কি।

নগেন। আজ্ঞে হ্যাঁ ! তা' ইতিমধ্যে যাঁদের নিয়ে মামলা তাঁরা কিন্তু কেউই নেই। অর্থাৎ কেউ সরেছেন, আর কেউ মরেছেন।

দেব। [লিলিকে] চিন্তিত হবেন না। এই ফ্ল্যাটটা আমি আপনাকেই দিলুম। [নগেনকে] এর পাশের ফ্ল্যাটটা খালি আছে ?

নগেন। নিশ্চয়ই আছে। সাতাশ নম্বর। একেবারেই এইরকম দেখতে। চেয়ার টেবিল সব একরকম। হঠাৎ দেখলে ছাব্বিশ নম্বর বলে ভুল হবে।

দেব। তবে ঐটেই আমি নিলাম।—কেমন ?

নগেন। আমাকে আর জিজ্ঞেস করছেন কেন ? আপনি সব নিজে নিজেই নেন্, নিজে নিজেই ছাড়েন।—আচ্ছা, তাহলে আপনাদের নামগুলা লিখে নিই। [টেবিলটার ওপর খাতা রেখে লিলিকে] আপনার নাম ?

লিলি। মিস আমেরিকা।

[সকলেই চমকিত। নগেন হা !]

লিলি। লিখুন !

নগেন। [বিব্রত হয়ে] হ্যাঁ—অ্যা—অ্যা! লিখছি! নিশ্চয়ই লিখছি—! কি,—কি—বল্‌লেন— ?

লিলি। মিস আমেরিকা।

নগেন। [তাড়াতাড়ি] ঠিক—ঠিক।—তাই—[ভয়ে ভয়ে] কিন্তু পদবীটা ?

লিলি। আজ কাল আবার পদবী কিসের ? [নগেন হতবাক] হা করে চেয়ে আছেন কেন ? [সধমকে] লিখুন!

নগেন। [সচমকে] আজ্ঞে হ্যাঁ! লিখছি বৈকি! নিশ্চয়ই লিখছি! —[লিখে] ঠিকানা ?

লিলি। ঠিকানা! এই তো বিচিত্র ভবন—। [নগেন চুপ] লিখুন—

নগেন। [সচমকে] লিখছি। নিশ্চয়ই লিখছি।—তবে আগেকার ঠিকানাটিও দরকার।—[লিলিকে ক্রুদ্ধ হতে দেখে] না—না এখানকার খাতায় কতকগুলো ঘর আছে কিনা।

লিলি। [সক্রোধে] খাতার ঘর তো আর সত্যকারের ঘরবাড়ী নয়।— বেশ, লিখুন,—বরোদা।

নগেন। [লিখে ,খুব সন্তর্পণে] শুধু বরোদা ? বরোদা কোথায়—?

লিলি। [বাধা দিয়ে] তবে লিখুন, বরোদা, মধ্যভারত,—ইণ্ডিয়া।

নগেন। [তাড়াতাড়ি] থাক—থাক। ওই লিখে নিচ্ছি।

[এই সময় সন্ধ্যা ঘরে ঢুকে এক পাশে এসে দাঁড়ালো।]

নগেন। [লেখা শেষ করে দেবকে] আপনার নাম ?

দেব। মিষ্টার লণ্ডন।

নগেন। [হা করে চেয়ে] মিষ্টার—কি বল্লেন ?

দেব। লণ্ডন। মিষ্টার লণ্ডন। ঠিকানা ইউরোপ, ভায়া কুমারিকা অন্তরীপ—

নগেন। [হতাশ ভাবে] আপনি ঠিক বলছেন, এসব—আমাকে লিখতে হবে ?

দেব। না লেখো, সাদা খাতা সাদাই থেকে যাবে।

নগেন। আচ্ছা, আমি লিখে নিচ্ছি। [লেখা শেষ করে] ম্যানেজাব এই সব নাম ঠিকানা দেখলে কি বলবে, বুঝতে পাচ্ছিনে। [দেবকে] আপনার ফ্ল্যাটটা দেখবেন না ?

দেব। সেটা তো এইবকম ?

নগেন। অবিকল—

দেব। তুমি যেতে পার নগেন !—

[নগেন খাতা গুছিযে নিযে বিষণ্ণ চিত্তে ঘর থেকে বেরিযে গেল।]

লিলি। [চাপা ক্রোধেব সঙ্গে] আপনাব নাম মিষ্টাব লণ্ডন ?

দেব। সেই রকমই লেখান হল।

লিলি। [বিশ্বনাথ ও সন্ধাকে] এরকম নাম কখনও হয ! আপনারা শুনেছেন ?

দেব। আপনাব সন্দেহেব কাবণ ?

লিলি। [বিশ্বনাথ ও সন্ধ্যাকে] এঁব নাম মিষ্টার লণ্ডন, এ আপনারা বিশ্বাস করেন ?

দেব। আপনি করেন ?

লিলি। [সক্রোধে ফিরে] আমি মোটেই বিশ্বাস করিনে।

দেব। তবে পবস্পর পরস্পরকে চিনে নিলাম !—আপনার নাম আমিও বিশ্বাস করিনে।

লিলি। [ক্রোধে কম্পিত কণ্ঠে] আপনি আমাকে বিদ্রূপ করছেন ?

দেব। আপনি মিস্, আর আমি মিষ্টার। এটা যদি বিদ্রূপ হয়, তবে স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তাই—বিদ্রূপ করেছে মিস্ !

লিলি। [কম্পিত কলেবরে ক্রুদ্ধনেত্রে] মনে রাখবেন, আমি স্ত্রীলোক হলেও দুর্ব্বল নই।

দেব। স্ত্রীলোক দুর্ব্বল,—একথা যারা বলে তারা হয় অজ্ঞানে মূর্খ, নয় সজ্ঞানে মিথ্যুক। স্ত্রীলোকই সৃষ্টিকর্ত্তার সতর্ক দৃষ্টি,—সৃষ্টির অবগুণ্ঠন—

লিলি। [বিশ্বনাথ ও সন্ধ্যাকে] আপনারা শুনলেন? এতবড় অপমান কেউ আমাকে করেনি! অথচ এ লোকটা আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত!—তবু—[হঠাৎ কেঁদে ফেলে] কলকাতা কি একটা সভ্য দেশ নয়। এখেনে স্ত্রীলোকের সম্মান থাকে না? এখেনে মানুষও নেই?

দেব। কলকাতায় আমি কয়েক বছর ছিলাম না!—শুনেছি, চোখের জল মেয়েরা এখানে নাকি রুমাল দিয়ে মোছে।—কিন্তু সত্যি বল্‌ছি,—আমাব পকেটে মোটে একখানা রুমাল।

সন্ধ্যা। [এগিয়ে এসে] আমার খানা আপনাকে দিতে পারতাম। কিন্তু ফেরত দেবেন বলে মনে হচ্ছে না।—কিন্তু এখানে আপনাব প্রয়োজন?

দেব। ক্ষিধেব সময় খাবার, আর ঘুমের সময় ঠাঁই। অতি আদিম প্রয়োজন।

সন্ধ্যা। [বিশ্বনাথকে] বাবা, তুমি বল্‌তে বিচিত্র ভবন বাছাই করা ভদ্রলোকের জায়গা?

দেব। বোধ হয় ভুল শুনেছেন। বিচিত্র ভবন বাছাই কথা ভদ্র-মহিলার স্থান।-[লিলিকে] ভারী দুঃখের কথা।—আপনার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়টা হল কান্নার মত। মেয়েরা যখন রাগে নিরুপায় হয়ে কাঁদে, তখন আমাদের বুক ফেটে যায়। অথচ না পারি চোখের

জল মুছিয়ে সান্ত্বনা দিতে, না পারি গলা জড়িয়ে ধরে সঙ্গে সঙ্গে কাঁদতে। তবে পাশের ফ্ল্যাটেই থাক্‌বো। নমস্কার—[সন্ধ্যাকে] আপনাকেও।

[দেব নাটকীয ভাবে ঘর থেকে প্রস্থান করলো।]

সন্ধ্যা। [লিলিকে] লোকটা সত্যই আপনার পরিচিত নয় ?

লিলি। আমি তো এইমাত্র এসেছি।

বিশ্ব। সন্ধ্যা, উনি বরোদা থেকে আস্‌ছেন।

সন্ধ্যা। [স্তম্ভিত হয়ে] বরোদা থেকে !—[অনিন্দ্যকে দেখে] তাই ও—তাই !

বিশ্ব। উনি এখন এই ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়েছেন।

সন্ধ্যা। এই ফ্ল্যাটটা !—ও ! তাই !—ও। আচ্ছা !—[লঘুকণ্ঠে] তবে আমাদের এঁকে বিশ্রাম করতে দেওয়া উচিত বাবা।

লিলি। [তাড়াতাড়ি] না—না। আপনারা একটু বসুন। আমি আমার সুটকেসগুলো দেখে আসি। এখুনি আস্‌ছি। [দরজা পর্য্যন্ত গিয়ে হঠাৎ ফিরে অনিন্দকে দেখিয়ে] কই, উনিতো একটা কথাও বল্‌লেন না ? আপনাদের সঙ্গেই থাকেন ?

সন্ধ্যা। হ্যাঁ, থাকেন।—অর্থাৎ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই থাকেন। আমাদের লোক, অর্থাৎ, উনি স্ত্রীলোক।

লিলি। আচ্ছা, ফিরে এসে আপনাদের সকলের সঙ্গে আলাপ করবো !

[লিলি দ্রুত ঘব থেকে চলে গেল। সে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনিন্দ্য লাফিযে উঠলো !]

অনি। [সক্রোধে সন্ধ্যাকে] আপনি সব মিথ্যেকথা বলেছেন ?

সন্ধ্যা। তা হলে, ওই লিলি ?

অনি। চুলোয় যাক্ লিলি।—

সন্ধ্যা। উপস্থিত তা' সে যাচ্ছে না। এখেনেই থাক্‌ছে।

অনি। হ্যাঁ।—মিথ্যে ভয় দেখিয়ে আমার অবস্থাটা এখন এমন করে তুলেছেন যে আমি কিছুই ভেবে পাচ্ছি নে।

বিশ্ব। [গম্ভীর কণ্ঠে] সন্ধ্যা! আমার ইচ্ছে তুমি এখুনি ফ্লাটে ফিরে চলো।

সন্ধ্যা। আমারও তাই ইচ্ছে বাবা!

বিশ্ব। [ঝঙ্কারের সঙ্গে] তবে চলো!

সন্ধ্যা। কিন্তু তুমিই যে আমাকে যেতে দিচ্ছ না।

বিশ্ব। [ভ্রুকুটী সহকারে] আমি তোমাকে যেতে দিচ্ছি নে?

সন্ধ্যা। হ্যাঁ। আমি তো এখুনি ফিরে যেতে চাই! কিন্তু উনি?

বিশ্ব। চুলোয় যাক্ উনি। তাতে আমাদের কি যায় আসে?

সন্ধ্যা। কিছু নয়। কিন্তু ওঁর সঙ্গে সঙ্গে যে আমাদেরও যেতে হচ্ছে বাবা।

বিশ্ব। তুমি কি বল্‌তে চাও, খুলে বল সন্ধ্যা।

সন্ধ্যা। আমরা সবাই মিলে একটা পুরুষকে স্ত্রীলোক সাজিয়েছি। শাড়ীটাও আমার নিজের।—এসব প্রকাশ পেলে, আমাদের সম্মান থাকবে?

বিশ্ব। [সক্রোধে] এ সব তো তুমিই করেছ!

সন্ধ্যা। তুমি যতবার খুসী অস্বীকার করতে পার। কিন্তু এর জন্যে সত্যি সত্যি তুমিই দায়ী! প্রথম থেকে তুমি ওঁকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলে।—তার ওপর, নগেন, লিলি, লণ্ডন সবাই তো তোমাকেও দেখে গেল?—

বিশ্ব। [একেবারে হতাশ হয়ে] বেশ, তবে কি ব্যবস্থা করতে হবে শুনি ?

সন্ধ্যা। এখন যা' হয়ে গেছে, তা সহ্য করতে হবে। ওঁকে এখন আমাদের ফ্ল্যাটেই রাখতে হবে।

বিশ্ব। এই রকম স্ত্রীলোক সাজিয়ে ?

সন্ধ্যা। তাতে দোষ কি ?

বিশ্ব। তুমি বল কি সন্ধ্যা ! এ সব সম্ভব ?

সন্ধ্যা। অসম্ভব হলেও আর পথ কি ?—লিলি আস্‌বার আগেই তুমি এঁকে নিয়ে যাও !

বিশ্ব। [স্তম্ভিত হয়ে] আমি নিয়ে যাব ! [একমুহূর্ত্ত থেমে] এই রকম স্ত্রীলোক সাজা একটা পুরুষকে ?

অনি। I refuse ! I refuse !! আমি নিশ্চয়ই যাব না। আসুক লিলি ! যা' হবার একেবারে হয়ে যাক্। তাই বলে আমি স্ত্রীলোক সেজে বসে থাক্‌তে পারবো না।

সন্ধ্যা। [বিশ্বনাথকে] তবে তুমি একাই যাও বাবা !—তোমরা দুজনেই সমান। তোমাদের জন্যেই আমি এত করছি ! অথচ সমস্ত দোষ এখন আমারই বটে !

অনি। [হতাশ হয়ে] তবে আমাকে কি করতে বলেন ?

সন্ধ্যা। বল্‌লেও আপনি তা পারবেন না। আপনি পুরুষ বেশেও স্ত্রীলোক, শাড়ী পরেও স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোক হয়েই জন্মেছেন। নৈলে শাড়ী পরেও মনে মনে পুরুষই থাক্‌তেন।

অনি। [সক্রোধে] বুঝেছি। মোট কথা, এঁর সঙ্গে শাড়ী পরেই যেতে হবে। আর শাড়ী পরেই থাক্‌তে হবে। নৈলে আমি সত্যি সত্যিই স্ত্রীলোক হয়ে গেলাম। [বিশ্বনাথকে] চলুন।

সন্ধ্যা। যাও বাবা! আর দেরী কোরো না।—লিলির সঙ্গে যা' কথা হয়, আমি তোমাদের জানাবো।

অনি। আমার কথা কিছু না হয় কিন্তু! শাড়ীও পরবো, আবার পায়েও ধরবো। তা' হবে না! [বিশ্বনাথকে] চলুন—চলুন।

[বিশ্বনাথ ও অনিন্দ্য চলে গেল। সন্ধ্যা টেলিফোন তুলে নিল।]

সন্ধ্যা। হ্যালো। পার্ক ২৩৩৬৬৭! কে? বি বোস। কে? বোস? কি বল্লেন? কাকে চান্? নিলীমা!—ও, টেলিফোন অপারেটর? তার নাম বুঝি নীলিমা?—আচ্ছা, থামুন। [টেলিফোনের হুকটা টিপে ছেড়ে দিয়ে] হ্যালো, অপারেটর! আপনি নীলিমা? হ্যাঁ—হ্যাঁ। ভুল করে আপনার কোনও পরিচিত লোকের সঙ্গে যোগ করে দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে কথা কন্। তার আগে, দয়া করে আমায় লাইনটা দিন! নম্বর? পার্ক ২৩৩-৬৬৭। হ্যাঁ। হ্যালো, কে? তুমি বিধু? ডাক্তার বোস? কি? তেল কল? কিসের তেল? সরষের? না—না,—রং নম্বর। [আবার হুক টিপে ছেড়ে দিয়ে] হ্যালো, নীলিমা! সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা শেষ হয়েছে? হয় নি? আচ্ছা। আমার নম্বরটা দয়া করে দিন্।—আমিও আপনার মত। অর্থাৎ স্ত্রীলোক।—হ্যাঁ, পার্ক ২৩৩৬৬৭। ঠিক।—কে?—ডাক্তার বোস? বিধু? কি বল্লেন? খিদিরপুর ডক? কয়লা, পাট, লোহা? না—না। রং নম্বর। [টেলিফোন রেখে হতাশ চিত্তে] প্রেমে পড়লে সব মেয়েদেরই কি একই অবস্থা!

[লিলি ঘরে ঢুকলো। সন্ধ্যার শেষ কথাটা তার কাণে গিয়েছে

লিলি। আপনি ও কথা বল্লেন কেন?

সন্ধ্যা। প্রেমের কথা?

লিলি। [কাঁদো কাঁদো ভাবে] আপনি বুঝতে পেরেছেন, নয়?

সন্ধ্যা। প্রেম?—সবটা পেরেছি বলেই মনে হয়।

লিলি। [দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে] আপনিও প্রেমে পড়েছেন?

সন্ধ্যা। মনে হচ্ছে, আপনার খুব অশান্তি চল্‌ছে!

লিলি। এই দেখুন! আপনি স্ত্রীলোক, তাই সহজেই বুঝে নিলেন। কিন্তু যার জন্যে অশান্তি সে যে বুঝতেই চায় না! [ক্রন্দন]

সন্ধ্যা। কান্নাটা আপনার বেশ আসে। আমার কিন্তু এক পাউণ্ড লঙ্কার গুঁড়ো দিলেও চোখ দিয়ে জল বেরুতে চায় না।

লিলি। কিন্তু কান্না তো খুব সহজ। একটু অভ্যেস করলেই হয়। এই দেখুন। দমটা একটু বন্ধ করলাম। দেখলেন, নাকটা একটু ফুলে উঠলো? চোখ দুটোর ওপর জোড় পড়লো? তারপর থেমে থেমে দুবার ঝাঁকুনি দিয়ে নিশ্বেস নিলাম। এই দেখুন, ঠোঁটটা কাঁপছে, নাক সঙ্কুচিত হচ্ছে, আর—এই দেখুন কেঁদে ফেল্‌লাম—(ক্রন্দন)।

সন্ধ্যা। বেশ কাঁদ্‌লেন তো! আমার কিন্তু দম বন্ধ হলে রাগ হয়,—কষ্টও হয়।

লিলি। তা হলে আপনি প্রেমে পড়েন নি। প্রেমে খুব দমের দরকার। আর অনুরাগে রাগ একেবারেই চলে না। শুধু দরকার কান্না!

সন্ধ্যা। শুধুই কান্না?

লিলি। হ্যাঁ—কথায় কথায় কান্না! বৈষ্ণব-সাহিত্য তো পড়েছেন? রাধা, কুব্জা, চন্দ্রাবলী, হাজার হাজার গোপিনী—সবাই শুধু কাঁদতো। খালি খালি কাঁদতো। কান্না ছাড়া কোনও যুগের কোনও শ্রীকৃষ্ণই শায়েস্তা হয় না। আপনার নাম?

সন্ধ্যা। সন্ধ্যা। আর আপনার?

লিলি। আমাকে মিস্ আমেরিকা বলেই ডাক্‌বেন।

সন্ধ্যা। কিন্তু আপনার সত্যি নামটা ?

লিলি। (কাঁদো কাঁদো ভাবে) সেটা একজন মিথ্যে করে দিয়েছে। জানেন, সে আমার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে ? যদি জান্‌তে পাবে আমি এখেনে এসেছি, হয়তো কল্‌কাতা ছেড়েই পালাবে।

সন্ধ্যা। আপনি কি তাকে ধরতে এসেছেন ?

লিলি। হ্যাঁ। কিন্তু এবার পেলে—তাকে ছাড়ছিনে।

সন্ধ্যা। যদি ধবা না ছায় ? লুকিয়ে থাকে ?

লিলি। আমি খুঁজে বার করবোই।

সন্ধ্যা। যদি ধরা পড়েও পালায় ?

লিলি। আমি আবাব খুঁজবো। আবার ধরবো !

সন্ধ্যা। প্রেম না প্রয়োজন ?

লিলি। স্ত্রীলোক হয়ে একথা জিজ্ঞাসা করছেন ? প্রয়োজনের জন্যেই তো প্রেম। আব এও তো জানেন—প্রেম মানেই স্ত্রীলোক। আর স্ত্রীলোক বল্‌তে শুধু আমরা, যারা ছাব্বিশ বছরের,—তারা !

সন্ধ্যা। আপনিও ছাব্বিশ ?

লিলি। হ্যাঁ ! তবে কাল সকাল থেকে সাতাশ। কাল আমাব জন্মদিন !

সন্ধ্যা। (এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থেকে) লোকটা বলে গেল, আমরা সৃষ্টি-কর্ত্তার অবগুণ্ঠন !—এবার—আপনার সত্যি নামটা আমাকে বল্‌বেন ?

লিলি। বল্‌লুম তো ! এখন শুধু আমাকে মিস্ আমেরিকা বলে ডাকবেন।—আমি—

সন্ধ্যা। [চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে] যদি লিলি বলে ডাকি ?

লিলি। লিলি!—[এক মুহূর্ত্ত পরে] আপনি আমাকে জানেন?
[সহসা যেন সব বুঝতে পেরে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে]
আপনিই—! আপনিই! তাহলে আপনি!!—ও—আপনার
জন্যেই সে কলকাতায় ছুটে এসেছে!

[লিলি ধপ্ করে চেয়ারে বসে দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললো। সন্ধ্যা দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পূর্ব্বে হঠাৎ ফিরে লিলির ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নাটা একবার দেখলো। সেই মুহূর্ত্তের জন্যে তার মুখে বিদ্যুতের মত একটা হাসি খেলে গেল। পরমুহূর্ত্তেই দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।]

দুই

পরদিন সন্ধ্যার পর। প্রথম দৃশ্যস্থ ছাব্বিশ নম্বর ফ্লাট। আসবাবের সংখ্যা ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে। জানলার একটু কাছে একটা শয্যা। অপর দিকে একটা আল্‌না। আল্‌নায শাড়ী, ব্লাউজ ইত্যাদি। আল্‌নার নীচের দিকে চওড়া তক্তাব উপব বাক্স ও সুট্‌কেস। টেবিলের ওপর আয়না, প্রসাধন সামগ্রী ও ঝক্‌ঝকে বাঁধানো একখানা খাতা, যা ডায়েরীও হতে পারে। ঘব অন্ধকার। দরজাও বন্ধ। খোলা জানলা দিযে বাইরেব চাদের আলো এসে ঘবে ঢুক্‌ছে, আর পিছনের বাড়ীখানাব ধবে ঘরে ইলেকট্রিক বাতি জ্বলছে,—দেখা যাচ্ছে। কাছেই কোনও একটা ফ্লাটে রেডিওতে কিম্বা রেকর্ডে চলছে নাচের যন্ত্রসঙ্গীত। হঠাৎ সঙ্গীত থেমে গেল। কযেক মুহূর্ত্ত সব নীবব। দরজায খট করে একটা শব্দ হল। দরজা ঠেলে ঘবে ঢুকলো দেবশঙ্কব। দরজার পাশের সুইচটা টিপে দিল। ঘর আলোকিত হলে, তার দৃষ্টি পড়লো আল্‌নাব দিকে—শাড়ী আর ব্লাউজ। বুঝ্‌লো ভুল করে লিলির ঘবে ঢুকেছে। দবজা থেকে মুখ বাড়িযে নম্বরটা দেখে একটু অবাক হল, ছাব্বিশ নয় সাতাশ। অর্থাৎ নম্বরটা বদ্‌লে দেওয়া হযেছে। একটা কৌতুকের হাসি তার মুখে নীরবে খেলে গেল। একটা শিস্ দিয়ে এগিযে গেল আযনার কাছে। নিজের মুখখানা দেখে একবাব ভ্রুকুঞ্চিত করলো,—একটা দীর্ঘনিশ্বাসও ফেল্‌লো। বোধ হয বয়স হচ্ছে। পৃথিবীর অভিজ্ঞতা তাকে সুখী করতে পারে নি। বাঁধানো খাতাটা তুলে নিযে বেশ উচ্চ কণ্ঠেই পড়তে সুরু করলো—

দেব। "অনিন্দ্য, তোমাকে আমি ভালবাসি। ভালবাসা তোমার পিছন পিছন ছুটছে, আর তুমি পালাচ্ছ! অনিন্দ্য, তুমি সত্যই নিষ্ঠুব, না মিথ্যে নির্ব্বোধ? চলো, ববোদায ফিবে চলো অনিন্দ্য। আমি লিলি, তোমারই লিলি। আমাব ভালবাসা দেবে তোমাকে স্বপ্ন, জীবন, অর্থ। অনিন্দ্য, তুমি ফিরে চলো।"

বটে, সারারাত্রি ধরে এই লেখাটাই সে মুখস্থ করেছে, আর অনিন্দ্যকে শোনাবে বলে মহড়া দিয়েছে! মিস্ আমেরিকা একটা জিনিয়স্।

[এই সময় ঘরে ঢুক্‌লো নগেন খাতা হাতে ও ফাউণ্টেনপেন বুকে করে অন্যমনস্কভাবে।]

নগেন। মিস্—(দেব শঙ্কর ফিরে দাঁড়ালো, দেখে) অ্যাঁ, মিষ্টার লণ্ডন!

দেব। হ্যাঁ! কিন্তু এই ঘরের নম্বর ছিল ছাব্বিশ। হঠাৎ সাতাশ হ'ল কি করে? ও নম্বরটা তো আমার ঘরের।

নগেন। আজ্ঞে, ~~আমার~~ আপনার নম্বর এখন ছাব্বিশ।

দেব। বটে। নম্বরগুলো দরজা থেকে দরজা যেমন খুসী নড়ে চড়ে বসে নাকি!

নগেন। আজ্ঞে, আপনার অসুবিধে হবে না। শুধু নম্বর তো!

দেব। হুঁ, তা হলে এই নম্বর বিভ্রাটটা তোমার কৃতিত্বে?

নগেন। আজ্ঞে! ওতে আপনার কিছু ক্ষতি হয়নি।

দেব। অর্থাৎ তোমার কিছু লাভ হয়েছে!

নগেন। আপনি সবই তো বুঝতে পারেন। মিস্ আমেরিকার বয়স কাল ছিল ছাব্বিশ, আজ সাতাশ। দুঃখ করছিলেন, তাঁর জন্মদিনে কেউ কিছুই করলো না,—তাই।'

দেব। তাই ঘরের নম্বর তার বয়সের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে!

নগেন। আপনি একটুও ভুল বলেন না। লোকের উপকারের জন্যেই তো আমি আছি। (চোরা হাসি দিয়ে) আপনি বুঝি নিজের ঘর মনে করে ঢুকে পড়েছেন?

দেব। তুমিও সবই বুঝতে পার দেখছি। ভাবছো নম্বর যাই হোক, দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানটা আমার নিশ্চয়ই ছিল?

নগেন। আজ্ঞে, আপনি তো সবই জানতে পারেন। তা এসেছেন যখন, হলেই বা অন্যের ঘর। অতিথি স্বজনও তো আসে। তবে, মানে, মিস্ আমেরিকা বোধ হয় দেরী করে ফিরবেন!

দেব। অর্থাৎ আমার আর অনর্থক থাকা উচিত নয়?

নগেন। আজ্ঞে, কথাটা ওরকম দাড়ালেও, আপনি তো আর ইচ্ছে করেই ঘরে ঢোকেন নি। আর মিছি মিছি বসেও থাকবেন না।

দেব। যদি মনে কর সত্যি সত্যি মিছিমিছিই বসে থাকি?

নগেন। তা থাক্‌লেই বা! লোকে আর কি মনে করবে। তবে মিস্ আমেরিকা—স্ত্রীলোক। (হেসে খাতা খুলে) এই দেখুন, এই যে মিস আমেরিকা—স্ত্রীলোক অবিবাহিতা, একেলা, নম্বর ছাব্বিশ কেটে সাতাশ।

দেব। মিস্ আমে কি রকম স্ত্রীলোক নগেন?

নগেন। (খাতা বন্ধ করে) আজ্ঞে, ওসব খাতায় লেখা হয় না।

দেব। কালো অক্ষরের ফাঁকি। (হঠাৎ একটু এগিয়ে এসে) আমার নাম কি নগেন?

নগেন। (তাড়াতাড়ি খাতা খুলে) এই যে স্যার,—মিষ্টার,—মিষ্টার লণ্ডন।

দেব। কিন্তু তুমি তো আমাকে চিনতে পেরেছ!

নগেন। আজ্ঞে, আপনি বললে অবিশ্যি অস্বীকার করবো না। নৈলে চিনেও কাউকে চেনা এখেনকার রীতি নয়। আন্তর্জ্জাতিক আইন মেনে চলতে হয় কিনা।

দেব। আন্তর্জ্জাতিক! বেশ বেশ। কিন্তু প্রথম দেখেই চিনেছিলে, নয়?

নগেন। না। কাল রাত্রি দুটোর সময়।

দেব। কাল রাত্রি দুটোর সময়!

নগেন। পাঁচ দশ মিনিট এ'দিক ওদিকও হতে পারে। তখন আপনি এই ঘরের পিছনের পাইপটা বয়ে উঠে এলেন। তারপর ঐ জান্‌লার বাইরে আল্‌সের উপর দাঁড়িয়ে রৈলেন।

দেব। তা হলে তুমি দেখেছ?

নগেন। আপনি নিজে জিজ্ঞাসা না করলে, অবিশ্যি নিশ্চয়ই দেখিনি!

দেব। নগেন! তোমার বাবু যদি গন্ধক, তুমি হচ্ছো সোরা। একসঙ্গে মিশে একেবারে বারুদ। তোমার বাবুও তো আমাকে চিনেছেন। তার চালাকীতেই আমার জেল হয়েছিল!

নগেন। সে সাতবছরের কথা,—তখন চারিদিকে চালের অভাব। বাবু ভেবেছিলেন, জেলে গিযে বেশী করে জেল খাট্‌লে, শরীরটা থাক্‌বে ভাল।

দেব। তোমার বাবু আমাকে চিনেও এড়িয়ে চলেছেন কেন?

নগেন। আজ্ঞে, আপনার পেছনে আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা ঘুরছে। বোধ হয় তাই।

দেব। আন্তর্জ্জাতিক গোয়েন্দা! বটে! সে কোথায়?

নগেন। টেলিফোনে! আজও বার দু'য়েক আপনার সংবাদ নিয়েছে।

দেব। (সকৌতুকে) কখন?

নগেন। আজ্ঞে, একবার সকালে, একবার বিকেলে।

দেব। (সকৌতুকে) তার সঙ্গে তোমার বাবুর পরিচয় আছে?

নগেন। বড় শক্ত কথা। এই খাতায় খুঁজে পাবনা, স্যার!

দেব। আচ্ছা, তবে তুমি যেতে পার নগেন।

নগেন। (ইতস্তত: করে) আপনি তা হলে—

দেব। (বাধা দিয়ে) হ্যাঁ, ভুল করে যখন ঘরে ঢুকেছি, তখন এই জান্‌লার কাছে বসে একটু চাঁদের আলো দেখি। যাবার সময় আলোটা নিবিয়ে দিও। (নগেন সুইচটা টিপে দিল) আর দরজাটা ভেজিয়ে দিও।

[নগেন আদেশমত দরজাটা বন্ধ করে চলে গেল। দেব এগিয়ে গিয়ে টেলিফোন তুলে নিল।]

দেব। পার্ক। হ্যাঁ। পার্ক—১৩৩৭৭৮। কে? নীলিমা? এখন ছুটী?—আচ্ছা, শোনো। শঙ্করকে খবর দিও। তাকে এরা গোয়েন্দা ভেবেছে। হ্যাঁ, একেবারে আন্তর্জ্জাতিক গোয়েন্দা! সে যেন গোয়েন্দা হয়েই মধ্যে মধ্যে আমার সম্বন্ধে টেলিফোন করে। এই বিচিত্র ভবনের ক্ষেত্রবাবুর যে ওষুধের কারখানাটা আছে,—তার ষ্ট্রাইকের কি হল? শঙ্কর কি বলেছে? কারখানার ওরা কত টাকা দেবে? ত্রিশ হাজার? আচ্ছা, ঐ টাকাটা নিয়ে ফেলতে বোলো। ঐ দিয়েই ওদের সর্ব্বনাশ সুরু হবে! আচ্ছা।

[দেব টেলিফোন রেখে জান্‌লার সম্মুখে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বস্‌লো। তারপর জানলার দিকে মুখ করে একটা সিগারেট ধরালো। হঠাৎ অন্য একটা ফ্লাট থেকে রেডিওর যন্ত্রসঙ্গীত একটুখানি হয়েই বন্ধ হয়ে গেল। বাইরে লিলির পদশব্দ। দেব জ্বলন্ত সিগারেটটা ছুড়ে দিল। লিলি দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো। কোনও দিকে না চেয়ে জান্‌লার দিকে পিছন করে সুইচ টিপে আলো জ্বাল্‌লো। তারপর দরজার নিকটের চেয়ারটায় বসে পড়লো, দেবের দিকে পিছন করে এবং তৎক্ষণাৎ মুখ গুঁজে কান্না সুরু করলো নিঃশব্দে। ভ্যানিটী ব্যাগটা কোলে পড়ে গেল। দেব উঠে নিঃশব্দে তার পিছনে গিয়ে দাড়ালো।]

দেব। কান্নাটা অকৃত্রিম!

লিলি। [লাফিয়ে উঠে] কে—কে তুমি?

দেব। আমি। উহুঁ, মোটে একত্রিশ ঘণ্টা বাহান্ন মিনিট। এর মধ্যেই ভুলে গেলে আমার ভারী মনোকষ্ট হবে।

লিলি। [রূঢ়কণ্ঠে] আপনি এখেনে কেন?

দেব। আলাপ করতে। [লিলি যুগপৎ বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ] আপনার জন্মদিনে, মিস্ আমে, মিষ্টার লণ্ডনেব অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

লিলি। [কম্পিত কণ্ঠে] আপনার মতলব কি বলুন তো?

দেব। [চেয়ার নির্দ্দেশ করে] দয়া করে বস্‌বেন? [লিলি শুধু ভ্রূকুটি করলো] বুঝলাম, বস্‌বেন না। আচ্ছা, তবে আমিই বসি। [একটা চেয়ার টেনে নিযে দরজার কাছে রেখে উপবেশন] ভাল করে অভ্যর্থনা কবলেন না! পরে পস্তাতে হবে কিন্তু!

লিলি। আপনি যান্! বেবিয়ে যান আমার ঘব থেকে!

দেব। [উঠে এগিয়ে এসে] রাগ করছেন, না রাগের ভাণ করছেন? আমি কিন্তু কিছুতেই ডবাইনে। জেল? হুঁ, তাও হয়ে গেছে একবার। আর যে হবে না, সে ভরসাও করিনে।

লিলি। [সভয়ে] আপনি কি চান?

দেব। কথাবার্ত্তা এবার একটু সোজা দিকে যাচ্ছে। আমি আপনার উপকার করতে চাই।

লিলি। [সবিদ্রূপে] উপকার ফিরি করে বেড়ান?

দেব। শুধু বাছাই করা মহলায়। আর চোখে যাকে ভাল লাগে, তার উপকার কর্বার জন্যে ভারী ব্যগ্র হয়ে উঠি।

লিলি। একজন ভদ্রমহিলাকে এসব বল্‌তে আপনার মুখে আটকাচ্ছে না?

দেব। ভদ্রমহিলা! সব স্ত্রীলোকই ঠিক একই রকমের মহিলা! যেমন সব লোকই ঠিক একই রকমের ভদ্রলোক! [টেবিলস্থ খাতাখানার দিকে নির্দ্দেশ করে] ঐখানা পড়ছিলাম।

লিলি। [সবিস্ময়ে হা করে চেয়ে] আপনি আমার অনুপস্থিতিতে—

দেব। [বাধা দিয়ে] আপনার ডায়েরী? হ্যাঁ, তা পড়ে ফেল্‌লাম। আপনার উপস্থিতিতে হয়তো সম্ভব হ'ত না।

লিলি। আপনার এ সব করার উদ্দেশ্য?

দেব। বল্লুম তো, আপনার উপকার করা। কাল রাত্রি দেড়টা থেকে তিনটে পর্য্যন্ত ঐ বক্তৃতাটাই তো অভ্যেস করছিলেন!

লিলি। [ক্রুদ্ধকণ্ঠে] আমি বক্তৃতা অভ্যেস করছিলাম?

দেব। রাত্রি দেড়টার সময় পাশের ঘরে শুয়ে হঠাৎ আপনার কণ্ঠস্বর কাণে গেল। মনে হল কাকে উদ্দেশ্য করে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌ছেন কি একটা ভালবাসার কথা! একা স্ত্রীলোক! এত রাত্রে কার সঙ্গে এত ভালবাসা, জান্‌বার কৌতূহল হল। ঘর থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলাম। তারপর—[একটু হেসে] স্বচক্ষে দেখলাম!

লিলি। [ক্রোধে দিশেহারা হয়ে] দেখলেন!

দেব। সত্যি! অমন অবস্থায় কোনও মহিলাকে নাকি কোনও ভদ্রলোকের দেখতে নেই! কিন্তু জান্‌লাটা খোলা ছিল, তাই অনায়াসেই দেখলাম!

লিলি। আপনি—[রুদ্ধশ্বাসে] আপনি বল্‌ছেন?

দেব। হ্যাঁ। পাইপ বেয়ে এসে দোতলার ঐ জান্‌লায় দাঁড়িয়ে,— আপনি তখন বিছানায় বসে, গায়ের কাপড় লুটিয়ে দিয়ে—

লিলি। [দুহাতে মুখ ঢেকে লজ্জায় ক্ষোভে ক্রোধে চীৎকার] আ-আ-হ-ক্।

দেব। সত্যি, ভারী লজ্জার কথা! কিন্তু ও লজ্জার মানেই হয় না। সব অবস্থাতেই স্ত্রীলোকের একই রূপ। অবিশ্যি নগেন থাক্‌লে বল্‌তো,—জিজ্ঞাসা না করলে এসব বলা নাকি রীতি নয়।

লিলি। আপনি যান, এখ্‌খুনি বেরিয়ে যান। বেরিয়ে যান।

দেব। [পুনরায় চেয়ারে বসে] খুব রেগে গেলেন ?—কিন্তু যার জন্যে এত রাত্রিতে বক্তৃতা অভ্যেস করছিলেন, সেই অনিন্দ্য ভদ্রলোকটী থাকেন কোথায় ?

লিলি। আপনি যাবেন না ?

দেব। [চেয়ার থেকে উঠে যেন যাবার জন্যে প্রস্তুত] ভালবাসা একটা আর্ট। তাই রূপ বয়স ব্যক্তিত্ব, ভালবাসার ক্ষেত্রে একেবারে তুচ্ছ নয়। ভালোবাসা একটা gestureও বটে। তাই পছন্দ আকর্ষণ, একেবারে মিথ্যে বলা যায় না। কিন্তু ভালবাসা একটা মস্ত ইণ্ডাষ্ট্রিও। কারণ ভালবাসা ভালো বাসা বাঁধে ব্যাঙ্কের খাতায়। অনিন্দ্য আর যাই হোক নিশ্চয়ই ধনী। [আবার চেয়ারে বসে] বলুন, সত্যি নয় ?

লিলি। [অবাক ভাবে চেয়ে একমুহূর্ত্ত পরে] আপনি যদি না যান, শেষ পর্য্যন্ত আপনি যাতে যান সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

দেব। ব্যবস্থা একটা ঐ টেলিফোন, আর একটা ডাকছেড়ে ম্যানেজারকে ডাকা।—দুটোতেই আমি রাজী। তবে ওতে আপনার লজ্জা বাড়বে বই কম্‌বে না।

লিলি। [সভয়ে] আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন ?

দেব। এখনও দেখাইনি।—তবে আমি বলি কি, আমাকে একটু

বিশ্বাসই করুন না। বলা যায় না,—পৃথিবীতে অকেজো লোকও অনেক বড় বড় কাজ করে ফ্যালে!—তার ওপর আমি অদ্ভুত হলেও ভদ্রলোক—ভূত নই। আমার দ্বারা অপনার অনিষ্ট হবে না।

লিলি। [প্রায় ক্রন্দনের স্বরে] কি বলতে চান, বলুন।

দেব। কাঁদ্‌ছেন নাকি?

লিলি। না। [ক্রন্দন]

দেব। তাই তো। বেশ তাড়াতাড়ি কাঁদতে পারেন তো?

লিলি। [ভগ্নকণ্ঠে] আমার কান্না নিয়েও ঠাট্টা!

দেব। ভারী চমৎকার অভিনয় করেন।

লিলি। আমি অভিনয় করি!! [দেবের মৃদু হাস্য। ক্ষণপরে] কি করে বুঝলেন?

দেব। কাল বক্তৃতা শুনেছি। আর,—কিন্তু সে যাক্। আমি একটা পুরুষ—ভদ্রলোক, আর আপনি একটা স্ত্রীলোক—ভদ্রমহিলা ইত্যাদি যত সব লজ্জার ব্যাপার বাদ দিয়ে মন খুলে কয়েকটা কথা বল্‌তে পারি?

লিলি। একটু স্পষ্ট করে বলুন।

দেব। লজ্জার ব্যাপার অর্থাৎ ঐ সব ভদ্রতা আর কি। অর্থাৎ মনে এক, মুখে আর এক, কোন স্ত্রীলোককে কোন কথা বল্‌তে নেই, পুরুষ হয়ে কোন স্ত্রীলোককে স্ত্রীলোক না ভেবে মহিলা ভাবতে হয়। এই সব অনেক রকম কালো অক্ষরের ভাষা—।

লিলি। এ সব যে কিছু নয়, আপনি তা জেনেও বল্‌তে পারলেন?

দেব। [মৃদু হেসে] ঐ চেয়ারটাতে বসুন না। [লিলির চেয়ারে উপবেশন] বাঁচালেন। [লিলি মাথানত করে নিজের পায়ের

দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো।] এইবার মনে করুন, আপনিও স্ত্রীলোক। আমিও স্ত্রীলোক। [লিলি মাথা তুল্‌লো]—পারবেন না?—আচ্ছা, তবে মনে করুন, আমিও পুরুষ, আপনিও পুরুষ। তাও হল না? আচ্ছা, মনে করুন, আপনি সাঁতার জানেন না, গঙ্গায় ভেসে চলেছেন। ঠিক সেই সময়, আপনার কাছে আমি যেন একটা আধ-পোড়া মস্ত কাঠ? [লিলির মৃদু হাস্য] ঠিক হল?

লিলি। বলুন।

দেব। অনিন্দ্য লোকটি কে?

লিলি। [মুখ ফিরিয়ে] সে আমার কেউ নয়।

দেব। অর্থাৎ সে আপনার সব। প্রণয়ী!

লিলি। [চকিতে উঠে] আমার,—কি বল্‌লেন?

দেব। বসুন। [লিলির উপবেশন] লোকটা আপনার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে। মনে হয়, তার কোনও প্রণয়িনীর কাছে। ঠিক?

লিলি। আপনার মুখে কিছুই আটকায় না।

দেব। আর আপনি এসেছেন তাকে বরোদায় ধরে নিয়ে যেতে। ঠিক?

লিলি। [মৃদুকণ্ঠে] ঐ জান্‌লায় দাঁড়িয়ে তো সব শুনেছেন। [অন্য দিকে মুখ ফেরালো]।

দেব। হুঁ, তার প্রণয়িনী থাকেন কোথায়?

লিলি। এখেনে।

দেব। [সবিস্ময়ে] এই বিচিত্র ভবনে?

ললি। তার নাম সন্ধ্যা। তাকে আপনিও দেখেছেন।

দেব। তা হলে বোঝা যাচ্ছে, অনিন্দ্য এখেনেই আছে। লোকটা খুবই ধনী?

লিলি। [সক্রোধে] তার বাপের উইল অনুযায়ী আমাকে বিয়ে না করলে, সে এক পয়সাও পাবে না।

দেব। যদি অনিন্দ্যকে আমি খুঁজে দিই, আমাকে কি দেবেন?

লিলি। [মৃদুকণ্ঠে] কি চান, বলুন?

দেব। যা চাইবো, তাই-ই তো আর দেবেন না। [লিলি মুখ তুলে চাইলো] ভালবাসার ইণ্ডাষ্ট্রিতে আমি শুধু এ্যাপ্রেন্টিস। সিকি-পয়সাও দাম নয়। হাজার পাঁচেক টাকা দেবেন।

লিলি। টাকা?

দেব। হ্যাঁ টাকা। নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজন—সেই টাকাই।

লিলি। এই আপনার উপকার করা! কিন্তু অত টাকা তো আমার নেই।

দেব। ছি ছি ছি। আপনি বলেন কি। স্ত্রীলোকের টাকা নেব! আপনি বরং অনিন্দ্যর সম্পত্তি থেকেই দেবেন।

লিলি। আপনার কথাবার্ত্তার কোনো মানে হয় না।

দেব। অর্থাৎ কোনও মানে হতে দিচ্ছেন না! তবে শুনুন। আমার একটা নিজস্ব ডিক্সনারী আছে। কালো অক্ষরের বালাই তাতে নেই। শুধু আছে তাতে তিনটে লাল কথা!

লিলি। সমস্ত অভিধানে শুধু তিনটে কথা!

দেব। হ্যাঁ, শুধু তিনটে! জন্ম, জীবন, আর মৃত্যু। জন্ম মানে আমি, জীবন মানে বেঁচে থাকবো, মৃত্যু মানে—সমাজ, সভ্যতা, শিক্ষা, ভদ্রতা,—ও সব—ভূত।

লিলি। এই আপনার শাস্ত্র নাকি?

দেব। শাস্ত্র এবং অস্ত্র— দুই-ই। তা হলে পাঁচ হাজারে রাজী ?

লিলি। আপনি একটা লোক বটে !

দেব। তা হলে রাজী ?

লিলি। রাজী।

দেব। [হঠাৎ খুব কাছে গিয়ে] মিস্ আমে ! আপনি প্রাণ ভরে কেঁদে নিন্। অনিন্দ্যকে আমি বেঁধে আন্‌বো। তারপর তার গলাটি টিপে ধরবো —যতক্ষণ না তার মতিচ্ছন্ন হয়, যতক্ষণ না এমনি করে হাত ধরে বলে [হাত ধরে] আমি ভালবাসি, ভালবাসি,—ভালবাসি—

[এমন সময় দরজা ঠেলে দাঁড়িয়েছে ক্ষেত্রনাথ ও তৎপশ্চাৎ নগেন্দ্র ।]

ক্ষেত্র। ওরে হতভাগা, তুই যে বল্‌লি মিস্ আমেরিকা একা ?

[লিলি হাত ছাড়িয়ে নিল।]

নগেন। আজ্ঞে, মিষ্টার লণ্ডনও যে আছেন, তাতো জান্‌তাম না !

ক্ষেত্র। ছি ছি ' তোর কিছু আক্কেল নেইরে ! [দ্রুত প্রস্থান]

নগেন। [দেবকে] আপনি এতক্ষণ আছেন জান্‌লে— [ইতস্ততঃ করে] আমি—আজ্ঞে— [শেষে লিলিকে] আজ্ঞে—এরকম হত না ! ম্যানেজারবাবু তদারক করতে এসেছিলেন।

দেব। ম্যানেজারের সেকাজ তো আমিই করছি।

নগেন। ম্যানেজারবাবুও তাই দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন। [লিলিকে] মিস্, আপনার চা পাঠিয়ে দেব ?

দেব। হ্যাঁ, দু' কাপ চা। আর স্যাণ্ডুয়িচ। তাড়াতাড়ি যাও। [নগেন চলে গেল] কি ভাবছেন ?

লিলি। [উদ্গত অশ্রু রোধ করে] আপনি এবার চলে যান।

দেব। শুন্‌লেন তো, দু' কাপ চা আস্‌ছে। সঙ্গে স্যাণ্ডুইচ। [লিলির দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা দেখা দিল] ওকি! কাঁদছেন যে! সত্যি কাঁদ্‌ছেন!!

লিলি। [রুদ্ধকণ্ঠে] এ সব অপমান আমার তার জন্যে।

দেব। [আহত চিত্তে] অপমান! [ক্ষণেক স্তব্ধ থেকে আত্ম-সম্বরণ করে] কিন্তু কাঁদবেন না। সত্যি আমারও যেন কান্না পাচ্ছে!

লিলি। [পুনরায় রুদ্ধকণ্ঠে] আপনারা পুরুষ মানুষ। আমাদের তুচ্ছ করেই আপনাদের আমোদ।

দেব। [বিচলিত চিত্তে] কিন্তু না, সত্যিই না। আমি—আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। যাচ্ছি, এখুনি যাচ্ছি।

[দেব দরজার দিকে অগ্রসর হল। চাকর চা ও স্যাণ্ডুইচ এনে টেবিলের ওপর রেখে চলে গেল।]

লিলি। চা' খেয়ে যান।

দেব। [একমুহূর্ত্ত পরে] বেশ চা খেয়েই আমি চলে যাচ্ছি। এই রকম কান্না দেখে এই আমার প্রথম কি যেন হল।

[দেব চেয়ারে বসলো। লিলি চা স্যাণ্ডুইচ এগিয়ে দিল—টেবিলের ওপর]

লিলি। [আরক্তমুখে তাড়াতাড়ি] আপনি চা খান।

দেব। [তাড়াতাড়ি] হ্যাঁ, তাই খাচ্ছি। অথচ—তবু এ একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার বটে! আর তাইবা কেন! এ তো স্বাভাবিক! আপনি দেখতে তো বেশ ভালই। সত্যিই সুন্দরী!

লিলি। [স্যাণ্ডুইচ দিয়ে] এই স্যাণ্ডুইচটা নিন্।

দেব। নিচ্ছি,—নিচ্ছি। আপনার হাতের আঙুলগুলোও চমৎকার! সত্যি—

লিলি। [বাধা দিয়ে] চা টা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

দেব। আমি ঠাণ্ডা চা-ই খাই। আপনার চোখ দুটিও সুন্দর! ওদিকে চাইলে সত্যিই চোখ ফেরানো যায় না!

লিলি। [ভৎর্সনার সুরে] আহ্, কি বাজে যা তা বল্‌ছেন!

দেব। বাজে বল্‌ছি! কখনোই না! আমি হলপ্ করে বল্‌তে পারি, —কোনও কোনও স্ত্রীলোক খুবই সুন্দরী হয়। আমি—

লিলি। [বাধা দিয়ে] ফের্—

দেব। মিছি মিছি বাধা দিচ্ছেন। আপনাকে একবার দেখলে—

লিলি। এবার আমাকে পালাতে হবে দেখছি!

দেব। [সবিস্ময়ে] পালাতে হবে! [ধীরে ধীরে তার মুখে হাসি ফুটলো] ও—এই! সেই কালো অক্ষর! [সহসা বিষণ্ণ চিত্তে] সবই গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, কাল রাত্রে ঠিক ঐ রকম করে আপনাকে দেখে ফ্যালা আমার উচিত হয় নি!

লিলি। এই স্যাণ্ডুয়িচটা মুখে ফেলে দিন।

দেব। মুখ বন্ধ করবেন! আচ্ছা, আমি চুপ করলাম। [নীরবে স্যাণ্ডুয়িচ ও চায়ে মনোসংযোগ। উভয়েই অনেকক্ষণ নীরব। খাওয়া শেষ হলে উভয়েই চায়ের পেযালা একই সঙ্গে দূরে সরিয়ে রাখলো।]—আমার পাঁচ হাজার টাকা ফাঁকি দেবেন না তো?

লিলি। আপনাকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়।

দেব। খুব—খুবই সহজ। তার ওপর এখন—[সহসা থেমে] কিন্তু একটা কথা বল্‌বো?

লিলি। [রুদ্ধশ্বাসে] কি কথা ?

দেব। কথাটা বল্‌তে আমার নিজেরই হাসি পাচ্ছে। স্ত্রীজাতি পুরুষ জাতিটাকে কেবলই ঠকায়। তাই বুদ্ধিমান সেজে সব সময় সাবধান থাকবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু আমি তো তুচ্ছ। স্ত্রীলোক সৃষ্টি করে স্বয়ং ভগবানই ঠকে গেছেন।

লিলি। [সকৌতূহলে] কি রকম ?

দেব। হ্যাঁ! তাই আজ ভগবান মিথ্যে হয়ে স্ত্রীলোকই হয়েছে সত্যি।

লিলি। [গম্ভীর মুখে] আপনি স্ত্রীজাতিকে ঘৃণা করেন ?

দেব। [সচমকে অবাক হয়ে চেয়ে] না, না! তারা মানুষের পরম সত্যকে মিথ্যে, আর চরম মিথ্যেকে সত্যি করে দেয় বলে তাদের শ্রদ্ধা করি।

লিলি। একথা শুনলে কোনও স্ত্রীলোক খুসী হয় ?

দেব। স্ত্রীলোককে কেউ খুসী করতে পারে ?

লিলি। [এবার হেসে ফেলে] কথনও চেষ্টা করেছেন ?

দেব। অনেকবার। ফল হয়নি। তারা আমাকে যেন পুরুষ বলেই মনে করেনি। আপনি হয়তো বিশ্বাস করছেন না মিস্ ?

লিলি। করছি! কিন্তু আপনি আমাকে লিলি বলে ডাক্‌বেন।

দেব। লিলি। ভারী মিষ্টি নাম তো। ছি ছি। এমন নামটা আপনি লুকিয়ে রেখেছিলেন। যেমন আপনি, ঠিক তেমনি সুন্দর আপনার নাম।

লিলি। আবার!

দেব। ও—বুঝেছি। এসব কাউকে বল্‌তে নেই ?

লিলি। না। সবাইকে নয়।

দেব। সবাইকে নয়! আপনাকে?

লিলি। [আরক্ত মুখে] শুধু আমাকে আমার কথা শুনিয়ে কি হবে! আপনার পাঁচ হাজার টাকা তাতে আস্‌বে না।

দেব। ঠিক। [চেয়ার থেকে উঠে] ধন্যবাদ। আপনি মনে না করিয়ে দিলে মিছিমিছি নিজেকে ঠকাচ্ছিলুম। [কয়েকবার চঞ্চল পদক্ষেপ করে] অনিন্দ্য কদিন হল কল্‌কাতায় এসেছে?

লিলি। [মনে মনে হিসেব করে] খুব জোর তিন দিন।

দেব। মোটে! বিচিত্র ভবনের খাতাটা দেখলেই তো হয়।

[চাকর ঘরে ঢুক্‌লো। হাতে চিঠি। চিঠিখানা টেবিলের ওপর রেখে দিল।

দেব। [চাকরটিকে]—শোনো। ম্যানেজারকে, উহুঁ—বরং নগেনকে একবার ডেকে দাও। শিগগির।

[চাকর নিঃশব্দে ঘর থেকে চলে গেল। লিলি চিঠিখানা নিয়ে উল্‌টে পাল্‌টে দেখে খামখানা ছিঁড়ে ফেল্‌লো। ছোট এক টুক্‌রো কাগজের চিঠি। লিলি পড়লো, ক্রুদ্ধ হল, শেষে ক্রন্দন সুরু করলো মুখ গুঁজে।]

দেব। কাঁদছেন? [সোদ্বেগে] দুঃসংবাদ? অনিন্দ্য?

লিলি। [চিঠিখানা তার হাতে দিয়ে] পড়ুন।

দেব। [মৃদুস্বরে পাঠ] "আমাকে মিথ্যে খুঁজে মোরোনা। তোমার মত ছিঁচকাঁদুনে মেয়ে বিয়ে করার চেয়ে মনুমেন্ট থেকে লাফিয়ে পড়া ভাল। তুমি মরো, শিগ্‌গির মরো।" হা-হা-হা। ভারী চমৎকার লিখেছে তো। হা-হা-হা। [উচ্চ হাস্য]

লিলি। আপনি হাস্‌ছেন? [দেবের পুনরায় হাস্য] হাস্‌ছেন, আপনি হাস্‌ছেন?

দেব। [পুনরায় পাঠ] "খুঁজে মোরোনা।" "ছিচ্‌কাঁদুনে।"

"মোবো না।" হা-হা-হা। "মবো, তুমি মবো।" হা-হা-হা।
"ছিঁচ্‌কাদুনে- তুমি মবো।" হা-হা-হা।

লিলি। এতবড কথা সে আমাকে লিখলো, আব আপনি হাস্‌ছেন?

দেব। লোকটা সত্যি আপনাকে ভালবাসে। তাই সত্যিকথা লিখেছে।

লিলি। সত্যিকথা লিখেছে? আমি এই—যা তা সব? [ক্রন্দন]

দেব। [চিঠিটা ছুঁড়ে দিযে] তাব মনেব কথাই লিখেছে।

লিলি। [চিঠিটা কুড়িযে টুকবো টুকবো করে ছিঁড়ে] অনিন্দ্যেব লেখা, কিন্তু কথাগুলো সন্ধ্যাব।

দেব। [হেসে] না, অনিন্দ্যেব মনেব কথা, কিন্তু সাহসটা সন্ধ্যাব। আমি হলেও ঠিক ওই লিখতাম।

লিলি। [কৃত্রিম ক্রোধেব সঙ্গে] আমি হলে আপনাব মুণ্ডপাত কবতাম। তবু আপনাব কথা আমি মেনে নিলাম।

দেব। হাতে হাত? [হাত বাড়ালো।]

লিলি। [নিজেব হাত লুকিযে] না।

[নগেন ঘবে ঢুকলো অত্যন্ত চিন্তিত মনে]

দেব। কি নগেন, তোমাব পকেট হা কবে বযেছে। কিছু চাই?

নগেন। [মুহূর্তে মুখ উজ্জ্বল হযে উঠলো, একটু নীরব হাস্যেব সঙ্গে] উপকারেব কথা বলছেন?

দেব। হ্যাঁ। তিনদিন আগে থেকে বিচিত্র ভবনে যত পুরুষ এসেছে, তাব একটা লিষ্ট চাই।

নগেন। [মুখ অন্ধকাব করে এক মুহূর্ত্ত চেযে] মিস্ আমেরিকা দেবীব কাছেই পাবেন। আজ সকাল আটটা থেকে ওঁর কাছেই সেটা আছে।

দেব। অ্যাঁ। [হাঁ করে লিলির দিকে চেয়ে] হার। স্বীকার করছি, আমারই হার।

লিলি। সেই লিষ্টে তার নাম নেই।

দেব। [সহসা প্রফুল্ল ভাবে] আচ্ছা, ঠিক হয়েছে। [নগেনকে] নগেন্দ্র!

নগেন। [এক দৃষ্টিতে চেয়ে] কলকাতার সমস্ত হোটেলের টেলিফোনের নম্বর?

দেব। [সাগ্রহে] হ্যাঁ?

নগেন। [পকেটে হাত দিয়ে একমুহূর্ত্ত পরে] মিস্ আমেরিকা দেবীর কাছেই পাবেন। ঠিকানা শুদ্ধ। ঘণ্টা ছয়েক আগে সেটা দিয়ে গিয়েছি।

দেব। [হাঁ করে খানিকক্ষণ লিলির দিকে চেয়ে] এবার আমার কান্না পাচ্ছে।

লিলি। শুধু টেলিফোনে নয়, ট্যাক্সি করে নিজে গিয়ে সমস্ত হোটেলে খোঁজ নিয়ে এসেছি। কোথাও সে নেই!

দেব। আমার সত্যিই কান্না পাচ্ছে। [নগেনকে] তোমাদের এখেনে সেই কালো অক্ষরের ব্যাপারগুলো সব আছে, না?

নগেন। [ইতস্ততঃ করে] আন্তর্জ্জাতিক কালোর কথা বল্‌ছেন?

দেব। আন্তর্জ্জাতিক? হ্যাঁ,—তাই বটে। অর্থাৎ সভ্যতা, শিক্ষা, ভদ্রতা—

নগেন। [বাধা দিয়ে] আর বলতে হবে না স্যার। প্রত্যেকটি একটি একটি করে শাখা। বিচিত্র ভবনে প্রত্যেক শাখার একটা করে সভা আছে। সব কালোই পাবেন!

দেব। [হতাশচিত্তে] তবে আর হল না।

নগেন। আপনি হতাশ হচ্ছেন কেন? [পকেটে হাত দিয়ে] মানে, আমি তো আপনাদের উপকারের জন্যেই আছি। এখেনে সব হয়।

দেব। [সাগ্রহে] সব হয়? পুরুষ মানুষকে ডাক ছেড়ে কাঁদতে দেওয়া হয়?

নগেন। [সবিস্ময়ে] কাঁদতে দেওয়া?—পুরুষ মানুষকে?

দেব। [শিরে কষাঘাত করে] হয় না নগেন, হয় না—আ আ! সেই কালো অক্ষরের দিব্যি!

লিলি। আপনি একটু চুপ করবেন?

দেব। কেন চুপ করবো? এরকম হার,—একশ' বার হার—আমার জীবনে হয়নি!

নগেন। কিন্তু আর তো আমার সময় নেই। এবার আমাকে সভায় যেতে হবে।

দেব। সভায়!

নগেন। আজ্ঞে। এখন যা কিছু সব আন্তর্জ্জাতিক দৃষ্টিতে বিচার করতে হয়। তাই বিচিত্র ভবনেরও সব ব্যবস্থা আন্তর্জ্জাতিক আদর্শে। আন্তর্জ্জাতিক বেকারি প্রজেক্ট, আন্তর্জ্জাতিক বাসস্থান ব্যবস্থা, আন্তর্জ্জাতিক দাম্পত্য নির্ণয় সভা, আন্তর্জ্জাতিক হৃদয় সম্বন্ধ সংস্থা, আন্তর্জ্জাতিক—

দেব। [বাধা দিয়ে] থাক, থাক। শুধু আন্তর্জ্জাতিক ফুলষ্টপটাই বাদ! কিন্তু নগেন, ব্যাপারটা কি? এত সব আন্তর্জ্জাতিক?

নগেন। আজ্ঞে, মানুষের মঙ্গলের জন্যে বড় বড় মহাত্মারা আর মনীষীরা উঠে পড়ে লেগেছেন।

দেব। তাই মানুষের অশান্তির আর শেষ নেই!

লিলি। আপনি দয়া করে একটু চুপ করবেন ?

দেব। [নগেনের দিকে চেয়ে ছিল, ফিরে] আচ্ছা, এবার আপনিই বলুন !

লিলি। [বুকের মধ্যে থেকে একটা ফটো বার করে] নগেন !— [নগেন এগিয়ে এল, তার হাতে দিয়ে] এই ফটেখানা ছ্যাখোতো, নগেন ! দেখেছ বলে মনে হয় ?

নগেন। [অনেকক্ষণ ভাল করে দেখে ফিরিয়ে দিয়ে] এঁকে কি আপনারা খুঁজছেন ?

দেব। [লিলির হাত থেকে ফটোটা নিয়ে] হ্যাঁ—হ্যাঁ খুঁজে মরছি।

লিলি। আপনি চুপ করুন।

নগেন। মিস্, এঁকে খুঁজে পাবেন না।

লিলি। [সবিস্ময়ে] খুঁজে পাব না, কেন ?

নগেন। কারণ আমরাও হেরে গিয়েছি। কাল প্রায় বারোটার সময় এঁকে দেখা গিছলো !—ম্যানেজারের নাম জিজ্ঞাসা করাতে এক ভাড়াটে তাঁকে বলে দিয়েছিল,—লম্বোদর বিরূপাক্ষ।

দেব। [সবিস্ময়ে] লম্বোদর বিরূপাক্ষ।

লিলি। দোহাই, ওকে বল্‌তে দিন। [নগেনকে] তারপর, নগেন ?

নগেন। তারপর ভদ্রলোক দোতলায় উঠে এলেন। কিন্তু—আর ফিরলেন না।

লিলি। ফিরলেন না ? তা হলে কোন সময় হয়তো এখেন থেকে চলে গিয়েছেন।

নগেন। না। কারণ আমরা তাঁকে খুঁজছি কাল দু'টো থেকে। বাড়ীর প্রত্যেক দরজায় দরওয়ান আছে। বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে কেউ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায় নি। না মিস্, তিনি হাওয়া হয়ে গেছেন।

দেব। অবাক কাণ্ড। কিন্তু তোমরা তাকে খুঁজছো কেন?

নগেন। বিপদ তো আমাদেরই। ভদ্রলোক এলেন আর হাওয়া হয়ে গেলেন। পুলিসে জান্‌লে কি রক্ষে আছে। তাই আন্তর্জ্জাতিক অনুসন্ধান কমিটীর সভা বস্‌ছে। [সহসা চঞ্চল ভাবে লিলিকে] আর দেরী করলে চলবে না, মিস্‌।—দরকার হলেই, আমায় খবর দেবেন। আপনাদের উপকার করেই আমার আনন্দ।

[নগেনের দ্রুত প্রস্থান]

দেব। [ফটোখানা ফিরিয়ে দিয়ে] ব্যাপারটা কিছু বুঝ্‌লেন?

লিলি। আমার কান্না পাচ্ছে।

দেব। আমারও! [নিঃশব্দে ক্রন্দন।]

লিলি। [বিরক্ত ভাবে] আপনি সত্যি কাঁদছেন?

দেব। এ রকম কান্না আমার জীবনে পায় নি। [ক্রন্দন]

লিলি। [সোদ্বেগে] আপনি চুপ করুন। দোহাই, আপনি চুপ করুন। নইলে—আমি—আমি—সত্যিই কেঁদে ফেল্‌বো কিন্তু!—এই,—থামুন!

[লিলিও কেঁদে ফেল্‌লো। অপরূপ দৃশ্য। মাথা নীচু করে উভয়েই জানালার দিকে মুখ করে নিশব্দে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। এই সময় পুরুষের বেশের ওপর শাড়ী ব্লাউজ চাপিয়ে অনিন্দ্য সন্তর্পণে ঘরে ঢুকলো। দেব ও লিলির ক্রন্দন দেখে সে এক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়ালো। তারপর সন্তর্পণে দরজার কাছে চেয়ারে বসে দরজার দিকে মুখ করে নিঃশব্দে ক্রন্দন সুরু করলো। তিনজনেরই নিঃশব্দ ক্রন্দন।]

দেব। এবার চুপ করুন! দোহাই, থামুন! [ক্রন্দন]

লিলি। আপনিই থামুন! এ কি কাণ্ড বলুন তো! [দ্বিগুন ক্রন্দন]

[এইবার অনিন্দ্যের সশব্দে ক্রন্দন। দেবশঙ্কর চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলো। পিছন ফিরে স্ত্রীবেশী অনিন্দ্যকে দেখে হতবাক্‌।]

দেব। একি! আপনি কে? [অনিন্দ্যের ক্রন্দন। লিলির প্রতি] ইনি কে বলুন তো?

লিলি। [ঘাড় বেঁকিয়ে দেখে] চিনি নে।

[শুনে অনিন্দ্যের দ্বিগুণ ক্রন্দন]

দেব। ইনিও কাঁদছেন। খুব কাঁদছেন। তাইতো এযে আন্তর্জ্জাতিক ক্রন্দন সভা হয়ে দাঁড়ালো।—সত্যি বলছেন, এঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় নেই?

লিলি। [সক্রোধে] এই রকম ইতর লোকের সঙ্গে আমার পরিচয়!

(শুনে অনিন্দ্যের আরও ক্রন্দন)

দেব। তাইতো। এ তো বড় ভীষণ করুণ ব্যাপার। [তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগিয়ে] শুনছেন? আপনি কান্নাটা থামাবেন?

লিলি। উনি কি সত্যিই ভদ্রমহিলা, যে ভদ্র ব্যবহার করছেন!

[শুনে অনিন্দ্যের দ্বিগুণ ক্রন্দন।]

দেব। [লিলিকে] সর্ব্বনাশ! আপনি সাম্‌লান। ইনি—থাম্‌লে আমাকে খবর দেবেন।

[দেব ত্রস্তপদে বাহির হয়ে গেল। লিলি উঠে দাঁড়িয়ে একপা এগিয়ে এল।]

লিলি। [ক্রুদ্ধভাবে তারস্বরে] এ রকম ব্যবহার করতে লজ্জা হয় না! যাও,—বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে।

অনি। [সক্রন্দনে] আমাকে ক্ষমা করো লিলি!

লিলি। [বিস্ফারিত চক্ষে হাঁ করে চেয়ে] তুমি,—অনিন্দ্য!

অনি। আমি! সত্যই আমি! আমি আর এই স্ত্রীবেশ সহ্য করতে পারছি নে! তাই পালিয়ে তোমার কাছে ধরা দিতে এসেছি। আমাকে বাঁচাও, আমাকে রক্ষা করো লিলি!

লিলি। তুমি! ছি—ছি। তুমি! অ্যাঁ—তুমি! [ক্রন্দন]

অনি। [লাফিয়ে উঠে পরনের শাড়ী, গায়ের ব্লাউজ একে একে ছুঁড়ে ফেল্‌তে ফেল্‌তে] এই—এই—এই।—এই ব্যাস! [ধুতি ও গেঞ্জি পরিহিত অবস্থায়]—এই ত্যাখো লিলি। এবার সত্যিই আমি, [তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে] সত্যিই, আমি পুরুষ!

লিলি। তুমি আর কত দাগা দেবে অনিন্দ্য?

অনি। [এগিয়ে এসে হাত ধরে] আর আমাকে স্ত্রীলোক সাজিও না, লিলি। আমাকে অব্যাহতি দাও। আমাকে বেঁচে থাক্‌তে দাও—

লিলি। [তার হাত আকর্ষণ করে] তুমি আমাকে ছেড়ে দেবে! তোমাকে আমি ভালবাসি। ভালবাসা তোমার পিছন পিছন ছুটছে। আর তুমি পালাচ্ছ! চলো, বারান্দায় ফিরে চলো অনিন্দ্য।

[এই সময় সন্ধ্যাকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষেত্রদাসের প্রবেশ।]

ক্ষেত্র। আপনি বল্‌ছেন, আপনার বোন? [সহসা লিলি ও অনিন্দ্যকে হাত ধরাধরি অবস্থায় দেখে] আরে ছি, ছি, কোথায় আপনার বোন? [প্রস্থানোদ্যত হয়ে হঠাৎ অনিন্দ্যের কথা মনে হতে অনিন্দ্যকে] তাইতো, আপনিই তো! [অনিন্দ্য ও লিলি উভয়ে উভয় থেকে দূরে সরে দাঁড়ালো] মশাই, এ তো দেখছি, আপনিই! আপনাকে কাল থেকে খুঁজে খুঁজে হায়রান! আর আপনি এখেনে! —ছি ছি, আপনারা সবাই মিলে আমাকে পাগল করবেন!

লিলি। ম্যানেজার, এঁর নামটা খাতায় তুলে নেবেন। অনিন্দ্যসুন্দর রায়—

সন্ধ্যা। [বাধা দিয়ে] না। কালিদাস চৌধুরী। আগে ছিলেন বোন, এখন আমার ভাই।

বিশ্ব। [অবাক হয়ে] ভাই বোন কি সব বলছেন, আমি বুঝতেই পারছি নে!

সন্ধ্যা। এঁর নাম কালিদাস চৌধুরী।

লিলি। [উচ্চকণ্ঠে] একেবারে মিথ্যে কথা। এঁর নাম—

সন্ধ্যা। [বাধা দিয়ে] কালিদাস—

লিলি। [বাধা দিয়ে] অনিন্দ্যসুন্দর—

সন্ধ্যা। আমি যা বলছি—

লিলি। [বাধা দিয়ে চীৎকার করে] না, লিখে নেবেন—

সন্ধ্যা। [বাধা দিয়ে চীৎকার করে] কালিদাস—

ক্ষেত্র। [চীৎকার করে] চুপ করুন। আপনারা চুপ করুন।—আমি নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যাব! কী মুস্কিল! এঁকে নিয়ে তো দেখছি, কেবলই বিপদ!

অনি। [প্রায় কান্নার মত] হ্যাঁ ভারী বিপদ! কেবলি বিপদ!

লিলি। [সক্রোধে] তোমার নাম তুমি নিজেই বল না—।

সন্ধ্যা। [সাবধান করবার সুরে] হ্যাঁ, বলো না। তোমার নাম কালিদাস—

অনি। কালিদাস—

লিলি। [সধমকে] কালিদাস?

অনি। [তাড়াতাড়ি] অনিন্দ্য—

সন্ধ্যা। [সধমকে] অনিন্দ্য?

অনি। [তৎক্ষণাৎ] না, কালিদাস।

লিলি। [সধমকে] ফের!

ক্ষেত্র। [বাধা দিয়ে] থাক্, থাক্। আর ওঁকে নাম বলতে হবেনা। আচ্ছা, ভদ্রলোক তো আপনি! আপনার নামেরও ঠিক নেই?

[সন্ধ্যা ও লিলিকে] আপনারা ভাববেন না, ওঁর নাম আর লিখতে হবে না।

লিলি। [ক্রুদ্ধ কণ্ঠে] নিশ্চয়ই লিখতে হবে !—ওঁর নাম অনিন্দ্য।

ক্ষেত্র। [তাড়াতাড়ি] আচ্ছা—আচ্ছা। তাই,—তাই নয় হবে।

সন্ধ্যা। [উচ্চকণ্ঠে] তাই হবে কি। লিখবেন, কালিদাস !

লিলি। মিথ্যে কথা। লিখবেন—

ক্ষেত্র। [বাধা দিয়ে] আচ্ছা, আচ্ছা। আমি নয় ছুটো নামই লিখে নেব। কি সর্ব্বনাশ ! [অনিন্দ্যকে] আপনি মশাই, পৃথিবীতে একটা বিপ্লব ঘটাতে পারেন ! মিছিমিছি আপনার জন্যে একটা আন্তর্জ্জাতিক সভা ডাকা হল ! ছি ছি, কি কেলেঙ্কারী !

[কথাগুলো তাড়াতাড়ি শেষ করে সন্ধ্যা বা লিলির কিছু বল্‌বার আগেই ক্ষেত্রদাসের পলায়ন। সঙ্গে সঙ্গে নগেন্দ্রও। লিলি ক্রুদ্ধভাবে সন্ধ্যার দিকে এগিয়ে গেল।]

লিলি। [রোষ কষাযিত চোখে] তারপর ?

সন্ধ্যা। [সেই রকম রোষ কষায়িত চোখে] তারপর ? [লিলির দিকে এক পা এগিয়ে গেল, লিলি এক পা পিছিয়ে গেল !] তারপর ?

লিলি। কি ভেবেছ মনে ? [এক পা এগিয়ে এল, সন্ধ্যা এক পা পিছিয়ে গেল !] তোমার এত স্পর্দ্ধা ?

সন্ধ্যা। স্পর্দ্ধা তোমার, না আমাব ? [এক পা এগিয়ে গেল, লিলি সঙ্গে সঙ্গে এক পা পিছিয়ে এল।]

লিলি। [অকস্মাৎ বিদ্যুদ্গতিতে অনিন্দ্যর দিকে ফিরে] তোমার লজ্জা করে না ? এখেনে থাক্‌বে, না বরোদায় ফিরে যাবে ?

অনি। [মিটমিট করে একবার লিলির দিকে চাইল, তারপর সন্ধ্যার দিকে। শেষে লিলিকে] সেটা কি আমার ইচ্ছে মত হবে ?

লিলি। না।

অনি। [সন্ধ্যাকে] আপনি ?

সন্ধ্যা। না।

লিলি। [সানুনয়ে] তুমি এখুনি ফিরে চলো !

অনি। হ্যাঁ।

সন্ধ্যা। খবরদার !

অনি। হ্যাঁ।

লিলি। [কাঁদো কাঁদো ভাবে] তুমি আমার কথা শুন্‌বে না ?

অনি। হ্যাঁ।

সন্ধ্যা। আমার কথা ?

অনি। হ্যাঁ !

লিলি। [সক্ষোভে] তুমি এতটা কাপুরুষ তা আমি—জানতাম না !

অনি। [চঞ্চল হয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে] কাপুরুষ হলে কথা ছিল। কিন্তু আমার অপরাধ যে আমি পুরুষ। [সহসা একটু একটু করে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, হ্যাঁ, সে একটা পথ আবিষ্কার করেছে] শোন লিলি, ঝগড়া করে লাভ নেই। বরং সবাই মিলে ব্যাপারটা এখুনি আর এখ্খেনেই চুকিয়ে ফেলি !

লিলি। [অবিশ্বাসের সুরে] কি করে শুনি ?

অনি। তুমি আমি দু'জনেই কল্‌কাতায় থেকে যাই।

লিলি। [একবার সন্ধ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করে] কেন ?

অনি। [খুব লোভনীয় ভাবে] জায়গাটা খুব খারাপ, অর্থাৎ তাই

খুব ভালো। মানে, এখেনে সব আছে,—[খুব তাড়াতাড়ি]
—থিয়েটর—বায়স্কোপ —সার্কাস—ফুটবল—ক্রিকেট—

লিলি। [রাগ ও বিরক্তির সঙ্গে] তাতে কি হবে ?

অনি। হবে—হবে। আরও আছে ! পার্ক, লেক, রেস—জুয়া—আর
নাইট ক্লাব।

লিলি। [চিন্তিত ভাবে অথচ সন্দেহের সঙ্গে] নাইট ক্লাব ?

অনি। হ্যাঁ, নাইট ক্লাব। [অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে] আর একটা কথা
শোনো, লিলি। এখেনে ভদ্রলোকে চুরি করে !—শুধু ধরা না
পড়লেই হল। আরও মজা আছে। জুয়োচুরীতে দোষ নেই, শুধু
মোটর থাকলেই হল !

লিলি। তুমি এসব কি বলছো ?

[সন্ধ্যার মুখে জয়ের হাসি।]

অনি। তুমি আর না কোরো না, লিলি। এখেনে অনেক লোক
আছে, যারা সব শিখিয়ে দেবে। শুধু দু হাতে চুরি করো, আর
নাইট ক্লাবে যাও !

লিলি। তোমাকে আমি এক মুহূর্ত্তও এখেনে থাকতে দেব না।

অনি। [হতাশ হয়ে] তুমি নাইট ক্লাব ছাখোনি তাই বলছো।

লিলি। নাইট ক্লাব আমি অনেক দেখেছি। [সন্ধ্যা চমৎকৃত।]
বরোদা খুব অসভ্য জায়গা নয়। সেখেনেও নাইট ক্লাবের অভাব
নেই। নাইট ক্লাবের আমিও মেম্বর ছিলাম।

সন্ধ্যা। লিলি, এতক্ষণে আমাদের ঝগড়াটা মিটলো। ইচ্ছে করছে
তোমাকে বুকে টেনে নিয়ে প্রাণ খুলে দুজনে হাসি ! [হাত ধরে]
লিলি—

লিলি। [সক্রোধে হাত ছাড়িয়ে] আমাকে মিস্ আমেরিকা বলে ডেকো।

সন্ধ্যা। মিথ্যে রাগ করছো লিলি।—তোমার অনিন্দ্যের ওপর আমার আর একটুও লোভ নেই।

লিলি। [সন্দিগ্ধ চিত্তে] ঠিক বল্ছো, সে তোমার নয় ?

সন্ধ্যা। ভেবেছিলাম, প্রয়োজন হলে আত্মসাৎ করবো। কিন্তু তোমার সঙ্গে ঝগড়া আমার অসম্ভব! তুমিও আমেরিকা, আমিও আমেরিকা। তফাৎ তুমি নর্থ, আমি সাউথ।

লিলি। তা' হলে অনিন্দ্য আমার ?

সন্ধ্যা। সেন্ট পারসেন্ট।

অনি। [তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহের স্থরে] I refuse। আমি কি একটা চেয়ার টেবিল যে, যে-খুসী আমার বল্লেই, আমি তার হয়ে যাব! [চীৎকার করে] I refuse ! I refuse !! I refuse !!! যে যার খুসী দখল করলেই আমি তার ? আমার নিজস্ব মতামত নেই ?

লিলি। তুমি আবার আমাকে কাঁদাচ্ছো ?

অনি। কাঁদাচ্ছি! আমি জান্তে চাই, এ সবের মানে কি ? আমি মানুষ, না নির্জিব পদার্থ ?

[চীৎকারে আকৃষ্ট হয়ে দেবের প্রবেশ]

দেব। কি ব্যাপার ? সে মহিলাটী গেছেন ? [অনিন্দ্যকে দেখে] এ কি, আপনিই তো অনিন্দ্য! [সন্ধ্যাকে দেখে] আপনিও! তবে তো ব্যাপারটা জটীল!

সন্ধ্যা। আপনি বিচিত্র ভবনে এখনও আছেন ?

দেব। হ্যাঁ, ঐ পাশের ফ্ল্যাটে। [লিলির ক্রন্দন] ও কি! কাঁদছেন ?

[অনিন্দ্যর দিকে চেয়ে পরে] বুঝেছি, অনিন্দ্য বাবু !! [সন্ধ্যা সকৌতুকে এক একজনেব মুখের ভাব নিরীক্ষণ করতে লাগলো।] কান্না কিন্তু আমারও পাচ্ছে।

সন্ধ্যা। [সবিদ্রূপে] আপনারও ?

দেব। হ্যাঁ। পাঁচ হাজারের শোক। সে তো আপনি বুঝবেন না ! [সহসা ভূতলে নিক্ষিপ্ত শাড়ী ব্লাউজ লক্ষ্য করে] আঁ্যা,—শাড়ী আর ব্লাউজ ! অর্থাৎ—[অনিন্দ্যর দিকে দৃষ্টিপাত করে] তবে এই ব্যাপার ! ছি ছি ! এটা আমার মাথাতে আসে নি ! সত্যিই আমি নির্বোধ ! আমি নিরেট একটা গাধা ! [সহসা সন্ধ্যার কাছে গিয়ে] পারেন ? আমার গালে একটা চড় মারতে পারেন ?

সন্ধ্যা। ঠিক জিজ্ঞাসা করছেন ?

দেব। একেবারে ঠিক। সাক্ষী অনিন্দ্যের শাড়ী আর ব্লাউজ। পারেন ? একটা চড় ? খুব কষে ? [সন্ধ্যা সজোরে একটা চড মারলো। সকষ্টে আর্ত্তনাদ দমন করে] বেশ চমৎকার ! বুঝলাম, এতদিন যাকে খুঁজেছি, সে আপনি !

[সন্ধ্যার ডান হাতটা মুষ্টিবদ্ধ হল। দেব পিছিয়ে গেল। লিলি উঠে দাঁড়ালো।]

দেব। [লিলিকে] আপনাকে অবিশ্যি ছোট করিনি !— [অনিন্দ্যকে] এখেনে দুটি মহিলা আছেন—। একজন ফেলেছেন চোখেব জল, আর একজন মেরেছেন গালে চড়। পদ্ধতিটা ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য একই।—স্ত্রীলোক পুরুষের মাথায় হাত বুলোয়, হয় কেঁদে নয় গালে চড় মেরে। কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও অপ্রত্যক্ষ ভাবে। [অনিন্দ্যর কাছে গিয়ে] অনিন্দ্য বাবু, পালিয়ে তো রক্ষে নেই ! বরং এঁদের একজনকে গ্রহণ করুন।

অনি। [লিলির দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে] চোখের জলের চেয়ে বরং গালে চড় সহ্য করা যায়!

দেব। তবে দুর্ম্মতি বল্‌তে হবে। আপনার গালটা আর উপবাসী রাখ্‌তে চান না? [নিজের গালে হাত দিয়ে] কিন্তু লিলির হাতের ওজন হয়তো এত বড় মারাত্মক হবে না।—[সন্ধ্যাকে] কি বলেন?

সন্ধ্যা। একটা চড়ে যখন এত কথা, তখন আর একটা গাল দিয়ে পরীক্ষা করুন।

দেব। [গালে হাত বুলোতে বুলোতে] আমি খৃষ্টান নই!

সন্ধ্যা। [সবিদ্রূপে] হিন্দু?

দেব। ও জাত জগত থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে!

সন্ধ্যা। মুসলমান?

দেব। না, আমি বর্ত্তমান। অর্থাৎ, ধর্ম্মাধর্ম্ম মানিনে। অতীত নিয়ে অনুশোচনার বালাই রাখিনে। ভবিষ্যতের জন্যে স্বর্গ গুছিয়ে রাখবার দুশ্চিন্তাও নেই। আধুনিক জগতে আমি হয়তো অতি আধুনিক।

সন্ধ্যা। [শ্লেষের সঙ্গে] আপনি তবে আধুনিক সংস্কার থেকেও মুক্ত? অ্যাটমিক জগতে কম্‌সিক রে?

দেব। সংস্কার!—সত্যিই—আমি শুধু রে। সভ্যতা, শিক্ষা, ভদ্রতা, —এসব আন্তর্জ্জাতিক সংস্কার ভেদ করে আমার অবস্থান তাই শান্তি খুঁজতে সভা করিনে, ভালবাস্‌তে যুদ্ধ বাধাইনে, কল্যাণ আন্‌তে ধ্বংস করিনে। [হঠাৎ অন্য সুরে] ভালো কথা, সন্ধ্যা দেবী, আপনি সাদা কাগজের কালো অক্ষরগুলো মানেন?

সন্ধ্যা। সে আবার কোন্ জিনিষ?

দেব। [একটু কাছে এসে] ঐ যে বল্‌লাম। সভ্যতা, শিক্ষা, ভদ্রতা— ইত্যাদি ইত্যাদি।

সন্ধ্যা। [দৃঢ়কণ্ঠে] না।

দেব। [সবিস্ময়ে] আপনার নাম সন্ধ্যা রাখলো কে?—

[দেবের মুখের কথা শেষ হতে না হতে বিশ্বনাথ ঘরে ঢুকলো,—অত্যন্ত ভয়াক্রান্ত চিত্ত]

সন্ধ্যা। [বিশ্বনাথকে দেখিয়ে] উনি।

দেব। রিটায়ার্ড ম্যাজিষ্ট্রেট! দিনকে রাত, আর রাতকে দিন করে কালো অক্ষরের জোরে পেন্সন নিচ্ছেন।—তাই এত বড় মারাত্মক ভুল করে বসে আছেন।

সন্ধ্যা। [সহাস্যে] তুমি শুন্‌লে বাবা?—

বিশ্ব। আমি আবার কি ভুল করলাম সন্ধ্যা?—

সন্ধ্যা। [গম্ভীর মুখে] তুমি আমার ভুল নাম রেখেছ।

বিশ্ব। [অবাক হয়ে] নিজের মেয়ের মুখে এ রকম কথা কোনও বাপকে শুন্‌তে হয় নি!—পেনাল কোডে কি নাম রাখবার জন্যে একটা আইন করা আছে?

দেব। [সন্ধ্যাকে] আমি হলে আপনার নাম রাখতাম মিস্ বিষুব-রেখা।

বিশ্ব। [সচমকে] বিষুবরেখা। ভূগোল?

দেব। হ্যাঁ। যে রেখা গোল হয়ে পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে,— সৃষ্টি করছে মরুভূমির ক্ষুধা, বৃষ্টি করছে জ্বলন্ত অগ্নি। আন্তর্জ্জাতিক নারীত্বের ঐ হচ্ছে প্রতীক!

বিশ্ব। ইয়ংম্যান! সমাজ-ভূগোলে তোমার গভীর জ্ঞান! কিন্তু আমার মেয়ের সম্বন্ধে তোমার—ঘনিষ্ঠ সিদ্ধান্ত শুনে নিশ্চিন্ত হতে পারছি নে! তোমার মাসিক আয় কত?

দেব। উপস্থিত একটি গালে একটি মাত্র চড়। কিন্তু সেই যথেষ্ট !—

বিশ্ব। [দেবকে দেখিয়ে অনিন্দ্যের প্রতি] তুমি একে চেন ?

অনি। না। কিন্তু—[লিলিকে] লিলি, তুমি চেন।

লিলি। [আরক্ত মুখে] না, এই প্রথম দেখলাম !

দেব। সত্যি কথাই বলেছেন !

বিশ্ব। সন্ধ্যা, তুমি এঁকে নিশ্চয়ই চেন না ?

সন্ধ্যা। তাতে যায় আসে না বাবা। ভাবছি আমি ওঁকে চায়ের নেমন্ত্রণ করবো—

লিলি। [মুখ তুলে] কিন্তু আমিও যে ঐ কথা ভাবছিলাম !

অনি। ছি, লিলি !

দেব। [সানন্দে বিশ্বনাথকে] দেখ্ছেন আমার আয় হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে !

বিশ্ব। ইয়ংম্যান। আমার মেয়ের নেমন্তন্নের অর্থ—তুমি জান না। মনে হচ্ছে, তুমি শুধু ভ্যাগাবণ্ড নও, নির্ব্বোধও !—

দেব। বোধটার বিচার হয় অর্থনীতির দিক থেকে। অর্থাৎ আমার আর্থিক সঙ্গতি সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে ?

বিশ্ব। সেটা তোমার আছে বলেই মনে হয় না।—

দেব। আছে।

লিলি। [সাগ্রহে] সত্যি আছে ?

অনি। ছি, লিলি !

দেব। হ্যাঁ আছে ! কারণ যাদের আর্থিক সঙ্গতি আছে, তারা আমার অত্যন্ত আপনার লোক। অর্থাৎ আমার যা' কিছু টাকা, সব তাদের পকেটে থাকে।

অনি। তোমাকে তো বল্‌লাম লিলি, কল্‌কাতা বেশ ভাল জায়গা !

দেব। কথাটা বোধ হয় স্পষ্ট হল না। আমি হচ্ছি, পার্টিলীডার। রাজনীতি করি—যা শ্রেষ্ঠ নীতি। যারা নীতির ধার ধারে না, তারা আমার দুর্নীতির অর্থ যোগায়।

লিলি। অনিন্দ্য। তুমি মিছি মিছি ভদ্রলোক না হয়ে পার্টিলীডার হতে পারতে!

অনি। ঠিকই বলেছ লিলি।—তোমার সঙ্গে বিয়ে আমার অসম্ভব!—তাই সম্পত্তি যখন পাব না, তখন আমাকে পার্টিলীডার হতে হবে। তুমি ফাইনান্স করবে?

দেব। ধীরে, বন্ধু ধীরে। লিলি তোমার জন্যে—বরোদা থেকে ছুটে এসেছে। আর তুমি তাকে বিমুখ করে বল্‌ছো ফাইনান্স করতে?

অনি। [বিরক্ত ভাবে] তবে আমাকে কি করতে হবে শুনি?

লিলি। তুমি আমাকে পদে পদে অপদস্থ করবে? [ক্রন্দন]

দেব। [অনিন্দ্যকে] Quick! তুমি একটা গাল পেতে দাও! শিগ্‌গির!

অনি। লিলি, এই নাও, এই নাও! দেরী কোরো না! [অনিন্দ্য মুখটা আগিয়ে দিল। লিলি সজোরে চপেটাঘাত করলো। অনিন্দ্যের আর্তনাদ] ঃ—আ।

সন্ধ্যা। Wonderful !!! বাবা, আমি এঁদের সকলকে কাল সকালের চায়ের নেমন্তন্ন করলাম।

[বিশ্বনাথ শুধু বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল।]

তি
ন

পরদিন সকাল। পনেরো নম্বর ফ্লাটের একখানা ঘর। ঘরের বামে, দক্ষিণে ও 'পিছনে দরজা। পিছনের দরজার পর বারান্দা। সেই বারান্দার পরবর্ত্তী ঘরের দরজাটা দেখা যাচ্ছে। পরবর্ত্তী ঘর ক'খানি তেরো নম্বর ফ্লাটের। বাম দিকের দরজার পরও ছোট একটু বারান্দা। তারপর বারো নম্বর ফ্লাট। তারপর এগারো নম্বর ফ্লাট, তারপর দশ নম্বর ও সেই রকম অনেকগুলো "তারপর"। ঘরটিতে আছে একটা আরাম চেয়ার, ছোট একটা টেবিল, একটি টিপয় ও টিপয়ের ওপর টেলিফোন ও আরও খান দুয়েক সাধারণ চেয়ার। টেবিলের ওপর একখানা খবরের কাগজ। পিছনের দেওয়ালে বড় একটা ঘড়ী। তেরো নম্বর ফ্লাটে সন্ধ্যাদেবীর চায়েব মজলিশ শেষ হয়েও সমাপ্ত হয়নি। মধ্যে মধ্যে হাসির ঢেউ শোনা যাচ্ছে, আর গুঞ্জনও!

যথারীতি খাতা হস্তে নগেন, আর তার পিছন পিছন ক্ষেত্রদাস ঘরে ঢুকলো। সহসা তেরো নম্বরে এক সঙ্গে একাধিক ব্যক্তির হাসি। সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালের ঘড়ীতে আট্‌টা বাজ্‌লো।

ক্ষেত্র। কি রকম জমেছে নগেন?

নগেন। ইম্পিরিয়েলে? না, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে?

ক্ষেত্র। ব্যাঙ্ক নয়। রিটায়ার্ড ম্যাজিষ্ট্রেটের ফ্ল্যাটে।

নগেন। কিন্তু তেরো নম্বরে তো ফ্রিজিডিয়র নেই!

ক্ষেত্র। জ্বালাস্‌নে নগেন। ওদের চায়ের আসর জমেছে ভালো!

নগেন। ও, এই কথা! এই যে? [খাতা খুলে] সন্ধ্যা ছাব্বিশ, অবিবাহিতা! আর মিস আমেরিকা, ছাব্বিশ কেটে সাতাশ, এখনও কুমারী। জমবে না?

ক্ষেত্র। উঃ, তোর মত বুদ্ধিমানকে নিয়ে আমি কি করবো বল্‌তে পারিস্‌?

নগেন। ব্যবসা! এত বড় সৎলোক তুমি খুঁজে পাবে না। ঐ যে, আবার ম্যাজিষ্ট্রেট আস্‌ছে!

[দক্ষিণ দরজা দিয়া বিশ্বনাথ ঘরে ঢুকলো।]

বিশ্ব। আর কতবার বল্‌তে হবে যে আমাকে অন্য একটা ফ্ল্যাট দিন?

ক্ষেত্র। আপনি তো অনেকবার বল্‌ছেন। কিন্তু ডবল ঘরওয়ালা ফ্ল্যাট আর পাই কোথায়?

বিশ্ব। তা' হলে আপনি চান—আমরা পাগল হয়ে ছোটাছুটি করি?

ক্ষেত্র। কিন্তু আপনার এমন কি অসুবিধে হচ্ছে?

বিশ্ব। বারো নম্বরে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মাতাল। মদ খেয়ে মারামারি সুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার।

নগেন। কিন্তু ভবানন্দ মজুমদার—এই দেখুন—[খাতা খুলে] আন্তর্জ্জাতিক চরিত্র গঠন গোষ্ঠির কর্ম্মকর্ত্তা। আর তাঁর স্ত্রী, এই যে—মহিলা জ্ঞানদায়িনী সমিতির সভানেত্রী।

বিশ্ব। তোমাদের মাথা! আর ঐ এগারো নম্বরে?

নগেন। এই যে, রঞ্জিত,—স্ত্রী অজন্তা গুহ,—তাঁর আবার হৃদরোগ।

বিশ্ব। হৃদরোগ না, নৃত্য রোগ? সারা রাত ধরে দুম্‌ দুম্‌ নাচ। হৃদরোগ তো আমাদেরই হচ্ছে!

ক্ষেত্র। নাচ! [নগেনকে] নগেন, নাচ কিসের?

নগেন। আজ্ঞে—হ্যাঁ নাচ। মানে, এই যে—মিসেস্‌ অজন্তা গুহ, আন্তর্জ্জাতিক নৃত্যকলা কুঞ্জের সম্পাদিকা।

বিশ্ব। [ক্রুদ্ধকণ্ঠে] থাক্‌ থাক্‌। যত আন্তর্জ্জাতিক জ্বালাতনগুলো

আমার ফ্ল্যাটের পাশেই জড়ো করেছ! কিন্তু ওদের ঘরে কি টেলিফোন নেই? দিনেরাতে আমাকেই এসে জ্বালাতন করে!

ক্ষেত্র। টেলিফোন ছিল। কিন্তু লাইন বোধ হয় ওঁরাই খারাপ করে ফেলেছেন। তবে আপনার আর অসুবিধে হবে না। ওঁরা এই পনেরো নম্বরের টেলিফোনটাই ব্যবহার করবেন। [নগেনকে] তাঁদের বলে দিয়েছিস্?

নগেন। অনেকক্ষণ! সকলের উপকার করতেই তো আমি আছি!

ক্ষেত্র। আচ্ছা। আমি তবে এদিক্ ওদিক্ একটু ঘুরে দেখি!

[ক্ষেত্র চলে গেলে, নগেন বিশ্বনাথের অতি নিকটে এসে দাঁড়ালো।]

নগেন। [চুপি চুপি] বুঝ্লেন?

বিশ্ব। কি বুঝ্লাম?

নগেন। না বুঝে থাকেন তো আমার বলা উচিত নয়। তবে লোকের উপকার না করে যে থাক্তে পারিনে।

বিশ্ব। কি উপকারটা আমার করতে চাও শুনি?

নগেন। মিষ্টার লণ্ডনের আসল নাম হচ্ছে দেবশঙ্কর।

বিশ্ব। আজ সকালে তার মুখেই সেটা শুনেছি।

নগেন। লোকটা সৎ। মানে অমন ভাল লোক হয় না। বিশ্বাস করতে হয় তো ঐ রকম লোককেই বিশ্বাস করা উচিত। তবে বিশ্বাস করে যে আপনার মঙ্গল হবে না, তা নিশ্চয়ই!

বিশ্ব। [সন্দিগ্ধভাবে] যা বল্তে চাও, একটু খুলেই বলো না হে!

নগেন। লোকটা মানে বেশীদিন জেলের বাইরে থাক্বে না। খুব সৎ লোক কিনা!

বিশ্ব। বটে!

নগেন। হ্যাঁ, ওঁর পিছনে গোয়েন্দা ঘুরছে। মানে আন্তর্জ্জাতিক। তা ঘুরুক গোয়েন্দা, কিন্তু উনি আবার আপনাদের পেছনে ঘুরছেন কিনা! মানে আপনারাও যে জড়ালেন!

বিশ্ব। বলো কি হে নগেন?

নগেন। হ্যাঁ। তাইতো বল্‌ছি, ঘরের তেরো নম্বরটা বদ্‌লে ফেলুন। যত বিপদ আপদ, সব ঐ তেরো নম্বরের জন্যে। এমনকি ঐ মাতাল, নাচ, সব ঐ নম্বরের জন্যে!

বিশ্ব। নম্বরটা তো তুমিই দিছ্‌লে!

নগেন। তখন ঠিক খেয়াল হয় নি! এই ফ্ল্যাটের নম্বরটাই বরং আপনার ফ্ল্যাটে লাগিয়ে দিই।

বিশ্ব। নম্বর বদ্‌লালে পৃথিবী বদ্‌লাবে?

নগেন। আজ্ঞে—সুর পাল্‌টাবে। তেরো নম্বরটা দাগী নম্বর!

বিশ্ব। [পকেট থেকে দু'টো টাকা বার করে দিয়ে] এই নাও!

নগেন। [টাকা পকেটে ফেলে] লোকের উপকার করতেই তো আমি আছি! আপনি নিশ্চয় জানবেন যে আপনার ফ্ল্যাটের নম্বর এখন পনেরো। চমৎকার শুভ নম্বর!

[নগেন চলে গেল দক্ষিণ দরজা দিয়ে। পিছনের ফ্ল্যাটে আবার হাসির ধুম। সেখেন থেকে ঘরে ঢুকলো অনিন্দ্য। বিশ্বনাথের দিকে দৃক্‌পাত না করে একটা চেয়ারে বস্‌লো ক্লান্তভাবে]

বিশ্ব। কি হে, চায়ের মজলিস্ শেষ হল! [অনিন্দ্য নীরব] ভারী যে ক্লান্ত! যুদ্ধ করে এলে নাকি?

অনি। চায়ের টেবিল আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধক্ষেত্র।

বিশ্ব। শত্রুটা কি শূন্যে?

অনি। না চেয়ারে। ছাব্বিশ বছর।

বিশ্ব। ছাব্বিশ বছর !!!

অনি। হ্যাঁ, দু দুটো ছাব্বিশ বছর।

বিশ্ব। ইয়ংম্যান ! মনে রেখো, সেই দুজনের একজন আমার মেয়ে।

অনি। আপনার মেয়ে না হলেও আর কারও হতো। কিন্তু তাতে আমার বিপদ একটুও কম্‌তো না। মুস্কিল হয়েছে, ওদের মধ্যে একজনকে আমার বেছে নিতেই হবে !

বিশ্ব। বটে ! কিন্তু সন্ধ্যার বেলায় তোমার বেছে নেওয়াটাই শেষ কথা নয়। আমি এখনও বর্ত্তমান।

অনি। তাতে আমার বা আপনার মেয়ের কিছুই যায় আসে না। মানে, আপনি থাক্‌লেও যা, না থাকলেও তাই।

বিশ্ব: বটে ?

অনি। হ্যাঁ। শুনে আপনি বোধ হয় একটু অবাক হলেন ?

বিশ্ব। [সক্রোধে] আমি কি হচ্ছি না হচ্ছি, তোমাকে ভাবতে হবে না। কিন্তু তোমরা কি ভাব পৃথিবীটা একটা খেলাঘর ?

অনি। মোটেই না। কিন্তু আপনি হয়তো ভাবেন, পৃথিবী একটা ফৌজদারী আদালত। তাও নয়। পৃথিবীটা হচ্ছে—বাপের উইল। চক্ষু না বুজে তো বাপেরা ছেলেদের দেখতে জানে না। তাই মরবার সময় উইল করে মরে।

বিশ্ব ! এ সব কথা আমি কস্মিনকালেও শুনিনি !

অনি। শোনেন্‌নি বলেই বুঝ্‌তে এত দেরী হচ্ছে। এসব শুধু কালো অক্ষরের প্যাঁচ,—ঐ বাপ-পিতামহের উইল। মানে,—সভ্যতা, শিক্ষা, ভদ্রতা, কর্ত্তব্য, সমাজ, আইন যত সব আজগুবি ব্যাপার। দেবশঙ্কর হলে আপনাকে বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দিতে পারতো।

বিশ্ব। তবে বিপদটা সৃষ্টি করেছে সেই হতভাগাটা ?

অনি। উহুঁ। বিপদ স্বষ্টি করেছে—ছাব্বিশ বছর। ছু' ছুটো ছাব্বিশ বছর!

বিশ্ব। বটে!

অনি। আবার তার ওপর বাপের উইল। প্রথমতঃ বিয়ে করতেই হবে। দ্বিতীয়তঃ লিলিকে! পুরুষ হয়ে জন্মেছি, নিশ্চয়ই একটা স্ত্রীলোককেই বিয়ে করতে হবে। কিন্তু লিলিকে?

বিশ্ব। বটে! কিন্তু লিলিকেই বা নয় কেন? যে কোনও স্ত্রীলোকের নামই তো লিলি হতে পারে?

অনি। [সচমকে] কি বললেন?

বিশ্ব। লিলি তো যার তার নাম হতে পারে?

অনি। হ্যাঁ পারে! নিশ্চয়ই পারে!! আর উইলে যখন লিলির পরিচয়ের উল্লেখ নেই, তখন যে কেউ খুসী লিলি হতে পারে। তাইতো এটা আমার মাথায় আসে নি! [কাছে গিয়ে গাল পেতে দিয়ে] পারেন, আমার গালে একটা থাপ্পড় মারতে পারেন?

বিশ্ব। [সবিস্ময়ে] তোমার গালে—কি বল্লে?

অনি। থাপ্পড়! মানে খুব কষে একটা চড়। লজ্জা করবেন না। মারুন, শিগ্‌গির মারুন। [বিশ্বনাথের দিকে অগ্রসর হল।]

বিশ্ব। [পিছিয়ে] এরকম প্রস্তাব আমি বাপের জন্মেও শুনিনি।

অনি। কারণ আপনার বাপের জন্মে আপনি জন্মেছিলেন! যদি সন্ধ্যা জন্মাতো, তবে আর বিলম্ব হত না। গাল পেতে আর অপেক্ষা করতে হত না!

[পিছনের দরজা দিয়ে লিলি ঘরে ঢুকলো]

লিলি। অনিন্দ্য!

অনিন্দ্য। হাজির!

লিলি। তুমি এত দেরী করছো কেন?

অনিন্দ্য। শুধু গালে হাত বুলোবার মত সময়টুকু, লিলি!

লিলি। তুমি এখনও পালিয়ে বেড়াবে? দেবশঙ্কর কোথায়?

অনি। সে পালিয়েছে বুঝি।

লিলি। [সক্রোধে] ঠাট্টা নয় অনিন্দ্য! আর সন্ধ্যা কোথায়?

অনি। অ্যাঁ, সেও! কিন্তু একসঙ্গে দেবশঙ্কর আর সন্ধ্যা,—না—না, সে ভাল কথা নয় লিলি!

লিলি। গল্প করতে করতে শুধু এক মিনিটের জন্যে চোখ বুঁজেছি। অম্নি সমস্ত ঘর ফাঁকা!

অনি। ফাঁকা! সমস্ত ঘর ফাঁকা! মানে সব ফাঁকা! দেবশঙ্কর আর সন্ধ্যার ফাঁকি—[রূঢ়কণ্ঠে] না, এ সব আমি সহ্য করবো না, লিলি। তুমি চোখ বুঁজেছিলে কেন, সেটা আমি জান্‌তে চাই!

বিশ্ব। [সভয়ে] আস্তে ইয়ংম্যান, আস্তে, আস্তে।

অনি। না, আস্তে নয়। সন্ধ্যাও নেই, দেবও নেই। মানে দুজনেই নেই। মানে দুজনেই গেছে। মানে দুজনে একসঙ্গে নেই। লিলির সব সময়ে চোখ চেয়ে থাকাই উচিত!

বিশ্ব। [সভয়ে] আস্তে ইয়ংম্যান, আস্তে, আস্তে।

লিলি। [ওষ্ঠাধর দংশন করে] আবার বলো।

অনি। আবার বলো মানে? একি আমি বল্‌ছি! বলছেন উনি! তোমার মনে থাকা উচিত যে পৃথিবীটা খেলাঘর নয়, ফৌজদারী আদালত। ঐ উনি বলেছেন।

[বাম দরজা দিয়ে প্রস্থান]

লিলি। [সক্রোধে বিশ্বনাথকে] ফৌজদারী আদালত?

বিশ্ব। [ব্যস্ত হয়ে] না—না, এসব আমি বলেছি না কি?

লিলি। নিশ্চয়ই বলেছেন। গল্প করতে করতে ঘুম পেলে, একটু চোখ বুঁজবো না?

বিশ্ব। নিশ্চয়ই বুঁজবে। একশ' বার বুঁজবে।

লিলি। তবে! অন্যে তার সুযোগ নেবে? সন্ধ্যাকে বিশ্বাস নেই। কিন্তু দেবও আমার সঙ্গে প্রতারণা করলো?

বিশ্ব। তাই তো—ব্যাপারটা জটীল!

লিলি। মোটেই না। শুধু অনিন্দ্যের বাবার উইলের জন্যে, নৈলে অনিন্দ্য অনিন্দ্য করে আমাকে মরতে হ'ত না! দেবও আমাকে ফাঁকি দিতে পারতো না! উঃ আমার কান্না পাচ্ছে—

বিশ্ব। [খুব ব্যস্ত হয়ে] কি পাচ্ছে?

লিলি। কান্না! সে তো অনিন্দ্য হতে পারতো!

বিশ্ব। পারতো। নিশ্চয়ই পারতো। শুধু তো নাম। পালটে নিলেই পারতো!

লিলি। [অবাক হয়ে] ঠিক বলেছেন তো এটা আমার মাথায় আসেনি। আপনি কখনও কাউকে চড় মেরেছেন?

বিশ্ব। [সবিস্ময়ে] আমি?

লিলি। বুঝেছি,—মারেন নি। অর্থাৎ সে রকম নয়! কিন্তু আমি মেরেছি। তারপর থেকেই আমার মধ্যে কি যেন একটা ওলট্ পালট হয়ে গেছে। মধ্যে মধ্যে হাতটা নিস্‌পিস্ করে ওঠে। অথচ অনিন্দ্যটা পালিয়ে বেড়াচ্ছে!

বিশ্ব। তার সাহস তো কম নয়!

লিলি। আর একটা কথা!

বিশ্ব। [হতাশ ভাবে] আবার একটা?

লিলি। হ্যাঁ। বিয়ে হওয়ার পর আপনার স্ত্রী আপনাকে কি করতো?

বিশ্ব। [বিস্ফারিত নেত্রে] এসব—এসব আমাকে মনে করে বল্‌তে হবে?

লিলি। সব নয়। শুধু একটা। আপনাকে ভালবাস্‌তো?

বিশ্ব। [ক্রোধ সম্বরণ করে] সেটা, হুঁ, তিনি বেঁচে থাক্‌লে বল্‌তে পারতেন।

লিলি। [বিশ্বনাথের দিকে চেয়ে] বোধ হয় বাস্‌তো না। [বিশ্বনাথ ক্রুদ্ধ] হুঁ, নিশ্চয়ই অন্য কাউকে বাস্‌তো [বিশ্বনাথ আরও ক্রুদ্ধ] বিয়ের পর অনিন্দ্যকে আমি মোটেই ভালবাস্‌তে পারবো না!

বিশ্ব। এসব আমি বাপের জন্মেও শুনিনি!

লিলি। [চিন্তিত ভাবে] কিন্তু দেবশঙ্কর সম্বন্ধে বলা যায় না।

বিশ্ব। এসবও আমাকে শুন্‌তে হবে বোধ হয়?

লিলি। হ্যাঁ। কারণ আপনিই বল্‌ছেন, দেবশঙ্কর অনিন্দ্য হতে পারে।

বিশ্ব। [বাধা দিয়ে] বলেছি—মানে—

লিলি। [বাধা দিয়ে] মানে না থাক্‌লেও কাজটা খুব সহজ। আর আমি যখন স্ত্রীলোক। একটা পুরুষকেই তো বিয়ে করতে হবে। নৈলে স্ত্রীলোক হয়ে জন্মাতাম না নিশ্চয়ই!

বিশ্ব। কথাটা ভাববার মত।

লিলি। কিন্তু এখন দেবশঙ্কর, না অনিন্দ্য?

বিশ্ব। কিন্তু মোটে দু'জন?

লিলি। দু'জন ছাড়া আর তৃতীয় ব্যক্তি কই?

বিশ্ব। ঠিক! তৃতীয় লোক কেউ নেই তো?

লিলি। [সহসা অবাক হয়ে বিশ্বনাথের দিকে চেয়ে] ও, আপনা আপনি কথা বল্‌ছেন?

বিশ্ব। [সচমকে লিলির দিকে চেয়ে এক পা পিছিয়ে] আপনার কথা বল্‌ছি !!!

লিলি। তা বলুন। কিন্তু—

বিশ্ব। [বাধা দিয়ে] থামো! আমার কথা আমি মোটেই বলিনি!

লিলি। আপনি মিছেই লজ্জা পাচ্ছেন। আমি—

বিশ্ব। লজ্জা পাচ্ছি!

লিলি। আপনার টাকা আছে। কিন্তু আপনাকে—

বিশ্ব। [সক্রোধে] থাক্। আমি আর কোনো কথা শুন্‌তে চাই নে! [প্রস্থানোদ্যত!]

লিলি। [সম্মুখে এসে বাধা দিয়ে] কিন্তু আপনাকে শুন্‌তেই হবে। আপনার জন্যে আমি সত্যিই দুঃখিত। আপনাকে বিয়ে করা আমার পক্ষে অসম্ভব!

বিশ্ব। এ রকম কাণ্ড আমি জন্মেও দেখিনি!

লিলি। কিন্তু আপনি বলেছেন দেবশঙ্কর অনিন্দ্য হতে পারে। তবে সে তা হবে না কেন? কিন্তু সে যদি অনিন্দ্য হতে না চায়! না, আমি আর ভাবতে পাচ্ছিনে।

বিশ্ব। [চাপা ক্রোধের সঙ্গে] যা' অভাবনীয় তা' না ভাবাই ভাল!

লিলি। আপনি শুধু আপনার কথাই ভাবছেন। কিন্তু এবার আমার সত্যিই কান্না পাচ্ছে। [ক্রন্দন]

বিশ্ব। [অভিভূত হয়ে] কী মুস্‌কিল! একটু সাহস করো মিস্।— ছি-ছি কাঁদে না। [লিলির দ্বিগুণ ক্রন্দন। বিশ্বনাথ কাছে গিয়ে

মাথায় হাত চাপড়াতে চাপড়াতে] কাঁদে না—মিস্। কাঁদে না, ছি, কাঁদে না!

[এই সময় সন্ধ্যা ও দেবশঙ্কর বাম দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলো]

সন্ধ্যা। [সক্রোধে] বাবা!

বিশ্ব। [সহাস্যে] এই যে সন্ধ্যা, আমাদের মিস্ আমেরিকা বড়ই দুঃখ পেয়েছেন। [সন্ধ্যা ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে শুধু চেয়ে রইল] একি! তুমি হঠাৎ রেগে গেলে কেন?

সন্ধ্যা। [সক্ষোভে] ছাব্বিশ বছরের পরেও—আমাকে হয়তো অনেক দিন বাঁচতে হবে বাবা!

বিশ্ব। বেশতো! এতে কোন বাবাই আপত্তি করবে না, বরং খুসী হবে।

সন্ধ্যা। [আদেশের সুরে] তুমি আমার সঙ্গে এসো!—

বিশ্ব। যাচ্ছি। কিন্তু বিচিত্র ভবনের ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হচ্ছে, একবার আমেরিকা গেলে হয় না? পেনাল, সিভিল আর ক্রিমিনাল, —শুধু তিনটে কোডে কিছুই হচ্ছে না। আমেরিকা ঘুরে এসে আমি এমন কোড বানাতে পারি, যাতে একটা লোকও জেলের বাইরে থাকবে না। এই দেশে অপদার্থ আর অনভিজ্ঞ লোক একটাও থাকবে না।

সন্ধ্যা। কিন্তু আমেরিকাতে যেতে তোমাকে আমি দেব না!

বিশ্ব। আমার আন্তর্জ্জাতিক যশ হবে সন্ধ্যা।

সন্ধ্যা। আর আমরা পথে বস্‌বো। সেখানে লক্ষ লক্ষ মিস্ আমেরিকা আছে।

বিশ্ব। [সবিস্ময়ে] আমি,—আমার মেয়ে হবে তুমি আমাকে একথা বলতে পারলে?

সন্ধ্যা। প্রয়োজন হলে তুমিও বলতে। তোমার বাবার টাকা-কড়ির এক পয়সাও তুমি ছাড়নি। তুমি এসো, তোমাকে ঠাণ্ডা চা খেতে হবে!

বিশ্ব। [দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে] তোমার মা থাকলে আমি তাকে একবার দেখে নিতাম! চলো—

[বিশ্বনাথকে নিয়ে সন্ধ্যা পিছনের দরজা দিয়ে চলে গেল]

দেব। অনিন্দ্য কোথায়?

লিলি। জানিনে।

দেব। তার ওপর অত রাগ কেন?

লিলি। তার ওপর অনুরাগও আমার ছিল না।

দেব। তবে চায়ের আসর আর একবার জমানো যাক?

লিলি। একবার তো ইনি গেল।

দেব। দু'বারে আপত্তি কি। হাতের কাছে অনেকগুলো পুরুষ-গাল থাকবে। [চুপি চুপি] অনিন্দ্যও আছে ওখেনে!—

লিলি [মুখ ফিরিয়ে] আমি অনিন্দ্যকে চাইনে।

দেব। [চুপি চুপি] তার বাপের সম্পত্তিটা তো চাই। [লিলির মৃদু হাস্য] কি, মনের কথা ঠিক বলিনি।

লিলি। [কম্পিত কণ্ঠে] আমার মনের কথা সব বুঝতে পারেন?

দেব। স্ত্রীলোকের মন—ফুলের মত চুপি চুপি ফুটে থাকে। পুরুষের দৃষ্টি দিয়ে চাইতে লজ্জা হয়। তবে আপনার কথায়, আমার মনও নড়ে-চড়ে বসে! [লিলি ভ্রুকুঞ্চিত করলো] মানে সাড়া দ্যায়!

লিলি। [হাত ধরে] চলুন!

দেব। [আস্তে হাত ছাড়িয়ে] চ—লুন!

[পিছনের দরজা দিয়ে তারা দু'জনে চলে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকলো রঞ্জিতকে নিয়ে নগেন দক্ষিণ দরজা দিয়ে।]

রঞ্জিত। [গোটা দুয়েক টাকা দিয়ে] নাও।—আমার ফ্ল্যাটের নম্বরটা বদ্‌লে দিয়েছ তো ?

নগেন। এই ফ্ল্যাটের নম্বরটাই এখন আপনার।

রঞ্জিত। পনেরো ?

নগেন। নিশ্চয়ই পনেরো। আপনার স্ত্রী যখন—এই নম্বরটাই পছন্দ করলেন—

রঞ্জিত। [ইতিমধ্যে টেলিফোন তুলে নিয়ে হুক্‌টা চেপে] হ্যাঁ, ডাক্তারের টেলিফোন নম্বরটা ?

নগেন। ডাক্তার—, নম্বরটা পেটে আস্‌ছে, মুখে আস্‌ছে না।

রঞ্জিত। [গোটা দুয়েক টাকা দিয়ে] ডাক্তার বিলি বোস ?

নগেন। ঠিক !—নম্বরটাও এবার মনে পড়েছে। পকেটের সঙ্গে স্মরণ-শক্তির যেন একটা নাড়ীর টান আছে ! পার্ক ২৩৩ ৬৬৭। বিলি বোস। মানে, বিধুলোচন বোস্।—

[নগেন দক্ষিণ দরজা দিয়ে চলে গেল।]

রঞ্জিত। পার্ক ২৩৩৬৬৭। কে, ডাক্তার বিলি বোস্ ? হ্যাঁ,—খুব জরুরী কল। রোগিনী আমার স্ত্রী। দুর্বল হৃদয়।—নাচ্‌তে গিয়ে হৃদয়ে আঘাত লেগেছে। জখম ? হ্যাঁ, পা দুটোও জখম হয়েছে। পনেরো নম্বর ফ্ল্যাট, বিচিত্র ভবন। আচ্ছা, নমস্কার।

[টেলিফোন রেখে বাম দরজা দিয়ে রঞ্জিত চলে গেল। দক্ষিণ দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলো ভবানন্দকে নিয়ে নগেন।]

নগেন। এখন থেকে এই টেলিফোনটাই ব্যবহার করবেন।

ভবা। [গোটা দুয়েক টাকা দিয়ে] আমার ফ্ল্যাটের নম্বরটা—

নগেন। [বাধা দিয়ে] হ্যাঁ—বদ্‌লে দিয়েছি। ঠিক যে নম্বরটা চেয়েছেন। পনেরো।

ভবা। চোদ্দ নম্বরটা আমি দুচক্ষে দেখতে পারিনে।—ঠিক ঐ তারিখে আমাদের বিয়ে হয়েছিল। তখন আমি প্লেনে করে পালাচ্ছি—টোকিও থেকে বোগ্‌দাদ। রেবা আমার গলা টিপে ধরলো। কি করবো। সেই প্লেনের মধ্যেই বিয়ে করতে হল!

নগেন। বিয়েটা যখন আকাশে হয়েছে, তখন সারাজীবন আপনাকে উড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে।

ভবা। কি নাম বল্লে যেন ?

নগেন। এই দেখুন! নামটা—পেটে আস্‌ছে, মুখে আস্‌ছে না!

ভবা। [গোটা দুয়েক টাকা দিয়ে] একটু তাড়াতাড়ি মনে করো।

নগেন হু, মনে পড়েছে! হাতের সঙ্গে মাথার যেন—কি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক! হাতে টাকা এলেই মাথা খোলে। হ্যা,—নামটা হচ্ছে, এইচ. সি. ল'। হৃদযচন্দ্র লাহা ছিল! এখন হাইকোর্ট ল বলে পরিচিত। জবর উকিল!

ভবা। পার্ক ৫৭৬৬৩ ?

নগেন। হ্যাঁ পার্ক। আচ্ছা, দরকার হলেই আবার খবর দেবেন। আপনাদের উপকার করতেই তো আছি।

[নগেন দক্ষিণ দরজা দিয়ে চলে গেল। ভবানন্দ টেলিফোন তুলে নিল।]

ভবা। হ্যালো। পার্ক ৫৭৬৬৩। [একমুহূর্ত্ত পরে] কে, হাইকোর্ট—মিষ্টার হাইকোর্ট ল ? আমি দ্বিতীয় পক্ষের নামে উইল করবো। খুব জরুরী উইল। না, না, দ্বিতীয় পক্ষ এখনও হয়নি। আপনি বুঝলেন না। যদি দ্বিতীয় পক্ষের নামে উইল করি, প্রথম পক্ষ নিশ্চয়ই ডাইভোর্স করবে। তখন আবার বিয়ে করবো। আবার দ্বিতীয়

পক্ষকে বিয়ে করেই তৃতীয় পক্ষের নামে উইল করবো। তাহলে দ্বিতীয় পক্ষও আর বেশী দিন থাক্‌বেন না। তখন তৃতীয় পক্ষকে বিয়ে করবো! তারপর—অ্যাঁ! এসব উইল হয় না? নিশ্চয়ই হয়, আপনি একবার আসুন। একশ' টাকা? তা হোক, আপনি আসুন। পনেরো নম্বর ফ্ল্যাট, বিচিত্র ভবন। আচ্ছা।

[ভবানন্দ বাম দরজা দিয়ে চলে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করলো পিছনের দরজা দিয়ে লিলি আর দেব।]

লিলি। বসুন!

দেব। বস্‌ছি। কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি বলুন! ভারী কৌতূহল হয়েছে।

লিলি। আপনারা—হাসি ঠাট্টা করছিলেন। আমার কিন্তু কান্না পাচ্ছিলো। আপনি তা বুঝতে পেরেছিলেন?

দেব। তা আর পারি নি! এই দেখুন, আমার পকেটে তিনখানা রুমাল।

লিলি। সন্ধ্যাকে আমার মোটেই ভাল লাগে না। সন্ধ্যার কথা আপনি ভুলে যান।

দেব। গেলাম! তারপর?

লিলি। শুধু আমার কথাটা একটু ভাবুন।

দেব। ও!—মানে, বুঝেছি। কিন্তু আপনার ব্যালেন্স?

লিলি। ব্যালেন্স! [অবাক হয়ে চেয়ে শেষে সক্ষোভে] টাকা! আপনি সত্যিকথা গুলো এমন করে বলেন কি করে?

দেব। বলতেই হয়। কারণ মিথ্যের সঙ্গে যে সর্ব্বদাই মুখোমুখি হয়ে থাকতে হয়!

লিলি। [মুগ্ধভাবে] আপনিই কিন্তু আমার মনের মত লোক।

দেব। তাই ভদ্রলোক নই। [পকেট থেকে একখানা রুমাল বাব করে] নিন্।

লিলি। [ধীরভাবে] প্রযোজন হবে না, পকেটে বেখে দিন।

দেব। [বিব্রত ভাবে] তাইতো! কিন্তু একটা গালে শিক্ষা হযেছে, আর একটা এগিযে দিতে ভবসা হচ্ছে না। নৈলে আপনাকে সত্যিই খুসী কবতে পাবতাম!

লিলি। [ভগ্নকণ্ঠে] এবার নয আমিই গাল এগিযে দিচ্ছি?

দেব। [পরাজিত হযে] বলুন।

লিলি। [ক্ষণেক চিন্তা করে নতমস্তকে] পরশু রাত্রে,—[ইতস্ততঃ করে] তখন কটা বাত হবে?

দেব। পরশু!—ও,—সেই বাত্রি একটা, ডুটোব কথা?

লিলি। আপনাব মনে আছে?

দেব। বলুন।

লিলি। আপনি তো জান্‌লা দিযে সব শুন্‌লেন! [মৃদু হাস্যেব সঙ্গে] অনিন্দ্যকে বলবো বলে মুখস্থ করছিলাম।

দেব। বলুন।

লিলি। আপনাব মনে আছে—[ইতস্ততঃ কবে] যা বল্‌ছিলাম?

দেব। সে তো আপনাব মুখস্থই আছে!

লিলি। হ্যা। বলছিলাম—[হঠাৎ থেমে মাথা নীচু কবে বৈল।]

দেব। কালো অক্ষরগুলো বাধা দিচ্ছে?—আপনি নির্ভযে বলে যান। এখেনে আছে কে? শুধু আপনি আর আমি!

লিলি। [অন্যদিকে মুখ করে] বলছিলাম—[একটু আবেগেব সঙ্গে] তোমাকে ভালবাসি। সে আমার নিশ্চয়ই অপরাধ নয়। ভালবাসা তোমার পিছন পিছন ছুটছে! ফিরে চাও, আমাকে বাঁচাও।

আমাকে তুমি গ্রহণ করো। আমি—আমি তোমাকে ভালবাসি! [থেমে মাথা নীচু করে] আর মনে পড়ছে না!

দেব। তা না পড়ুক। ঐ টুকুই যথেষ্ট!

লিলি। [মুখ তুলে অন্যদিকে চেয়ে] ঐ কথাগুলো যদি—যদি আপনাকে বলি?

দেব। বলুন।

লিলি। [দেবের দিকে চেয়ে] বল্লাম তো!

দেব। বেশ।

লিলি। [ঠোঁট ফুলিয়ে] শুধু বেশ?

দেব। বেশ তো, খুব বেশ।

লিলি। [কম্পিত কণ্ঠে] শুধু খুব বেশ?

দেব। হ্যাঁ—নিশ্চয়ই। মানে, অপূর্ব্ব!

লিলি। অপূর্ব্ব কি! আপনি শুন্‌লেন, এবার উত্তর দিন?

দেব। [সচমকে] অ্যাঁ!

লিলি। উত্তর দেবেন না?

দেব। আমি! [তৎক্ষণাৎ সমস্ত ব্যাপারটা যেন বুঝতে পেরে] অর্থাৎ আপনি বুঝি আমাকে বল্‌লেন?

লিলি। [কাঁদো কাঁদো ভাবে] আপনি কিছুই বুঝছেন না!

দেব। [তাড়াতাড়ি] বুঝেছি, বুঝেছি। মানে, আপনি আমাকে ভালবাসেন—আর আমি, মানে নিষ্ঠুর?

লিলি। [প্রায় ক্রন্দনের মত] আপনি সব বোঝেন তবুও—

দেব। [তাড়াতাড়ি হাতে একটা রুমাল গুঁজে দিয়ে] এই নিন। সবটা পরিষ্কার বুঝে নিয়েছি। আপনি আমার পেছন পেছন

ছুটছেন, আর আমিও ছুটছি। অর্থাৎ আমিও ছুটছি, আপনিও ছুটছেন! ভালবাসার রেস?

লিলি। হ্যাঁ! কিন্তু উত্তর তো একটা দেবেন! [দেব নীরব] আপনি চুপ করে আছেন! এবার কিন্তু সত্যি আমার কান্না পাচ্ছে! বলুন!

দেব। [এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করে হঠাৎ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে] ভালবাসা, প্রণয় এসব শুধু কাব্যের কথা! কালো অক্ষরের ফাঁদ। আসল জিনিষ হচ্ছে—টাকা।

লিলি। টাকাও তো রয়েছে। অনিন্দ্যর সঙ্গে বিয়ে হলে তার সমস্ত সম্পত্তি আমারই হবে।

দেব। সেখেনে অনিন্দ্য আর আপনার মধ্যে আমার স্থান কোথায়? আমি—

লিলি। [বাধা দিয়ে হঠাৎ হাত চেপে ধরে] আপনি—অনিন্দ্য হোন্!

দেব। [হাতটা আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে] আমি অনিন্দ্য হব।

লিলি। শুধু নামটা বদ্‌লে নিলেই তো হল!

দেব। [অবাক হয়ে চেয়ে পরে] বুঝলাম। আমার নাম হবে অনিন্দ্য সুন্দর রায়। তারপর অনিন্দ্যর যা কিছু আছে বিক্রী সিক্রী করে একেবারে আমেরিকায়। তখন আপনি মিস আমেরিকা আর আমি মিষ্টার লণ্ডন। কিন্তু এ আরব্য উপন্যাস কি সম্ভব?

লিলি। সে আমিই সম্ভব করে নেব। অনিন্দ্যের কেউ নেই। আমার বাবা, তিনিও বাতে পঙ্গু। খবরদারি করতে শুধু আমি একা! আপনি রাজী?

দেব। [লিলিকে আপাদমস্তক লক্ষ্য করে] আপত্তি কি?

লিলি। [আবার তার হাত ধরে] এবার সত্যিই একটু কাঁদবো।

দেব। [পুনরায় আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে] আমিও।

[উভয়ের দিকে চেয়ে উভয়ের ক্রন্দন। ডাক্তার বিলি বোসকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুক্‌লো একজন চাকর, দক্ষিণ দরজা দিয়ে।]

চাকর। এই সেই পনেরো নম্বর ফ্ল্যাট।

[চাকর নিঃশব্দে বার হ'য়ে গেল।]

বিলি। আপনাদের ছু'জনের চোখেই কান্না! ফ্রাক্‌চারটা কার?

দেব। [সবিস্ময়ে লাফিয়ে উঠে] ফ্রাক্‌চার?

বিলি। হ্যাঁ। নাচতে গিয়ে হৃদয়ে আঘাত লাগলো কার?

দেব। নাচতে গিয়ে! ও!—[লিলিকে দেখিয়ে] তা হলে এঁর! নাচতে গিয়ে পা মচকে গেছে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। তাই লোক না পেয়ে, আমাকে ধরেছেন!

বিলি। [অগ্রসর হয়ে লিলিকে] দেখি আপনার হার্টটা।

লিলি। কে আপনি?

বিলি। ডাক্তার।

লিলি। আমার হার্ট তো ঠিকই আছে!

বিলি। [দেবশঙ্করকে] তবে আপনার বুঝি? কি? হৃদয়ে আঘাত পেয়েছেন?

দেব। হৃদয়ে আঘাত? কিন্তু হৃদয় তো আমার নেই ডাক্তার। অর্থাৎ আঘাত পেয়ে পেয়ে পাষাণ হয়ে গেছে!

বিলি। তবে তামাসা করতে টেলিফোন করেছেন? দিন, আমার ভিজিট দিন।

দেব। সর্ব্বনাশ! ভিজিট! [লিলিকে] লিলি, তুমি চুপ করে আছ?

লিলি। আমি কেন ভিজিট দিতে যাব!

দেব। কিন্তু আমাকে দিতে হবে কেন, তা তো বুঝতে পাচ্ছি নে!

বিলি। তবে ভিজিটটা কে দেবে শুনি?

[এই সময় সন্ধ্যা ঘরে ঢুকলো পিছনের দরজা দিয়ে।]

সন্ধ্যা। একি, বিধু! তুমি!

বিলি। সন্ধ্যা!

দেব। যাক্। এতক্ষণে ভিজিট দেবার লোক পাওয়া গেল। আচ্ছা, আমি তবে একটু ঘুরে আসি।

লিলি। আমিও। চলো।

[দেব ও লিলি দক্ষিণ দরজা দিয়ে বার হয়ে গেল।]

বিলি। তবে, আমাকে টেলিফোন করেছিলে তুমি!

সন্ধ্যা। হ্যাঁ, অনেকবার। কিন্তু তুমি যে এত তাড়াতাড়ি আস্বে, তা আমি ভাবিই নি!

বিলি। তা' হলে হৃদয় বস্তুটা তোমারও আছে সন্ধ্যা? আর ফ্রাক্চারও হয়?

সন্ধ্যা। হৃদয়ের ধর্ম্মই ফ্রাক্চার হওয়া। কিন্তু একথার অর্থ?

বিলি। অর্থ যাই হোক, আমি ডাক্তার। ডাক্‌লেই—ভিজিট দিতে হয়! বিনিপয়সায় আলাপ করা আমাদের কাজ নয়!

[বিলি দক্ষিণ দরজার দিকে অগ্রসর হল। কিন্তু সন্ধ্যা ঘুরে গিয়ে তার হাত আকর্ষণ করলো।]

সন্ধ্যা। বিলি!

বিলি। কি বলতে চাও?

সন্ধ্যা। আট বছর আগে একদিন আমাকে যে কথা গুলো বলেছিলে, আজ একবার বলতে পার না ?

বিলি। না। সেই আট বছরের ইতিহাস খুব ছোট নয়। হাজার হাজার রোগী। তাদের মধ্যে প্রেমের বিষ খেয়ে আত্মহত্যার কেসও খুব কম ছিল না।

সন্ধ্যা। তোমার কথা শুনে বুঝলাম, আটবছরের পর আজও আমাকে ভালবাস। কিন্তু আজ যদি শুধু সাহস করে আমাকে বল্‌তে পার—

বিলি। [বাধা দিয়ে] না—

সন্ধ্যা। আমি উত্তর করতাম, তোমার ভালবাসা—আজ আর আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারবো না !

বিলি। [তারপরে অনেকক্ষণ চেয়ে] একটু দেরী করে ফেলেছ সন্ধ্যা ! মাত্র চার বছর ! আমি বিবাহিত। আর স্ত্রীর বাপের পয়সাতেই আজ আমার প্রতিষ্ঠা।

সন্ধ্যা। কিন্তু—[সহসা থেমে] তা হলে তোমার স্ত্রীকে নিয়ে তুমি সুখী ?

বিলি। অসুখী হবার অধিকার আমার নেই।

সন্ধ্যা। অর্থাৎ সুখী নও। [কাছে বসে] বিলি,—আত্মহত্যা কর্ব্বার অধিকার কারও নেই। আর আত্মহত্যা করবোই বা কেন ?

বিলি। [ইতস্ততঃ করে] কিন্তু বিবেক ? কর্ত্তব্য ?

সন্ধ্যা। নিজেকে মেরে ফেললে বিবেক বেঁচে থাকে না, কর্ত্তব্যও করা হয় না।

বিলি। আত্ম মর্য্যাদা ? সুনাম ?

সন্ধ্যা। পয়সা থাকলে অভাব হয় না।

বিলি। সভ্যতা, শিক্ষা, সমাজ ?

সন্ধ্যা। [মৃদু হেসে] বুঝেছি। আজ কালো অক্ষর ভূত হয়ে তোমাকে নাচাচ্ছে। একদিন ঐ অক্ষর গুলোই আমি যা চাইনি, তা চাইয়েছিল, যা ভাবিনি, তা বলিয়েছিল। তাই তোমাকে ফিরে যেতে হয়েছিল বিলি!

বিলি। [চঞ্চল হয়ে] তুমি কি বল্‌তে চাও, সন্ধ্যা?

সন্ধ্যা। যা তুমি বল্‌তে চাও, অথচ সাহস করছো না? [আরও কাছে এসে] এখন তুমি প্রচুর অর্থ করেছ!

বিলি। হ্যাঁ! বিচিত্র ভবনের এই ম্যানেজারের কারখানা থেকে। নকল ওষুধের আমি—

সন্ধ্যা। [বাধা দিয়ে] তা হোক, নকল মানুষের পৃথিবীতে সবই নকল। আমি শুধু ভাবছি ঐ টাকা নিয়ে তুমি কি করে সুখী হবে? পৃথিবী তো একটু জায়গা নয়! বেঁচে থাকবার জন্যে—কাছে হোক, দূরে হোক—অনেক জায়গা পড়ে আছে।

বিলি। [সাগ্রহে] সে রকম পৃথিবীতে তুমি যেতে রাজী আছ, সন্ধ্যা?

সন্ধ্যা। [অন্যদিকে চেয়ে] তোমার চেম্বারে আমি দেখা করবো।

বিলি। বেশ।—[দরজার দিকে পা বাড়িয়ে] Love never dies out!

সন্ধ্যা। [চম্‌কে] কি বল্‌লে।

বিলি। [ফিরে] প্রেমের মৃত্যু নেই—

সন্ধ্যা। [মাথা নেড়ে] হ্যাঁ, মানুষের মত অমর!

বিলি। কিন্তু সত্যি যেও সন্ধ্যা।—ভুলোনা যেন—

সন্ধ্যা। [বাধা দিয়ে] তোমার ভালবাসা তো? সে আমি নিশ্চয়ই ভুল্‌বো না! এ-সো।

[বিলি নীরবে মাথা নীচু করে দক্ষিণ দরজা দিয়ে বাহির হয়ে গেল। অনিন্দ্য ঘরে ঢুকলো ঝড়ের মত বাম দরজা দিয়ে।]

অনি। দেখুন, এ আপনার ভারী অন্যায়! [সন্ধ্যা বক্র হাসি—মাখা দৃষ্টিতে চেয়ে রৈল] শাড়ী পরিয়ে পুরুষ করেছেন। এখন একটা লিলির হাতে ছেড়ে দেবেন?

সন্ধ্যা। কেন? লিলি কি স্ত্রীলোক নয়?

অনি। খুব বেশী স্ত্রীলোক! আমার চাই স্ত্রীলোক—ঠিক পুরুষের মত!

সন্ধ্যা। সে কি পৃথিবীতে জন্মেছে, অনিন্দ্য?

অনি। কেন, আমার সামনেই রয়েছে!

সন্ধ্যা। পুরুষের মত! আমি!!

অনি। [সহসা কাছে এসে] আপনাকে লিলি হতে হবে!

সন্ধ্যা। লিলি হতে হবে!

অনি। হ্যাঁ। নৈলে বেঁচে থাকা আমার সম্ভব নয়।

সন্ধ্যা। কিন্তু আমি কি মরে গিয়ে লিলি হয়ে জন্মাবো?

অনি। না।—শুধু—নামটা পাল্টে নিতে হবে। আমার বাবা উইল করে গেছেন, লিলির সঙ্গে বিয়ে না হলে আমি তাঁর সম্পত্তি পাব না।—

সন্ধ্যা। কিন্তু—

অনি। কিন্তু নয়। আমার সঙ্গে বিয়ে হলে, আপনার নাম হবে লিলি রায়। তারপর সমস্ত সম্পত্তি যা আছে বিক্রী করে, একেবারে সাগর পার। আমেরিকায়।

সন্ধ্যা। [সবিস্ময়ে] তারপর?

অনি। তারপর আর কি? তখন আপনি মিস্ আমেরিকা, আমি মিষ্টার লণ্ডন।—তবে একটা কথা। চালাকী, চুরি, জোচ্চূরী,

ওগুলো সহজে আমার আসে না।—কিন্তু আপনাকে পেলে,—আপনার কাছেই একটু একটু করে শিখে নিতে পারবো।

সন্ধ্যা। চালাকী আর চুরী জোচ্চুরী ?

অনি। নিশ্চয়ই।

সন্ধ্যা। ওগুলো বুঝি আমার সহজেই আসে ?

অনি। ও সবে আপনি অদ্বিতীয়া !

সন্ধ্যা। শুনে আমার নিশ্চয়ই আনন্দ হচ্ছে, অনিন্দ্য ?

অনি। হবেই তো।—আর আপনি যে লিলি হতে পারেন, এটা আপনার বাবাই তো শিখিয়ে দিলেন। আপনি রাজী ?

সন্ধ্যা। যখন বাবার মত, তখন লিলিতো আমাকে হতেই হবে অনিন্দ্য। সন্ধ্যা নামটা তিনিই রেখেছিলেন !

অনি। এবার আপনি কিছু মনে করবেন না। আমি—প্রাণ খুলে হাসবো।—

[অনিন্দ্যর উচ্চ কণ্ঠে অত্যন্ত ও অনেক্ষণ ধরে হাসি। পরে ঢুক্‌লো দক্ষিণ দরজা দিয়ে চাকরেরর সঙ্গে এইচ সি ল'।]

চাকর। পনের নম্বর—এইটেই। [ঘর থেকে ফিরে চলে গেল।]

এইচ। [সন্ধ্যাকে দেখিয়ে অনিন্দ্যকে] ইনিই বুঝি ?

অনি। [অবাক হয়ে] আপনি কে ?

এইচ। আমিই হাই কোর্ট।

অনি। [অবাক হয়ে] হাই কোর্ট !

এইচ। হ্যাঁ। আমিই হাই কোর্ট ল'। উকীল।

অনি। উকীল ! [সন্ধ্যার দিকে একবার মাত্র চেয়ে, পরে] ও, আচ্ছা !

এইচ। [সন্ধ্যাকে দেখিয়া অনিন্দ্যকে] ঐটীই প্রথম পক্ষ ?

অনি। পক্ষ !!!—

এইচ। [বাধা দিয়ে] বুঝেছি। ও'র নামে উইল ?

অনি। উইল! হ্যা—তা—সত্যি ! উইলই তো!

এইচ। তা হলে প্রস্তাবটা হচ্ছে এখন বিয়ে নিয়ে ?

অনি। [সন্ধ্যাকে] আপনি তো সব ঠিক করেই রেখেছিলেন !

সন্ধ্যা। [সবিস্ময়ে] কিন্তু আমি—

এইচ। [বাধা দিয়ে] আপনি পরে কথা কইবেন। [অনিন্দ্যকে] এখন উইলের ব্যাপারটা বলুন।

অনি। আমার বাবার উইলের সর্ত্ত অনুযায়ী লিলিকে আমার বিয়ে কর্তে হবে। নৈলে তাঁর সম্পত্তি আমি পাব না। ইনিই এখন লিলি—

সন্ধ্যা। কিন্তু—

এইচ। [বাধা দিয়ে] আপনি পরে কথা কইবেন। [অনিন্দ্যকে] আপনার প্রথম পক্ষ কোথায় ?

অনি। প্রথম !—কিন্তু এইতো এক পক্ষ !

এইচ। বটে ! আমি অন্যরকম শুনেছিলাম। আচ্ছা, উইলটা দেখি।

অনি। আমার কাছে নেই ! আমি এখুনি এনে দিচ্ছি।

[প্রস্থানোদ্যম]

এইচ। দাঁড়ান। আপনার নাম ?

অনি। অনিন্দ্য সুন্দর রায়।

এইচ। আচ্ছা, যান। উইলটা নিয়ে আসুন।

[দক্ষিণ দরজা দিয়ে অনিন্দ্য দ্রুত চলে গেল।]

সন্ধ্যা। আপনাকে কে ডেকেছে ?

এইচ। আপনার স্বামী !

সন্ধ্যা। [সক্রোধে] আমার স্বামী !

এইচ। হঁ্যা। তখন তাই শুনেছিলাম। এখন দেখ্‌ছি বিয়েটা বাঁকি আছে।

সন্ধ্যা। অনিন্দ্যকে সুখ্যাতি না করে পারছিনে !—আচ্ছা, আপনি ততক্ষণ—উইলটা পড়ুন। আমি একটা সাক্ষী ধরে আনি।—

[সন্ধ্যা মৃদু হেসে বাম দরজা দিয়ে বাহির হয়ে গেল। এইচ সি ল একটা চেয়ারে বস্‌লো। কয়েক সেকেণ্ড পরে দক্ষিণ দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলো দেব ও লিলি।]

লিলি। আপনিও বুঝি পালিয়ে বেড়াবেন ?

এইচ। আপনারা আবার কে ?

দেব। অচেনা বলে মনে করবেন। কিন্তু আপনি কে ?

এইচ। আমি হাইকোর্ট।

দেব। হাইকোর্ট ! মানে, রসিকতা করছেন ?

এইচ। আমি উকীল !

লিলি। [সভয়ে] উকীল কেন ?

দেব। তাইতো, কেন !—

লিলি। কিন্তু ইনি যখন উকীল, আমরা এঁর সাহায্য নিতে পারি। [ভয়ে ভয়ে] আপনি আমাদের সাহায্য করবেন ?

এইচ। ঐটাই আমাদের ব্যবসা। কিন্তু আপনাদের পরিচয় ?

লিলি। আমার নাম লিলি।—

এইচ। [সচমকে] লি-লি' ! বটে !—বটে !—তারপর ওঁর ?

লিলি। অনিন্দ্য সুন্দর রায়।

এইচ। [ধীরে উচ্চারণ] অনিন্দ্য সুন্দর রায়।—বটে !—এবার আপনাদের মোকর্দ্দমাটা কি ?

লিলি। মোকর্দ্দমা নয়। এঁর বাপের উইল।

এইচ। ওঁর! বটে! তারপর?

লিলি। এঁর বাবা উইল করে গেছেন, ওঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হলে তবে সমস্ত সম্পত্তি উনি পাবেন। তাই আমাদের বিয়ে হবে।

এইচ। একেবারে অবিকল মিলে যাচ্ছে! তা হলে আপনারা ও স্বামী-স্ত্রী?

দেব। [বাধা দিয়ে] কিন্তু আমি—

এইচ। [বাধা দিয়ে] থাক্। আপনার কথা পরে শুনবো। [লিলিকে] বিয়েটাই এখন বাকি?

দেব। কিন্তু আমার কথাটা—

এইচ। [বাধা দিয়ে] বলেছি তো, পরে শুনবো। [লিলিকে] উইলটা আছে?

লিলি। একটা কপি আছে। এখুনি নিয়ে আস্‌ছি!

[লিলি দ্রুত দক্ষিণ দরজা দিয়ে চলে গেল।]

দেব। আমার কথাটা তা'হলে আগে শুন্‌বেন না?

এইচ। বাজে কথা আমরা শুনি নে।

দেব। বেশ।

[দেবশঙ্কর চেয়ারে বসে খবরের কাগজখানা তুলে নিল অন্যমনস্ক ভাবে, উলটো করে ধরে।]

এইচ। [ক্ষণপরে] কাগজখানা পড়ছেন?

দেব। নিশ্চয়ই?

এইচ। কিন্তু উলটো করে ধরেছেন!

দেব। নিশ্চয়ই।

এইট। তবু বলছেন যে পড়ছেন?

দেব। নিশ্চয়ই।

এইচ। তা হলে আপনার সব কিছুই উলটো? পড়ার ধারাটাও?

দেব। হ্যাঁ, অন্তত পড়াটা। কারণ কাগজে যা বেরোয় সব উলটো খবর। উলটে নিলে সোজা হয়!

(সন্ধ্যা ঘরে ঢুকলো দক্ষিণ দরজা দিয়ে।)

সন্ধ্যা। আমি তোমাকে খুঁজছি! একবার বাইরে এস।

এইচ। [বাধা দিয়ে] মাপ কর্বেন। আপনার নাম লিলি?

সন্ধ্যা। [ক্রুদ্ধ কণ্ঠে] হ্যাঁ, লিলি।

(অনিন্দ্য প্রবেশ করলো দক্ষিণ দরজা দিয়ে)

অনি। [উকিলের হাতে উইল দিয়ে] এই দেখুন।

এইচ। আপনার নাম—

অনি। [বাধা দিয়ে] অনিন্দ্য সুন্দর রায়।

(লিলি প্রবেশ করলো দক্ষিণ দরজা দিয়ে।)

লিলি। [উকিলের হাতে উইল দিতে গিয়ে চমকে দাঁড়ালো। উকিল হাত থেকে একরকম উইলটা কেড়েই নিল।] ওঃ!

এইচ। আপনার নাম?

লিলি। লিলি।

এইচ। লিলি! [সন্ধ্যাকে] আপনার নাম ও?

সন্ধ্যা। [বাধা দিয়ে] হ্যাঁ, লিলি।

লিলি। [বিস্ময়ে ও ক্রোধে] কি!!

এইচ। থামুন। [দেবকে] আপনার নামটা ও—

দেব। [বাধা দিয়ে] হ্যাঁ, অনিন্দ্য সুন্দর রায়।

অনি। [সচমকে] অ্যাঁ!!

এইচ। এখন আমার ফিস্‌টা দেবে কোন অনিন্দ্য সুন্দর?

অনি। কিন্তু—

এইচ। [বাধা দিয়ে] আগে ফিস্। বেশী নয়, একশ'।

অনি। [লিলির ভ্যানিটী ব্যাগ টা টেনে নিয়ে] আমি একশ' টাকা নিলাম, লিলি! [টাকা এইচকে দিয়ে] বলুন!

এইচ। [উইলে চোখ বুলিয়ে] খুব ছোট উইল! [পাঠে মনোসংযোগ]

লিলি। আমার কান্না পাচ্ছে!

অনি। [ক্রুদ্ধ কণ্ঠে] কাঁদতে হবে না। তোমার একশ', আমি বিয়ের পরেই শোধ দিয়ে দেব।

লিলি। তুমি বিয়ে করবে?

অনি। নিশ্চয়ই। [সন্ধ্যাকে দেখিয়ে] এই লিলিকে।

লিলি। [ভগ্ন কণ্ঠে] সন্ধ্যার নাম লিলি হবে?

অনি। কেন হবে না? আমার স্ত্রী। আমি তাকে যা খুসী নাম দেব।

এইচ। ঠিক কথা, সে অধিকার আপনার আছে। শুধু একটা এফিডেফিট। [উইল দুখানা দিয়ে] এই নিন।

অনি। এবার বলুন। শুধু লেখা আছে, লিলিকে বিয়ে করতে হবে। লিলির পরিচয় লেখা নেই। আমি—[সন্ধ্যাকে দেখিয়া] এঁর নাম যদি লিলি হয়,—অনায়াসে বিয়ে করতে পারি?

এইচ। ঠিক! আপনার সম্পত্তি আপনি পেয়ে গেলেন। যদি কেউ আপত্তি করে—আমি দায়ী রইলাম। আচ্ছা, নমস্কার।

(দক্ষিণ দরজা দিয়ে এইচের প্রস্থান।)

লিলি। [আর্ত্তনাদ] উঃ—উঃ—উঃ—

দেব। অনিন্দ্য! Quick! তাড়াতাড়ি গালটা পেতে দাও।

অনি। না।

দেব। না নয়। শিগ্‌গির দাও অনিন্দ্য।

সন্ধ্যা। দাও অনিন্দ্য।

অনি। আমি আর ওসব শুনবো না। আমি এখন মোটেই দুর্বল নই। এখন আমি কর্তব্যে পুলিস, দযায মাড়োযাড়ী, ভালবাসায কাবলিওযালা।

লিলি। না, তুমি কসাই! আমাকে তুমি জবাই দেবে অনিন্দ্য?

অনি। প্রযোজন হলে একবাব কেন, একশ'বাব দেব।

লিলি। [হাত ধরে] আমাকে মাপ করো। তুমি যে পুরুষ এ আমি একদিনও বুঝিনি। এবাব বিশ্বাস করো, তুমি যে রকম চাও আমি সেই বকম হব।

অনি। তোমার কান্না?

লিলি। আব আমি কাঁদবো না।

অনি। তোমাব চালাকি?

লিলি। তুমি আমার চেযেও চালাক হও। আমি সুখী হব।

অনি। কিন্তু তোমাব স্বার্থপবতা?

লিলি। এখন তুমিই আমার স্বার্থ।

অনি। [জয-গর্বেব সঙ্গে সন্ধ্যাকে] এইবাব আপনি?

সন্ধ্যা। বলো, তুমি কাকে চাও?

অনি। চাই?—[দেবকে] দেব, তোমাব মত?

দেব। আমাব মতও বল্‌তে হবে?

অনি। অমি কাবও মনে ব্যথা দিতে চাইনে।

দেব। একজনকে বেছে নাও। সব স্ত্রীলোকই স্ত্রীলোকের মত!

(বিশ্বনাথ চোখ বগড়াতে বগড়াতে ঘরে ঢকলো)

অনি। এই যে আপনিও এসেছেন!

বিশ্ব। এসেছি। হঠাৎ একটু ঘুমিযে পড়েছিলাম। [সকলকে লক্ষ্য

করে] তোমাদের ভাব দেখে মনে হচ্ছে, আবার একটা ফ্যাসাদ বাধিয়েছো !

দেব। ফ্যাসাদ বলে ফ্যাসাদ ! অনিন্দ্যের বাপের উইলের সর্ত্ত, তার লিলিকে বিয়ে করতে হবে।

বিশ্ব। বেশ, লিলিকেই বিয়ে করুক।

দেব। তা তো বটে ! কিন্তু কোন লিলিকে ? এঁকে, না ওঁকে ?

বিশ্ব। এঁকে না ওঁকে মানে ? লিলিতো একজন !

দেব। না, এখন ছ'জনে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্ব। এসব কথা আমাকে বিশ্বেস কবতে হবে ?

দেব। হ্যাঁ। উকিলেরও মত নেওয়া হয়েছে। [সন্ধ্যাকে দেখিয়ে] উনিও লিলি হয়েছেন !

বিশ্ব। উনিও লিলি হয়েছেন ! এসব আমি বাপের জন্মেও শুনিনি !

দেব। তবে আপনি পাবলেন না ! [দক্ষিণ দরজাদিয়ে নগেন ঘরে ঢুক্‌লো।] এই যে, আন্তর্জ্জাতিক নগেন ! আমাদের একটা সমস্যার মীমাংসা করে দিতে পাব ?

নগেন। আজ্ঞে, কত নম্বর চাই ?

দেব। নম্বর নয়—

নগেন। বেশ, যা চান বলুন। আমিতো উপকার করতেই হাজির।

দেব। ইনি অনিন্দ্য স্থন্দর। বিয়ে করবেন লিলিকে। এঁরা দুজনেই লিলি—। বলো, বিয়েটা হবে কার সঙ্গে ?

নগেন। অজ্ঞে, আন্তর্জাতিক সমস্যা ! সভা করতে হবে। আন্তর্জাতিক দাম্পত্য সম্পর্ক নির্ণয়—

দেব। [বাধা দিয়ে] থাক্ ! সিদ্ধান্তটাতো বেঁচে থাকতে পাওয়া যাবে না !

লিলি। অনিন্দ্য, আমি কি তবে সারাজীবন অপেক্ষা করবো ?

নগেন। ব্যাপারটা যখন আমার কানে গেল—, সভা তো করতেই হবে মিস্!

অনি। [সোদ্বেগে] যদি গোটাকয়েক টাকা তোমাকে দেই ?

নগেন। আজ্ঞে, তা ব্যবস্থা হবে! আপনাদের উপকার করাই তো আমার কাজ!

অনি। লিলি, নগেনকে—

লিলি। [তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে] আমি দিচ্ছি। [দশ টাকার নোট বার করে দিয়ে] নাও, গোলমাল কোরনা নগেন!

নগেন। (জিভকেটে) ছি-ছি, আপনাদের উপকার করা ছাড়া অন্য চিন্তাই আমার নেই। [দেবকে] আপনাকে কিন্তু ম্যনেজার হোটেল ছেড়ে যেতে বারণ করেছেন। মানে,—গোয়েন্দা আসছে।

দেব। গোয়েন্দা আস্‌ছে! তা'হলে এবার আর আমার নিস্তার নেই নগেন ?

নগেন। আজ্ঞে, নেইও বটে! আবার আছেও বটে! আপনাদের উপকার করেই আমার আনন্দ। হোটেলের দরজা তো আর একটা নয়!

দেব। কিন্তু আমার যে শুধু একটাই পথ নগেন! তুমি যেতে পার।

নগেন। আপনার খুসী। [ক্ষুন্নমনে প্রস্থান।]

সন্ধ্যা। তোমাকে গোয়েন্দা কেন খুঁজছে দেব ?

বিশ্ব। তোমায় তো বলেছি সন্ধ্যা, ওর সঙ্গে বিয়ে তোমার অসম্ভব। ওকে বেশীদিন জেলের বাইরে রাখা যাবে না।

অনি। দেব, তুমি কি করেছ? খুন?

দেব। না।

অনি। চুরী?

দেব। না।

অনি। তবে কিছুই করনি?

দেব। না।

অনি। তুমি অপদার্থ। [সন্ধ্যাকে] সন্ধ্যা, তুমি দেবকে বিয়ে করতে চাও?

সন্ধ্যা। জানিনে। আমি শুধু চাই, ছাব্বিশ বছরের পরেও অনেক, অনেক দিন বেঁচে থাক্‌তে!

অনি। লিলি, তুমি কি চাও?

লিলি। আমি চাই তোমাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে।

অনি। বড়োদার ট্রেন ক'টায়?

লিলি। [আনন্দে] সত্যি বল্‌বো?

অনি। আমি কালো অক্ষর মানিনে। যা জিজ্ঞেস করছি, তাই বলছি।

লিলি। [হাতের ঘড়ি দেখে] আর দু ঘণ্টা পরে একটা ট্রেণ আছে।

অনি। না। [হাতের ঘড়ি দেখে] আর দেড় ঘণ্টা পরে প্লেন ছাড়বে। আমরা প্লেনে যাব। [হুকুমের সুরে] এসো। [অন্য সকলকে] আচ্ছা, নমস্কার।

লিলি। সন্ধ্যা, তোমার ঠিকানা জানিও। আমাদের বিয়ের সময় তোমাকে নেমন্তন্ন করবো।

দেব। [উঠে কাছে গিয়ে] আর আমি?

লিলি। [সহসা গালে চড় মেরে সঙ্গে সঙ্গে] তোমার ভালবাসা আমি ভুলবো না।

[অনিন্দ্যর হাত ধরে লিলি সদম্ভে দক্ষিণ দরজা দিয়ে চলে গেল।]

দেব। ওঃ—

বিশ্ব। তারপর ইয়ংমান?

দেব। গোয়েন্দা, আর জেল। শুধু জেল তো। হল নয় বছর দশেক।

বিশ্ব। তার বেশীও হতে পারে।

দেব। বেশ, নয় বিশ বছর। [সন্ধ্যাকে] কিন্তু সন্ধ্যা, তুমি কি ততদিন অপেক্ষা করবে?

সন্ধ্যা। কারও বয়েস কারও জন্যে অপেক্ষা করে না। [বিশ্বনাথকে] বাবা, তুমি আমেরিকা যাবে বলছিলে, আসছে রবিবারেই আমরা যাত্রা করবো।

বিশ্ব। এত তাড়াতাড়ি।

সন্ধ্যা। হ্যাঁ। তুমি না যাও, আমি নিশ্চয়ই যাব। আমি চলুম ডাক্তার বোসকে প্রস্তুত করতে। [দরজার দিকে অগ্রসর হয়ে হঠাৎ ফিরে এসে দেবকে] আমাকে কিছু বলবে?

দেব। [মৃদুকণ্ঠে] একশ' বছর পরে।

সন্ধ্যা। [একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে] তখন আমি ঘুরে আসবো।

[প্রস্থান]

বিশ্ব। ইয়ংম্যান। আমি একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছি। তোমাকে যখন ওরা ধরে নিয়ে যাবে, আমাকে ডেকো। বিদায় দিতে অন্তত: একটা আত্মীয় তোমার থাকুক।

দেব। [মৃদু হেসে] আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুন। কালো অক্ষর সাদা না করে দিয়ে আমি বিদায় নেব না!

[টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালো।]

বিশ্ব। [চক্ষু মুদে] এ সব কথা আমি বাপের জন্মেও শুনিনি!

দেব। [টেলিফোন তুলে নিয়ে] হ্যালো…………

শেষ